পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 99 Monday, 10 March, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৯৯ সংখ্যা ✱ ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার, ১০ মার্চ ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু আজ

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় ১০ মার্চ, সোমবার থেকে শুরু হবে। ৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলমান এই অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ২০টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন বিলের উপর আলোচনা এবং ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, ব্যাঙ্কিং আইন (সংশোধন) বিল, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল বিল, ২০২৪ ত্রিভুবন সহকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, অভিবাসন ও বিদেশী বিল, ২০২৫ এবং রেলওয়ে (সংশোধন) বিল সহ বেশ কয়েকটি আইন আলোচনা এবং পাসের জন্য গৃহীত হবে। সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ৩১ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংসদের উভয় কক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন অধিবেশনের প্রথম পর্বে কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপন করেছিলেন। লোকসভা প্রথম পর্বে ১১২ শতাংশ উপাদনশীলতা রেকর্ড করেছে।

ছাড়া পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। রবিবার দুপুরে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। উচ্চ রক্তচাপ ও একাধিক সমস্যা নিয়ে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও তাঁকে প্রায় ১৫দিন বিশ্রামে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহের শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। আহত হন কয়েকজন পড়ুয়া। তারপরই বিক্ষোভ, প্রতিবাদে নামেন ছাত্ররা। উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়ে চাপ দেন পড়ুয়ারা। বুধবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন উপাচার্য। তাঁকে বাইপাসের ধারের এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার পর, মাথা ঘোরা এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার সমস্যার জন্য তাঁর ফিজিওথেরাপি শুরু করা হয়। এদিন তাঁকে ছুটি দেওয়া হল। এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী চিকিৎসক কেয়া গুপ্ত বলেন, ভাস্করবাবু হাসপাতালে থাকতে চাইছিলেন না। বারবার বাড়ি যাওয়ার কথা বলছিলেন। তাঁকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়েছে। কিন্তু আগামী সপ্তাহ দুয়েক পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে। এদিকে, আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং ডেকেছে বাম-অতিবাম ছাত্র সংগঠন। সেখানে উপাচার্য ভাস্ককবাবু থাকবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিলই। এদিন তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও, সেই সভায় তিনি থাকতে পারবেন না কার্যত পরিস্কার। উল্লেখ, শনিবার উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন যাদবপুর কাণ্ডে আহত ছাত্রদের প্রতিনিধি দল।

কোথায় ন্যায়বিচার? প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন নিহত চিকিৎসকের মায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকতা, ৯ মার্চ ঃ আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহত চিকিৎসকের মা আবারও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শনিবার, ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তিনি বলেন, তার এবং তার স্বামীর ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে তাদের মেয়ে হত্যার জন্য ন্যায়বিচার চাইবেন। তিনি এই ঘটনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নিহত চিকিৎসকের মা বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই এবং তাকে অনুরোধ জানাতে চাই যে তিনি এই মামলায় হস্তক্ষেপ করুন এবং আমাদের মেয়ের জন্য ন্যায়বিচারের আবেদন বিবেচনা করুন। তিনি আরও বলেন, আমাদের মেয়ে বড় স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু আমরা কখনো ভাবিনি যে তাকে এমনভাবে জীবন দিতে হবে। সাত মাস হয়ে গেল, কিন্তু কোথায় ন্যায়বিচার? আমরা এখনও তার মৃত্যুর শংসাপত্রও পাইনি। যদি একজন মহিলা চিকিৎসক তার কর্মস্থলে নিরাপদ না থাকে, তবে সাধারণ মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? এদিকে, এই বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া এসেছে। বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। আমি নিশ্চিত, প্রধানমন্ত্রী তাদের (মায়ের ও বাবার) কিছু সময় দেবেন এবং তাদের আবেদন শোনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এই দেশে যে কেউ প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং তাকে দেখতে পারেন। তবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এটি আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গত বছর, ৯ আগস্ট, কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে ৩১ বছর বয়সী জুনিয়র চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন, যা দেশব্যাপী নিন্দার সৃষ্টি করে। ২০ জানুয়ারি, কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার রায় ঘোষণা করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে, কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিলেও, সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করে রায়ের যাবজ্জীবন শাস্তি নিশ্চিত করেছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট সেটি গ্রহণ করেনি। এদিকে, নিহত চিকিৎসকের মা এখনও তার মেয়ের জন্য ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে সোচ্চার রয়েছেন। তিনি বলেন, যদি একজন মহিলা চিকিৎসক তার কর্মস্থলে নিরাপদ না থাকে, তাহলে সাধারণ মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? তার এই বক্তব্য সমাজে মহিলাদের নিরাপত্তা এবং কর্মস্থলে তাদের অবস্থান নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু করেছে। রাজ্য সরকার বলছে, অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। তবে নিহত চিকিৎসকের পরিবার এখনও তার মেয়ের জন্য পূর্ণ ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে অবিচল রয়েছেন।

সল্টলেক থেকে হাওড়া মেট্রো চালু মে মাসেই!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ চলতি মে মাসের শেষেই চালু হয়ে যাবার সম্ভবনা রয়েছে হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ মেট্রো পরিষেবা। জুড়তে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদহ অংশ। আর তাহলেই মাত্র ১১ মিনিটে যাত্রীরা পৌঁছে যাবেন হাওড়া থেকে শিয়ালদহ। আর হাওড়া থেকে সেক্টর ফাইভ পৌঁছে যাওয়া যাবে মিনিট পঁচিশের আগেই। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। মেট্রো-সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড মেট্রো রুট জুড়তে পুরোপুরি তৈরি বউবাজার। এই অংশ কতটা নিরাপদ তা আড়াই দিন ধরে খতিয়ে দেখল মার্কিন সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সেফটি অডিট অ্যাসোসিয়েশন। এরপর তাদের ছাড়পত্র পেলে মার্চের শেষেই কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি বা সিআরএস-কে আসতে বলা হতে পারে। ওই সংস্থা এই অংশটি পরীক্ষা করে দেখে ছাড়পত্র দিলেই বহু প্রতীক্ষিত এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদহ অংশে যাত্রী নিয়ে ছোটা শুরু করবে মেট্রো। এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ অংশের দূরত্ব ২.৬৩ কিলোমিটার। বউবাজারে মাটির নিচে সুড়ঙ্গে বারংবার বিপর্যয়ে এই অংশটুকুর কাজ করতেই প্রায় ছ'বছর সময় পেরিয়ে গেল। অবশেষে তা শেষের পথে। শুধুই সিআরএসের ছাড়পত্রের অপেক্ষা। তবে মেট্রোর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সেফটি কমিশনার এই অংশ দেখে যাওয়ার পর কিছু মতামত দেবেন। সেই অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে। সেই রিপোর্ট ফের যাবে সিআরএসের কাছে। সব দিক খতিয়ে দেখার পর অবশেষে দেওয়া হবে সবুজসংকেত। এর পাশাপাশি রাজ্যের থেকে ফায়ারপ্রুফ সার্টিফিকেটও লাগবে। হবে ফের ট্রায়াল রানও। তারপরই এই গোটা লাইনে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। আর এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে এপ্রিল মাসের পুরোটা লেগে যেতে পারে। আধিকারিকদের তরফে তাই মেট্রো কর্মী ও চালকদের জানানো হয়েছে, মে মাস থেকে পরিষেবা চালু হতে পারে। সেই মতো তৈরি থাকতে হবে। তবে এবিষয়ে মেট্রোর তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। এই পরিষেবা চালু হলে সাধারণ মানুষেরও অনেক সুবিধা হবে। ১৬.৬ কিমি দীর্ঘ মেট্রো লাইনের টানা পরিষেবা।

দুবাইয়ের সবচেয়ে কম ঘূর্ণির পিচেও রেকর্ড ভারতের।

গোটা বিশ্বে হিন্দিকে ছাপিয়ে শীর্ষে বাংলা ভাষা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ বিশ্ব মানচিত্রে হিন্দিকে টপকে গেল বাংলা ভাষা। ভারতীয় কোনও কথ্য আঞ্চলিক ভাষার নিরিখে যে খবর গর্বের সীমা ছাড়িয়েছে সম্প্রতি। ২০২৩-এর এই ক্রম বলছে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা সে বছর ছিল ৬০ কোটি ৯৫ লক্ষ। তৃতীয় স্থানে ছিল ভারতীয় এই অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা। সেখানে বাংলা ছিল সপ্তম স্থানে। সে বছর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ২৭ কোটি ২৮ লক্ষ। ২০২৪-এর পরিসংখ্যান বলছে এই পর্যায়ক্রমেই হিন্দিকে টপকে গিয়েছে বাংলা। বিশ্বজুড়ে ঠিক কত সংখ্যক মানুষ এখন বাংলা ভাষায় কথা বলছেন? ইউনেস্কোর স্বীকৃতি-সহ 'গ্লোবাল পপুলেশন র‌্যাংক' অনুযায়ী তার রিপোর্ট প্রকাশ করে দেওয়া হবে কিছুদিনের মধ্যেই। প্রত্যেক বছরই এই রিপোর্ট বদলায়। ২০২৪ সালের শেষে নানা সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বাংলা ভাষার হাতে গরম এই ব্যাপ্তির হিসাব নিয়েছে ইউনেস্কো স্বীকৃত নির্দিষ্ট কয়েকটি সংস্থা, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বময় ছড়িয়ে। রিপোর্টের মূল ভিত বাংলাদেশ। তার সঙ্গে এ এই মানচিত্রের সংযোজিত হয়েছে এ দেশের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা-সহ ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা। তার সঙ্গে ইউরোপ, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার একটা অংশে বেশ কিছু সংখ্যায় বাঙালির বাস। একইভাবে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার নানা প্রদেশে বাঙালি তথা বাংলা ভাষাভাষীর বাস এবং কাজ। ইউনেস্কো যাদের মাধ্যমে এই রিপোর্ট তৈরি করে, সেই সব সংস্থাই এই তথ্য সামনে এনেছে। তবে বিশ্বের নিরিখে বাংলা ভাষা হিন্দিকে টপকে গেলেও দেশে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে সব থেকে ব্যবহারের তালিকায় থাকা হিন্দি ভাষাই প্রথম স্থানে রয়েছে।

স্নানের যোগ্যই ছিল সঙ্গমের জল, মহাকুম্ভ নিয়ে নয়া রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ সঙ্গমের দূষিত জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া। গত মাসের মাঝামাঝি কেঃদ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই দেশজুড়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে যায়। সেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদই এবার উল্টো কথা বলছে। জাতীয় পরিবেশ আদালতে নতুন রিপোর্ট দিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বলছে, প্রয়াগরাজের সঙ্গমের জল মহাকুম্ভের সময় স্নানের উপযুক্ত ছিল। ওই জলে বিপজ্জনক ব্যাকটিরিয়া ছিল না। গত ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি রিপোর্ট দিয়ে জানায়, মহাকুম্ভের সময় যে প্রয়াগরাজের সঙ্গমে ডুব দিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কার্যত গোটা দেশ, সেই সঙ্গমের জল স্নানের অনুপযুক্ত। সঙ্গমের দূষিত জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ওই রিপোর্ট নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়ে যায়। সাফাই দিতে আসরে নামতে হয় খোদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। তিনি পাল্টা দাবি করেন, স্নানের তো বটেই, সঙ্গমের জল পানেরও উপযুক্ত।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সেই রিপোর্টের পরও অবশ্য ভক্তদের ভক্তিতে বিশেষ ভাঁটা পড়েনি। বিন্দুমাত্র কমেনি কুম্ভের ভিড়। সরকারের দাবি অনুযায়ী, মেলা শেষ হওয়া কুম্ভে ডুব দিয়েছেন ৬০ কোটি মানুষ। মেলা শেষে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও উল্টো কথা বলছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ওয়েবসাইটে গত ৭ মার্চ নতুন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম তথ্য উঠে আসছে। তাই নতুন করে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজন পড়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের রিপোর্ট বলছে, সার্বিকভাবে গোটা সঙ্গম এলাকার হিসাব করলে জলের মান ঠিকই ছিল। স্নানের উপযুক্ত ছিল। গত ১২ জানুয়ারি থেকে গঙ্গার পাঁচটি জায়গায় এবং যমুনা নদীর দুটি জায়গা থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। একই জায়গায় আলাদা আলাদা দিনে আবার আলাদা জায়গায় একই দিনে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সপ্তাহে দুবার করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ তিথিগুলিতেও জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, সার্বিকভাবে সঙ্গমের জল স্নানের উপযুক্তই ছিল। এখন প্রশ্ন হল, এই কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদই সঙ্গমের জলকে দূষিত বলে ঘোষণা করেছিল কীসের ভিত্তিতে? নতুন করে আবার ওই রিপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজনই কেন পড়ল।

যাদবপুরে পড়াশোনা ছাড়া সবকিছু হয়, নিশানা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বামপন্থী ছাত্রদের বিক্ষোভ ও তার পরবর্তী অস্থিরতার প্রতিবাদে পথে নামল বিজেপি। রবিবার দুপুরে নবীনা সিনেমা হলের সামনে থেকে মিছিল করেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখানে এত বড়, বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) আছে কিন্তু এখানে পড়াশোনা ছাড়া সবকিছুই হচ্ছে। টুকরে-টুকরে গ্যাং, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী, র‌্যাগিং, মাদক সবকিছুই চলছে। সিপিএম, টিএমসি একসাথে ব্যবস্থা করে সবকিছু করছে। বিজেপি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা হওয়া উচিত। ত সপ্তাহের শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। আহত হন কয়েকজন পড়ুয়া। তারপরই বিক্ষোভ, প্রতিবাদে নামেন ছাত্ররা। উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়ে চাপ দেন পড়ুয়ারা।

আরও কমবে জিএসটি-র হার, বার্তা অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ ২০১৭ সালের ১ জুলাই জিএসটি-র গড় হার ধরা হয় ১৫.৮। কিন্তু ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১১.৪। আসলে কর আদায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই এই হ্রাস। এবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বার্তা দিলেন, জিএসটি-র হার আরও কমবে। একটি সংবাদমাধ্যমের অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এসেছিলেন নির্মলা। সেখানেই তিনি বলেন, করের ধাপকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার প্রক্রিয়া প্রায় পূর্ণ হয়েছে। আর তার ফলেই জিএসটি-র হার আরও কমবে আগামিদিনে। প্রসঙ্গত, অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল জিএসটি কাউন্সিল। এবার তারা মূল পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কাউন্সিলের পরবর্তী সভার আগে তিনি পুরো বিষয়টির একটি পর্যালোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন নির্মলা। তিনি বলেন, সকলেই ভালো কাজ করেছে। তবে আমি কাউন্সিলে তা গ্রহণ করার আগে পুরোটা পর্যালোচনা করব। করের হার ধার্য করা এবং সেটিকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য একদিকে করের ধাপ হ্রাস করার পাশাপাশি হার সহজীকরণ করার মতো প্রক্রিয়াও অবলম্বন করা হয়েছে। এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিলগ্নিকরণ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর মত, সাধারণ খুচরো লগ্নিকারীর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পুঁজি বাড়ানোই লক্ষ্য সরকারের। এবিষয়ে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে শেয়ারবাজারের স্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নির্মলা বলেন, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা, লোহিতসাগরে অশান্তি এবং জলদস্যুর হামলার মতো নানাবিধ বিষয় মাথার রাখলে এপ্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তাই এই নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চান না।

বেলঘরিয়ার গুলিকাণ্ডে অর্জুন সিংয়ের বিস্ফোরক মন্তব্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ বেলঘরিয়ায় গুলি চালানোর ঘটনায় এবার মুখ খুললেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। একের পর এক গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠছে। এক তৃণমূল কর্মীসহ দুজন আহত হয়েছেন। গুলি চালানোর পর দুষ্কৃতীরা বাইক ফেলে পালিয়ে যায় চারচাকা গাড়িতে। ঘটনাটি শনিবার বিকেলে বেলঘরিয়ার একটি জনবহুল এলাকায় ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের তদন্ত শুরু হয়েছে, এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াই কিংবা পুরনো শত্রুতার কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইকে করে আসা দুষ্কৃতীরা প্রথমে গুলি চালায়। পরে বাইক ফেলে তারা একটি চারচাকা গাড়িতে পালিয়ে যায়। পুরো ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক আঘাতের বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে। বেলঘরিয়ায় এই ঘটনা ঘটানোর পর বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এই নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'যে বীজটা পুঁতেছেন, সেটাই তো উঠবে।' তার দাবি, তৃণমূল নেতারা ক্রিমিনালদের পুলিশ প্রটেকশন দিয়ে রেখেছে। তিনি আরও বলেন, 'এখানে ৪০০ ক্রিমিনালকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। যারা পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াত, তাদের এখন সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশও কিছু করতে পারছে না।' অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তৃণমূলের নেতারা পুলিশকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, 'পুলিস এখন তৃণমূলের নেতা হয়ে গিয়েছে।' অর্জুন সিংয়ের দাবি, রাজ্যব্যাপী ক্রিমিনালদের অবাধ চলাফেরা রয়েছে। 'কামারহাটিতে ক্রিমিনালের ফ্যাক্টরি রয়েছে। মদন মিত্রের ডান এবং বাঁ দিকে ক্রিমিনালরা থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ক্রিমিনালের মরুদ্যান হয়ে গিয়েছে।' এমনকি, তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজন এখানে ভোটার লিস্টে রয়েছেন। মেটিয়াবুরুজে তো পুরো বাংলাদেশ বসে গিয়েছে।' অর্জুন সিংয়ের এই অভিযোগের পর অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে কিনা। সেই সঙ্গে ক্রিমিনালদের রাজনীতি ও পুলিশের সম্পর্কের বিষয়টিও আবার সামনে এসেছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে, বেলঘরিয়ার এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াই বা ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গুলির আওয়াজ শুনে লোকজন দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে, তবে এখনও দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এলাকার মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোয় স্থানীয়রা নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। তাদের দাবি, পুলিশ যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে এমন ঘটনা আরও বাড়তে পারে। তবে পুলিশ বলছে, তদন্ত দ্রুত এগিয়ে চলছে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে তারা সব রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি এবং তৃণমূল নেতারা একে অপরকে দায়ী করছেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেছেন, 'তৃণমূল নেতারা ক্রিমিনালদের সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছে। পুলিশ এখন কিছুই করতে পারে না।' অন্যদিকে, তৃণমূল নেতারা দাবি করেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই। তবে প্রশ্ন উঠছে, কিভাবে বেলঘরিয়ায় এমন ঘটনা ঘটল? সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের দাবি, তারা ঘটনার পেছনে সবকিছু খতিয়ে দেখছে। ঘটনাটি রাজনৈতিক জমি দখল সংক্রান্ত কিনা, কিংবা পুরনো শত্রুতা থেকেই এই হামলা করা হয়েছে, তা তদন্তের পরই পরিস্কার হবে।
বেলঘরিয়ায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক ও অপরাধী চক্রের সম্পর্ক নিয়ে আরও অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীরা আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এখন সময়ই বলবে, পুলিশ কি দ্রুত এই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারবে, নাকি আরও কিছু রহস্য সামনে আসবে।

হিংসায় উত্তাল মণিপুর, কুকি যুবকের মৃত্যুতে বনধের ডাক

কাংপোকপি, ৯ মার্চ ঃ কাংপোকপি জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুর। এই ঘটনায় বনধের ডাক দিয়েছে কুকি সম্প্রদায়। পালটা পরিস্থিতি সামাল দিতে বিপুল সংখ্যায় নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কোনও রকম হিংসা সামাল দিতে রাস্তার রুটমার্চ করছে সেনা। সব মিলিয়ে রবিবার সকাল থেকে থমথমে মণিপুরের কাংপোকপি জেলা। গত শনিবার মণিপুরে বাস পরিষেবা চালুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় মণিপুরে। সম্প্রতি মণিপুরের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অজয় ভাল্লা। রাজ্যকে সচল করতে গত ২ মার্চ রাজ্যপাল ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই বৈঠক থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৮ মার্চ থেকে মণিপুরের যান চলাচল সচল করার। সেই মতো বাস পরিষেবা চালু করা হলে পথ অবরোধে নামে কুকিরা। জানানো হয়, যতক্ষণ না তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ কোনও বাস চলবে না। রাস্তায় পাথর ফেলে পথ অবরোধ শুরু করে কুকি সম্প্রদায়ের

মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের সরাতে লাঠিচার্জ শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। পালটা আক্রমণ চালায় কুকি সম্প্রদায়ের লোকজন। বিক্ষোভকারীরা বাস লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছুঁড়তে থাকেন। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি বাসে। এই পরিস্থিতিতে গুলি চালায় পুলিশ। সংঘর্ষের মাঝে ৩০ বছর বয়সি এক যুবকের গুলি লাগে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় ওই বিক্ষোভকারীর। পাশাপাশি দুতরফের অন্তত ৪০ জন আহত হন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই সংঘর্ষে তাদের ২৭ জন আহত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভয়াবহ এই হিংসার পর শনিবার রাতেই কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধের ডাক দেওয়া হয়। কুকি-জো কাউন্সিলের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, এই অঞ্চলে শান্তি না ফেরা পর্যন্ত এবং কুকিদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সরকারের অবাধ যাতায়াতের বিরোধিতা জারি থাকবে। রবিবার সকালেও পথে নামতে দেখা যায় কুকিদের। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার কিছু এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি মোটের উপর শান্ত রয়েছে। বাড়তি সেনা মোতায়েন করা হয়েছে হিংসা উপদ্রুত এলাকায়। চলছে সেনার টহলদারি।

আমেরিকার হিন্দু মন্দিরে হামলায় কড়া পদক্ষেপের দাবি ভারতের

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ আমেরিকার হিন্দু মন্দিরে দুস্কৃতী হানা। শুধু তাই নয়,ভাঙচুরের ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিল ভারত। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি জারি করা হল বিদেশমন্ত্রকের তরফে। বিএপিএস স্বামী নারায়ণ মন্দিরে হামলার ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানানোর পাশাপাশি সেখানে থাকা মন্দিরগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আর্জি জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। গত শনিবার আমেরিকার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার স্বামী নারায়ণ মন্দিরে হামলা চালায় একদল দুস্কৃতী। জনপ্রিয় এই মন্দির ভাংচুরের পাশাপাশি মন্দিরের দেওয়ালে মোদির বিরুদ্ধে কুমন্তব্য লেখা হয়। পাশাপাশি হিঃদু বিরোধী বৈষম্যমূলক মন্তব্যও লেখা হয় দুস্কৃতীদের তরফে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছা।য়। কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পুলিশের তরফে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু না জানানো হলেও, স্থানীয়দের দাবি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত খলিস্তানিরা। ' অফ হিন্দুজ অফ নর্থ আমেরিকা' সংগঠনের দাবি, কিছুদিন আগে এখানে জনমত সংগ্রহ অভিযান চালিয়েছিল খলিস্তানিরা। হামলার পিছনে তাদের যোগ থাকতে পারে। এই ডামাডোলের মাঝেই

রবিবার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি জারি করা হল বিদেশমন্ত্রকের তরফে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়ওসয়াল জানান, ' এই ধরনের হামলার ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আমাদের আর্জি যারা এই হামলা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হোক। পাশাপাশি সকল ধর্মীয়স্থানগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।' পাশাপাশি বিএপিএস-এর তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, ' আর এক হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর করা হয়। এইবার চিনো হিলস, ক্যালিফোর্নিয়ায়। চিনো হিলস এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সম্প্রদায়ের সঙ্গে একজোট হয়ে আমরা এই ঘৃণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। আমাদের মানবতা এবং বিশ্বাস শান্তি ফিরিয়ে আনবে।'
উল্লেখ্য, স্বামী নারায়ণ মন্দিরে হামলার ঘটনা এই প্রথমবার নয়। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্যালিফোর্নিয়া বিএপিএস মন্দির ও নিউইয়র্কের এক মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটে। প্রতিবারই হামলার ঘটনায় খলিস্তানিদের দিকে উঠেছিল অভিযোগের আঙুল। তবে বার বার এই ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে এই ঘটনায় কনা প্রতিক্রিয়া দিল ভারত।

ভোটার তালিকার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূলঃ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

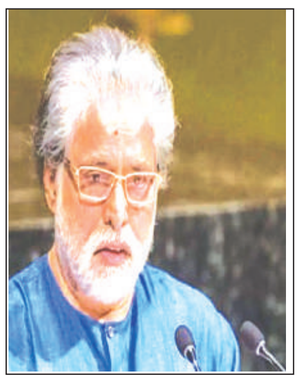

কলকাতা, ৯ মার্চঃভুয়ো ভোটার ইস্যুতে মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত গত বৃহস্পতিবার সুদীপ বলেছেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র নির্বাচনে ভোটার তালিকা ব্যাপকভাবে হেরফের হয়েছে, আমরা প্রথম থেকেই সতর্ক থাকতে চাই।তিন ভাষা নীতি ইস্যুতে সুদীপ বলেন, হিন্দি একটি জাতীয় ভাষা। প্রত্যেকেরই এটিকে সম্মান করা উচিত। আঞ্চলিক দলগুলি আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সমর্থন করে। হিন্দি একটি মহান ভাষা এবং এটি আমাদের দেশের মাতৃভাষা। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি এবং গুজরাটি রয়েছে এবং উর্দুভাষী সংখ্যালঘুরাও আছে। বাংলায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে, আমরা হিন্দি ভাষাকেও সম্মান করি।

বুকের ব্যথায় অসুস্থ উপরাষ্ট্রপতি, চিকিৎসাধীন দিল্লির এইমস-এ

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ বুকে ব্যথা ও শরীরে অস্বস্তি অনুভব করায় দিল্লির এইমস-এ ভর্তি করানো হল উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে। রবিবার ভোররাতে তাঁকে তড়িঘড়ি দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিসাধীন তিনি।এইমস সূত্রের খবর, এইমস-এর কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টে চিকিসাধীন রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি স্থিতিশীল ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। রবিবার ভোররাত ২টো নাগাদ আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন ধনখড়। শুধু তাই নয়, শরীরে অস্বস্তিও বোধ করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার হৃদরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিসক রাজীব নারাংয়ের অধীনে ভর্তি করানো হয় ধনখড়কে।এইমস সূত্রে খবর, উপরাষ্ট্রপতির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তাঁর চিকিৎসার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতিজগদীপ ধনখড়

নাবালিকার শ্লীলতাহানি, গ্রেফতারির দাবিতে পথে তৃণমূল

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃ দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারির দাবিতে রবিবার দমদমে পথে নামল তৃণমূল। বিগত মাসের ১৯ তারিখ নাগেরবাজার থানায় দুই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই ঘটনায় অভিযুক্তঃ শাসকদলেরই প্রভাবশালী নেতার ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ করেন নাবালিকার পরিবার। জানা গেছে, অভিযুক্ত এখনও অধরা।রবিবার দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিল করা হয়। দোষীর গ্রেফতারির দাবিতে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব পথে নামে।

কোচবিহারের ৩৫টি স্কুলে বসছে হাইমাস্ট আলো

কোচবিহার, ৯ মার্চ ঃ কোচবিহারের সাতটি বিধানসভা এলাকা থেকে পাঁচটি করে বিদ্যালয় বেছে নিয়ে সেখানে হাইমাস্ট আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে সাংসদ তহবিলের টাকায়। এ ধরনের ৩৫টি বিদ্যালয়ে এই আলো লাগাতে খরচা হচ্ছে প্রায় ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও কোচবিহার শহরের নিরাপত্তা বাড়াতে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

বিকশিত ভারতের যাত্রায় পুষ্টিকর খাবারের বড় ভূমিকা রয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

সুরাট, ৯ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী গত শুক্রবার গুজরাটের সুরাটে, সুরাট খাদ্য সুরক্ষা স্যাচুরেশন অভিযানের সূচনা করেছেন। এছাড়াও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের সুবিধাগুলি সুবিধ াভোগীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিকশিত ভারতের যাত্রায় পুষ্টিকর খাবারের বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের লক্ষ্য হল, দেশের প্রতিটি পরিবারে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করা যাতে দেশ অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতার মতো বড় সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন আমি সন্তুষ্ট যে, আমাদের সরকার দরিদ্রদের একজন প্রকৃত সঙ্গী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। কোভিড মহামারীর সময়, যখন ভারতের উল্লেখযোগ্য সহায়তার প্রয়োজন ছিল, তখন দরিদ্রদের সঠিক খাবার নিশ্চিত করার জন্য গরীব কল্যাণ যোজনা চালু করা হয়েছিল। এটি বিশ্বের বৃহত্তম এই ধরণের প্রকল্প। আমি আরও খুশি যে, গুজরাট সরকার এই উদ্যোগটি আরও প্রসারিত করেছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার, দরিদ্রদের ঘরের উনুন যাতে জ্বলতে থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করছে।অন্যদিকে সুস্থ ভারত নিশ্চিত করার প্রতি ভারত সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে জন ঔষধি দিবস। শুক্রবার জন ঔষধি দিবসে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, জন ঔষধি দিবস সুস্থ ভারত গঠনে মানুষকে উচ্চমানের ও স্বাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ সরবরাহের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে।সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, কিভাবে উন্নত মানের ওষুধ সাশ্রয়ী মূল্যে দেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও পৌঁছে যাচ্ছে। হৃদরোগের চিকিৎসা এবং হাঁটু প্রতিস্থাপনের খরচ কমেছে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালিসিস কর্মসূচি কিডনির রোগীদের জন্য যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে বলেও তার দাবি। এছাড়াও মাত্র এক টাকায় প্রতিপ্যাড জন ঔষধি সুবিধা স্যানিটারি ন্যাপকিন সকলের জন্য মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সহজলভ্য করে তুলেছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

কেন আদালতের নির্দেশ মানা হল না, জবাব চেয়ে মুখ্যসচিবকে তলব হাই কোর্টের

কলকাতা, ৯ মার্চ ঃওবিসি শংসাপত্র বাতিল মামলায় এ বার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে তলব করল কলকাতা হাই কোর্ট। অভিযোগ, আদালত শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকর করছে না রাজ্য। এর পরেই উচ্চ আদালতের নির্দেশ, অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে হাজিরা দিয়ে কেন আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলাও গ্রহণ করেছে উচ্চ আদালত। গত বৃহস্পতিবার হাই কোর্টে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে কেন আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি। আগামী ১২ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ওই দিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা দিতে পারবেন মুখ্যসচিব।হাই কোর্টে মূল মামলাকারীদের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ‘ সার্টিফিকেট বাতিল নিয়ে. হাই কোর্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ নেই। তা সত্ত্বেও আদালতের নির্দেশ ইচ্ছাকৃত ভাবে পালন করছে না রাজ্য। অনেক জায়গায় নতুন করে ওই সার্টিফিকেটের ব্যবহার করা হচ্ছে।’’ এর পরেই ব্যাখ্যা চেয়ে মনোজবাবুকে তলব করে উচ্চ আদালত।

ধনখড়ের অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন বিড়লা, আরোগ্য কামনা লোকসভার অধ্যক্ষের

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।রে অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বি।লা। ধনখ।রে আরোগ্য কামনার পাশাপাশি দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছেন ওম বিড়লা। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বি।লা রবিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়জির অসুস্থতার খবর পেলাম। আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।দিল্লি এইমস-এর কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টে চিকিৎসাধীন রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি স্থিতিশীল ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। রবিবার ভোররাত ২টো নাগাদ আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন ধনখড়। শুধু তাই নয়, শরীরে অস্বস্তিও বোধ করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার হৃদরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিসক রাজীব নারাংয়ের অধীনে ভর্তি করানো হয় ধনখড়কে। এইমস সূত্রে খবর, উপরাষ্ট্রপতির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তাঁর চিকিসার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি।

পশু কল্যাণ আইন নিয়ে আগরতলায় সেমিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৯ মার্চ ঃ প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে গত আগরতলার গোর্খাবস্তিস্থিত প্রজ্ঞা ভবনে ভেটেনারি ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় পশু কল্যাণ আইন সম্পর্কিত রাজ্যস্তরের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।সেমিনারের উদ্বোধন করেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম জেলার সহ সভাধিপতি বিশ্বজি শীল, আইএফএস দীপা ডি নায়ার সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৯মার্চঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবর্ন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয়ে বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

দু’দিনের সফরে মরিশাস যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, অংশ নেবেন জাতীয় দিবস উদযাপনে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১১ মার্চ থেকে দু’দিনের মরিশাস সফরে যাবেন। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ভারতীয় .নৌবাহিনীর একটি রণতরী ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এই উদযাপনে অংশ নেবে। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মরিশাসের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়াও মরিশাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও বেশ কয়েকটি বৈঠক করবেন তিনি

‘ ভুভুড়ে’ ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনিতে প্রতি জেলায় তৃণমূলের কোর কমিটি

কলকাতা, ৯ মার্চ ভোটার তালিকা থেকে ‘ ভূত তাড়াতে আরও জোরদার দাওয়াই ঠিক করে ফেলল রাজ্যের শাসকদল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে এই সংক্রান্ত বৈঠক থেকে পাঁচটি নয়া নীতি তৈরি করে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি কোর কমিটি।এ ছাড়াও, প্রত্যেক জেলায় তৃণমূলের কোর কমিটি গড়ে দেওয়া হলো ‘ ভুভুতে ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির কাজে। কমিটিতে থাকবেন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যান, বিধায়ক, সাংসদ, জেলার শাখা সংগঠনের সভাপতি, ব্লক ও টাউনের সভাপতিরা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পুরসভার চেয়ারম্যানরা। তবে বীরভূমের জন্য আলাদাভাবে কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। সেখানকার কোর কমিটিই এই দায়িত্ব সামলাবে।জেলায় জেলায় ‘ ভুভুতে ভোটারদের চিহ্নিত করে আলাদা করতে প্রত্যেক জেলা আলাদা করে যে কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হল, তাতে কমপক্ষে ১১ জন প্রতিনিধি থাকছেন। সূত্রের খবর, আগামী ১৫ তারিখ ফের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য মমতার তৈরি কমিটিকে ভারচুয়াল বৈঠকে ডেকেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

হোলি উপলক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৯মার্চ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেল হোলি উপলক্ষে যাত্রীদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসন্ন দোল উসব উপলক্ষে একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে ।চেরলাপল্লি-শালিমার-চেরলাপল্লি, চেরলাপল্লি-সাঁতরাগাছি-চেরলাপল্লি এবং সাঁতরাগাছি-দ্বারভাঙা-সাঁতরাগাছি রুটে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিশেষ ট্রেনগুলির সময়সূচি দেখে আগেভাগেই যাত্রীদের টিকিট বুকিং নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয়েছে। ০৭৭০৩০৭৭০৪ চেরলাপল্লি-শালিমার-চেরলাপল্লি স্পেশাল-চেরলাপল্লি থেকে ছাড়বে- আগামী ৯ মার্চ ও ১৬ মার্চ, রাত ৭.৪৫ মিনিটে। শালিমারে পৌঁছনোর সময়- যাত্রা শুরুর তৃতীয় .দিনে দুপুর ২টোয় ।শালিমার থেকে ছাড়বে- আগামী ১১ মার্চ ও ১৮ মার্চ, ভোর ৫টায় । চেরলাপল্লিতে পৌঁছনোর সময়- পরদিন সকাল ৮.১০ মিনিটে। বিশেষ ট্রেনটি যাত্রাপথে সাঁতরাগাছি, খড়গপুর ও জালেশ্বর স্টেশনে থামবে।০৭৭০৫০৭৭০৬ চেরলাপল্লি-সাঁতরাগাছি-চেরলাপল্লি স্পেশাল- চেরলাপল্লি থেকে ছাড়বে- ৭ মার্চ ও ২১ মার্চ, সকাল ৭.১৫ মিনিটে। সাঁতরাগাছিতে পৌঁছনোর সময়- পরদিন সকাল ১০.৩০ মিনিটে।সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে- ৮ মার্চ ও ২২ মার্চ দুপুর ১২.৩৫ মিনিটে। চেরলাপল্লিতে পৌঁছনোর সময়- পরদিন বিকেল ৪.৪০ মিনিটে। বিশেষ ট্রেনটি খড়গপুর ও জালেশ্বর স্টেশনে থামবে।এছা।াও হোলি উপলক্ষে অতিরিক্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে সাঁতরাগাছি-দ্বারভাঙা-সাঁতরাগাছি রুটে বিশেষ ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০২৮২৭০২৮২৮ সাঁতরাগাছি-দ্বারভাঙা-সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশাল- সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে- ১২ মার্চ, সকাল ৭.৩০ মিনিটে। দ্বারভাঙায় পৌঁছনোর সময়- ওইদিনই সন্ধ্যা ৭.০৫ মিনিটে।দ্বারভাঙা থেকে ছাড়বে- ১২ মার্চ, রাত ৮.২০ মিনিটে। সাঁতরাগাছিতে পৌঁছনোর সময়- পরদিন সকাল ৯টায়। বিশেষ ট্রেনটি ডানকুনি, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, ঝাঝা, কিয়ুল, বরৌনি ও সমস্তিপুর স্টেশনে থামবে।

তিন ভাষা নীতি সারা দেশের জন্য ভালোঃকিরেন রিজিজু

তিরুবনন্তপুরম, ৯ মার্চ ঃতিন ভাষা নীতি সারা দেশের জন্য ভালো, এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কিরেন রিজিজু। তিন ভাষা নীতির পক্ষে সওয়াল করে কিরেন রিজিজু বলেছেন, কোনও বিভ্রান্ত রয়েছে অথবা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। তিন ভাষা নীতি সারা দেশের জন্য ভালো। তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেও তাঁর মাতৃভাষা হিন্দি নয়, গুজরাটি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মাতৃভাষা গুজরাটি, আমরা সবাই ভারতীয়, আসুন একসঙ্গে ভোট দেই। প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্রমাগত বলেছেন, প্রতিটি অঞ্চল এবং প্রতিটি সম্প্রদায় সমান এবং সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। আসুন দেশকে ভাগ না করি।

মেঘালয়ে বোতলজাত পানীয় জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলায় চালু প্রকল্প, বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আম্পারিন

শিলং, ৯ মার্চ ঃ মেঘালয়ে খাদ্য এবং বোতলজাত পানীয় জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা করতে প্রকল্প চালু করেছে ‘ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া’ (এফএসএসএআই), রাজ্য বিধানসভায় বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আম্পারিন লিংডো।রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে বিধায়ক অ্যাডেলবার্ট নংরাম জানতে চান, বোতলজাত জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক থেকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক ঝুঁকি সম্পর্কে সরকার কতটা অবগত? মাইক্রোপ্লাস্টিকের দূষণ মোকাবিলায় সরকার কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা?বিধায়ক অ্যাডেলবার্টের এই জিজ্ঞাসার জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আম্পারিন লিংডো এই তথ্য দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট এফএসএসএআই মাইক্রোপ্লাস্টিক রোধে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য বৈধ পদ্ধতিতে বিভিন্ন খাদ্য ম্যাট্রিক্সে মাইক্রো এবং ন্যানোপ্লাস্টিকের ব্যাপকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া।স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প অনুযায়ী মাইক্রোপ্লাস্টিক পরীক্ষার একটি মান উদ্ঘাটন করার কথা ভাবছে এফএসএসএআই। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। খাদ্য নিরাপত্তা কমিশনারেট মাইক্রোপ্লাস্টিক ছাড়া খনিজ তেল, ধাতব দূষক, কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ এবং মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্যারামিটারগুলির উপস্থিতি পরীক্ষা করার জন্য বোতলজাত পানীয় .জলের নমুনাগুলি সংগ্রহ করছে সরকার, সদনকে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী আম্পারিন লিংডো।

বিহারের কল্যাণের জন্য এনডিএ-কেই ভরসা করে জনগণঃ নিত্যানন্দ রাই

পাটনা, ৯ মার্চ ঃ বিহারের জনগণ এনডিএ-কে ভরসা ও বিশ্বাস করে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। তাঁর মতে, বিহারের কল্যাণের জন্য এনডিএ-কেই ভরসা করে জনগণ। রবিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, যার ওপর জনগণের সমর্থন থাকে, তিনিই সরকার গঠন করেন। বিহারের মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। বিহারের কল্যাণের জন্য তাঁরা এনডিএ-র উপর আস্থা রাখেন। জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদী, নীতিশ কুমারের উপর আস্থা রাখেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৫ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ ১০ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৪ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২১ ফাল্গুন মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, শনিবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৭মিনিট

ঘুটিয়ারি সরিফ থেকে হেরোইন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ ঘুটিয়ারি শরীফ থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণের হেরোইন ও নগদ টাকা গ্রেফতার এক। আবার পুলিশের সাফল্য। বিপুল টাকার হেরোইন উদ্ধার হল এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকা থেকে। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু নগদ টাকা ও সোনার অলঙ্কার। ঘটনায় পুলিশ গুলবানু বিবি নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘুটিয়ারি শরিফ থানার পুলিশ ধৃতকে জেরা করে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণ মাকালতলা এলাকার

মনিরুল লস্করের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। ওই বাড়িতেই ভাড়া থাকেন ওই মহিলা। ঘরের ভিতর তল্লাশি শুরু করলো ঘরের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হয় হেরোইন। মোট ৭৮৮ গ্রাম হেরোইন ঘর থেকে পাওয় গিয়েছে। ওই মাদকের বাজার মূল্য ৮০ লক্ষ টাকার উপরে। এছাড়াও তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নগদ টাকা ও অলঙ্কার পাওয়া গিয়েছে। মিলেছে আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র। উদ্ধার হওয়া সব কিছু বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত মহিলা কি পাচারে লিঙ্কম্যান হিসেবে কাজ করেন? নাকি তিনি পাচারের কারবারি? সেই বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে তদন্তকারীরা। ধৃতকে জেরা করে একাধিক তথ্য পাওয়ার আশায় পুলিশ। শনিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, দক্ষিণবঙ্গ রোদে পুড়ছে

দুরন্তবার্তা, ৯ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও মার্চের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গ রীতিমতো পুড়ছে। সকলের মনেই প্রশ্ন, দোলে কেমন থাকবে আবহাওয়া, রোদ ঝলমলে আকাশ নাকি বৃষ্টি ভেস্তে দেবে সব প্ল্যান? হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, দোলের আগেই কলকাতার তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৩৫ ডিগ্রিতে। পশ্চিমের জেলাগুলোর তাপমাত্রা পেরতে পারে ৩৮ ডিগ্রি। সম্ভাবনা নেই বৃষ্টির। ফলে গরম রীতিমতো নাজেহাল করবে বঙ্গবাসীকে।

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায়। মধ্য অসমে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে তামিলনাড়ু উপকূল এলাকায়। তবে এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দোলের আগেই কলকাতায় ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে পারদ। জেলায় জেলায় আরও বাড়বে গরম। মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে আরও বাড়বে। রবিবার সকালে আংশিক মেঘলা থাকবে কলকাতার আকাশ। ধীরে ধীরে উষ্ণতা বাড়বে, রাতে অনুভূত হবে অস্বস্তি। আগামী ২ দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে।

বুধবার ও বৃহস্পতিবার বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সিকিমেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফলে পর্যটকদের সতর্ক করা হচ্ছে। এদিকে আগামিকাল থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, মোজাফরাবাদ, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকালে।

ভুয়ো রিপোর্ট তৈরি করে অস্ত্রোপচার

দুরন্তবার্তা, ৯ মার্চ ঃ ভুয়ো রিপোর্ট বানিয়ে অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি চলছিল। স্বাস্থ্যসাথীতে 'ক্লেইম' করা হয়েছিল অস্ত্রোপচারের টাকাও। অবশেষে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেল্যান্স টিমের হস্তক্ষেপে ধরা পড়ল চিকিৎসা পরিষেবার নামে টাকা হাতানোর এই চক্র। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে মালদা জেলা প্রশাসন।

অভিযোগ, মানিকচকের ভূতনি এলাকার বাসিন্দা পাঁচ বছরের একটি মেয়ের পেটে ব্যথার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অভিভাবকরা ওই শিশুকে স্থানীয় এক হাতুড়ে ডাক্তারকে দেখান। অভিযোগ, ওই ডাক্তার নির্দিষ্ট একটি সেন্টার থেকে ইউএসজি করানোর পরামর্শ দেন। পরিবারের লোকজন ওই সেন্টারের বদলে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোম থেকে ইউএসজি করান। রিপোর্ট

ঠিক থাকলেও তা মানতে চাননি চিকিৎসক। আবার তিনি ওই সেন্টার থেকেই পরীক্ষা করাতে বলেন। রোগীর পরিবারের দাবি, চিকিৎসকের কথামতো সেই সেন্টার থেকে পরীক্ষার পর রিপোর্টে অ্যাপেনডিক্স ধরা পড়ে। শিশুটিকে কালিয়াচকের একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে নার্সিংহোমে ভরতি করতে গিয়ে খানিক সমস্যা দেখা যায়। সেই সমস্যা থেকেই বিষয়টি সামনে আসে। এর পর স্বাস্থ্যসাথীতে অপারেশনের জন্য ক্লেইম আসতেই নার্সিংহোমে হানা দেয় ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেল্যান্স টিম। গতকাল অস্ত্রোপচার রুখে, সেখানেই পুনরায় ইউএসজি করানো হয়। তাতে অ্যাপেনডিক্সের কোনও সমস্যা ধরা পড়েনি। শেষমেশ শিশুটিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর মেডিক্যালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা আবারও ওই শিশুর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদ বলেন, একজন হাতুড়ে ডাক্তার একটি ছোটো মেয়েকে ইউএসজি করতে বলেছিলেন। কথামতো পরিবার শিশুটিকে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোম থেকে পরীক্ষা করায় এবং সেই রিপোর্টে কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি। কিন্তু ওই হাতুড়ে ডাক্তার সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হয়ে অন্য জায়গা থেকে পরীক্ষা করাতে বলেন। সেই পরীক্ষার রিপোর্টে আবার ওই শিশুর অ্যাপেনডিক্স ধরা পড়ে। যেখানে এই পরীক্ষা করা হয়েছিল ওই নার্সিংহোমেই স্বাস্থ্যসাথীর অধীনে রোগীকে ভরতি করা হয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের কাছে সেই খবর আসে। খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে অস্ত্রোপচার আটকানো হয়। একজন ডাক্তারকে দিয়ে শিশুর পরীক্ষা করে করানো হয়। সেখানে লাং-ইনফেকশন ধরা পড়ে। তাহলে ওই শিশুর ভুল ইউএসজি রিপোর্ট কীভাবে হল। যিনি এই পরীক্ষা করেছিলেন, যে চিকিৎসক অপারেশন করতে যাচ্ছিলেন এবং ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমরা উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে চলেছি।

বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই

দুরন্তবার্তা, ৯ মার্চ ঃ সকালে বড় ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল চন্দ্রকোনা রোডে কয়লা বোঝাই মালগাড়ি। সাত সকালে বড় ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল চন্দ্রকোনা রোডে কয়লা বোঝাই মালগাড়ি। আজ সকাল আটটা নাগাদ একটি কয়লা বোঝায় মালগাড়ি চন্দ্রকোনা রোড স্টেশন পেরিয়ে মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল চন্দ্রকোনা রোড স্টেশন বেরোনোর পরেই ওই মাল গাড়িটির বগি খুলে রয়ে যায় ইঞ্জিন সামনের দিকে চলে যায়। পাঁচটি বগি নিয়ে ইঞ্জিনটি অনেক দূর চলে যাবার পর যখন চালক জানতে পারেন ততক্ষণে ইঞ্জিন পাঁচটি বগিসহ অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি রেলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, এবং বগি গুলোকে ইঞ্জিনের সঙ্গে যোগ করে তারপর গাড়ি থেকে আবার ছাড়া হয়।

বাপের বাড়ি আসতে উমার ঢের দেরি

দুরন্তবার্তা, ৯ মার্চ ঃ বাপের বাড়ি আসতে উমার এখনও ঢের দেরী। উমা এখন কৈলাসে স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করছে। তবে আগে থাকতেই কুমোর পাড়ার মৃতশিল্পীরা নিজেদের তাড়নায় এবং জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে বেঁচে থাকার জন্য উমাকে সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে পাঠাতে এখন রীতিমতো কোথাও যেন সেই সাবেকিয়ানার ছোঁয়ায় আজও যেন প্রাধান্য পায় সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়েও। অনেক বাঁধা অনেক বিপত্তিকে পিছনে ফেলে আজ শহর কলকাতার কুমোরটুলি থেকে প্রতিবছরের মত এই বছরও উমা সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে পাড়ি দিতে চলেছে।

একদিকে নিজেদের রুজি দুটির টান

ব্যস্ত। শহর কলকাতা থেকে শুধু লন্ডনে পাড়ি দিচ্ছে এবার উমা। আর তাই বসন্তের প্রাক্কালেই দিনরাত এক করে দুটো পয়সার মুখ দেখার জন্যই কুমোর পাড়ার মৃত শিল্পীরা মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ীতে রূপ দিতে ব্যস্ত এখন সারাদিন রাত।

লন্ডন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান থেকে শুরু করে নেদারল্যান্ডস এমনকি পৃথিবীর বহু দেশেই এবার সাত তাড়াতাড়ি জাহাজে চড়ে উমা সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে পাড়ি দিতে চলেছে। জাহাজে যেতে অনেক সময় লাগবে তাই আগে থাকতেই কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্পীরা মা দুর্গার প্রতিমা গড়ে চলেছেন নাওয়া খাওয়া ছেড়ে। শহর কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলার বুকে আজ সেই অর্থে সাবেকিয়ানা একপ্রকার হারাতে বসেছে, কালের বিবর্তনে প্রায় প্রতি মন্ডপেই এখন থিমের ছোঁয়া। কিন্তু বিদেশের মাটিতে অন্যদিকে বাপ ঠাকুরদার সেই হাতে-কলমে তৈরী করা মা দুর্গার অবয়ব আর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠছে এখনকার মৃৎশিল্পীদের। যেভাবে প্রতিনিয়ত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কাঁচামালের দাম সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মা দুর্গার মূর্তি তৈরী করতেই তাঁরা যেন হিমশিম খাচ্ছেন। একদিকে কাঁচামালের দাম অন্যদিকে শ্রমিকের মজুরী কোন কিছুই যেন থেমে থাকছে না আর সেই সব প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে দিয়েই এই বছর শহর কলকাতার কুমোরটুলি থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে সুদূর লন্ডনে পাড়ি দিচ্ছেন উমা। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা আশায় বুক বাঁধছেন এবার যেন বাপের বাড়ি এসে উমা একটু হলেও যেন তাঁদের দিকে ফিরে তাকান। তার কারণ পেটের জ্বালা আর ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে আজ কত কষ্ট করে কুমোরটুলির মৃত শিল্পীরা বেঁচে আছে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। আর এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁদের মুখে শুধু ছোট্ট হাসিটুকুই ফুটে ওঠে যখন বিদেশ থেকে ডাক আসে তাদের উমাকে সুন্দর করে গড়ে দেওয়ার জন্য। এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা তারপরেই শহর কলকাতার কুমোরটুলি থেকে জাহাজে চড়ে উমা পাড়ি দেবে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে।

তবে এখন থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কুমোরটুলির শিল্পীরা চুপ করে বসে নেই। তারা দিনরাত কাজ করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বিদেশি দুর্গার তৈরি পরিকল্পনা নিতে শুরু করে দিয়েছে। পয়লা বৈশাখের আগেই বিদেশি দুর্গার কাঠামো তৈরি হয়ে যাবে বলে কুমোররা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্ষা আসলে বিদেশি দুর্গা প্রস্তুত করতে সময় লেগে যায়। স্বদেশি দুর্গা তৈরি করতে হাতে সময় রেখে করা যেতে পারে। সেখানে কোনও তাড়ার ব্যাপার নেই। তবে এবারে কাঁচা মালের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে বিদেশি দুর্গার দামও বৃদ্ধি পাবে। তবে আগের মতো দেবী দুর্গা জলের দরে দেওয়ার মতো সঙ্গতি নেই কুমোরদের। তারা এখন উচু দর হাঁকাতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বিদেশি দুর্গা পুজো কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যারা দামে সস্তা দেবে তাদের কাছ থেকে প্রতিমা কিনবে। তবে কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরা এখন আর কম দামে দেবী তৈরি করে দিতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাজারে কাজা মালের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আবার বিদেশি দূর্গা ঠিক সময় মতো তৈরি করতে হবে। নাহলে বিদেশে দুর্গা সঠিক সময়ে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই কারণে এখন থেকেই পরিকল্পনার প্রস্তুতি।

বিজ্ঞান ছাত্র সুমিত সেন যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি করে ফেলে ইলেট্রনিক মেসিন যা সবাইকে অবাক করে

দুরন্তবার্তা, ৯ মার্চ ঃ সনিজের হাতে একটি ড্রোন বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিল বেলাকোবার এক পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র সুমিত সেন। সে শিকারপুর অঞ্চলের মন্থনী নিবাসী। এ সম্পর্কে সুমিত জানান,২০২৪ সালে বেলাকোবা হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে পাস করে বেলাকোবায় রাজগঞ্জ গভমেন্ট পলিটেকনিক কলেজে ইলেকট্রিক বিভাগে ভর্তির হয়েছে। এ বছর সে প্রথম সেমিষ্টারের পরীক্ষা দিয়েছে। ড্রোন তৈরির ব্যাপারে সুমিত বলে ২০২৩ সালে সে প্রথম যে ড্রোনটি বানিয়ে ছিল সেটি ওড়াবার সময় কিছুদূর গিয়ে ক্রাশ হয়ে যায়। নিরুৎসাহিত না হয়ে বিপুল উৎসাহ নিয়ে আবার ড্রোন নির্মাণে হাত দেয়। দ্বিতীয় ড্রোনটি বানাতে খরচ পড়েছে ৩৫ হাজার টাকা। সময় নিয়েছে দেড় মাস। তার ড্রোনের বিশেষত্বের মধ্যে রয়েছে যে স্পট থেকে উড়বে আবার সেই স্পটে অটোমেটিক নামতে সক্ষম। বর্তমান ড্রেনটি আকাশপথে দশ মিনিটে দেড় কিলোমিটার উড়তে সক্ষম।

এখন সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে আকাশ পথে আরও বেশি সময় ওড়ানো সেই সাথে ১০ কিলোমিটার আকাশ পথ পাড়ি দেওয়ার। তার তৈরি ড্রোনের ওজন দেড় কেজি। ক্যামেরা ভিডিও গ্রাপির

পাশাপাশি অতিরিক্ত দেড় কেজি ওজনের পার্সেল বহন করার ক্ষমতা রাখে। এর ফলে কৃষিকাজে ও পার্সেল সামগ্রী ডেলিভারি করার ক্ষেত্রেব উপযোগী হবে বলে সে জানায়।

এ সম্পর্কে কলেজ প্রিন্সিপাল সুপ্রিয় ঘটক জানান, তাদের ছাত্র সুমিতের তৈরি ড্রোনটিতে নিজে থেকে মাথা খাটিয়ে অনেক কিছু এপ্লিকেশন যুক্ত করেছে তাতে করে ভ্যালু অ্যাড হয়েছে। খুব একটা ভালো ড্রোন তৈরি করেছে। আমাদের সামনে উড়িয়ে দেখিয়েছে।তাতে আমরা খুব খুশি এবং চমকৃত।ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন রকম সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আমরা সর্বতো সহযোগিতা করব।

পেশায় কাঠ ব্যবসায়ী সুমিতের বাবা নিমাই সেন বলেন ছোটবেলা থেকেই তার ইলেকট্রিকের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করার প্রবণতা দেখেছেন।বড় হলে সে কিছু করে দেখাতে পারবে যে ধারণাটা ছিল সেই ধারণাটাই পূরণ হয়েছে। সুমিতের মা রিনা সেন বলেন বাড়িতে সে বেলুন ফোলাবার একটি মেশিন বানিয়েছে, দুই সেকেন্ডে একটা বড় বেলুন ফোলানো যায়।তার এসব কাজে কোনদিনই আমরা বাধা দিইনি এবং উৎসাহিত করেছি। সুমিত ডিপ্লোমা কমপ্লিট করে লোকো পাইলট হওয়ার ইচ্ছা সেই সাথে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার।

ছেলের শখ ড্রোন তৈরি করা। সে জানে পারে যে ড্রোন তৈরি করতে পারলে সব কিছুর ওপরে নজর রাখা সম্ভব। সেই আগ্রহ নিয়ে য়ে সে ড্রোন তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। শুধু ড্রোন সে তৈরি করে তা নয়, এছাড়া ওরও বেশ কিছু বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্র নির্মাণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির ওপরে ছোটবেলা থেকে আগ্রহ ছিল সুমিতের। সেই আগ্রহণ তাকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে শেখায়। যা কিছু মন দিয়ে শোনে বা জানার আগ্রহ প্রকাশ করে তা নিয়ে নিজের মনের মধ্যে তৈরি করে ফেলে একটি অতি আগ্রহের বলয়। সেও আগ্রহের বলয় থেকে তৈরি করে ফেলে যন্ত্র। তবে কী ভাবে সে করতে পারে তা কিন্তু বলে না

তৃণমূল নেতার উপর পর পর চপারের কোপ, রণক্ষেত্রে বউবাজার

দুরন্তবার্তা, কলকাতা ভোটের উত্তাপ্ত যত বাড়ছে ততই যেন কোন্দল কাঁটায় অস্বস্তি বেড়েই চলছে রাজ্যের শাসকদলের। ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে একেবারে কলকাতার বুকে। কাউন্সিলরের স্বামীর কোপে তৃণমূলেরই নেতা। বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করাতেই এই অবস্থা বলে অভিযোগ। বেধড়ক মারধরের পর চপার দিয়ে কোপানোও হয়েছে বলে অভিযোগ। রেহাই পেল না তৃণমূল নেতার সঙ্গে থাকা ছেলেরাও। ঘটনা বউবাজারের কলুটোলার।

শরিক আমান নামে আক্রান্ত ওই যুবক তৃণমূলের হকার ইউনিয়নের নেতা বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ উঠছে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর আয়েশা নাজের স্বামী ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঠিক কী 'করেছিলেন শরিক? সূত্রের খবর, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের বেআইন কার্যকলাপ নিয়ে ফেসবুকে সরব হয়েছিলে শরিক। তা নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। ভিডিয়ো পোস্ট করার পর থেকেই তিনি একাধিকবার হুমকি ফোন পাচ্ছিলেন বলেও জানিয়েছেন তৃণমূলের হকার ইউনিয়নের ওই নেতা।

অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যাবেলা কাউন্সিলরের স্বামী তাঁদের অনুগামী নিয়ে শরিকের উপর চড়াও হন। রড দিয়ে বেধড়ক মারধরের পর চপার দিয়ে কোপানো হয়। ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়ায় এলাকায়। শরিক অন্যদিকে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলরের স্বামী ইরফান আলির দাবি, ও একটা কিডন্যাপিং কেসের অভিযুক্ত। পাড়ায় অশান্তি করছিল।

বলেছেন, ওরা প্ল্যান করে এসেছিল। ছাদে তুলে আমাকে নিজে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আমি থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। আক্রান্ত তৃণমূল নেতার বাবা বলেন, ফোনে করে ওই ভিডিও ডিলিট করার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। বলছিল ডিলিট না করলে ফল ভাল হবে না। পাড়ার লোকই ওকে পাকড়াও করেছিল। আমার তো শরীর খারাপ বলে বাড়ি গিয়েছিলাম। যখনই শুনি এরকম ঘটনা ঘটেছে আমি থানায় ফোন করে জানাই। ওনাদের আসতে বলি। ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে তল্লাশি শুরু করেছে বউবাজার থানার পুলিশ। পরিবেশ থমেথমে করছে এখনও।

রাতে হাসপাতালে মদ্যপ উর্দিধারী কর্মী

দুরন্তবার্তা, ৯ মার্চ ঃ ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটা ছুঁইছুঁই। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে এক পুলিশ কর্মীর কীর্তি দেখে হতভম্ব দশা রোগীর পরিজনরা। কারণ, উর্দিধারী মদ্যপ অবস্থায় রীতিমতো লুটোপুটি খেলেন জরুরি বিভাগের সামনে। কোনওক্রমে তাঁকে ধরে ভিতরে নিয়ে যান সহকর্মীরা। এদিনের এই ঘটনা আরও একবার প্রশ্ন তুলে দিল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

শহরের অন্যতম সরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে একটি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। প্রতিনিয়ত দূর-দূরান্ত থেকে রোগী আসে এখানে। বহু রোগীর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল চত্বরে থেকে যান। অপেক্ষা করেন সুস্থ করে পরিবারের সদস্যকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। শনিবার রাতেও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে বহু রোগীর পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। আচমকা জরুরি বিভাগের সামনে নজর পড়তেই হকচকিয়ে যান তাঁরা। দেখেন কলকাতা পুলিশের উর্দি পরা একজন মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। প্রথমে অসুস্থ ভেবে রোগীর আত্মীয়রা কাছে যেতেই বুঝতে পারেন গোটা বিষয়টা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

এরপরই জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম অরুণকুমার দাস। অনুমান, মদ্যপ অবস্থায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন অরুণ। শেষমেষ আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। তার জেরেই এই ঘটনা।

তবে অরুণবাবুর কাণ্ডকারখানায় ফের প্রশ্নের মুখে পুলিশ। কীভাবে অন ডিউটি একজন পুলিশ কর্মী একাজ করতে পারেন, সেই প্রশ্নও উঠেছে। অরুণকুমারের শাস্তির দাবি তুলেছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। অসামাজিক কাজ হাসপাতাল চত্বরে বন্ধ করতে হবে বলে জানানো হয়।

বেলঘরিয়াতে গুলি, কার মদতে হচ্ছে এই সব?

বেলঘরিয়া ঃ বেলঘরিয়ায় গুলি, 'শুধু মুখ্যমন্ত্রীকেই বলব কারা মদত দিচ্ছে', মুখ খুললেন তৃণমূল কাউন্সিলর। বাইকে করে এসে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি। এই ঘটনার পরই প্রাণহানির আশঙ্কা তৃণমূলেরই কাউন্সিলরের। যদিও, সাংসদ সৌগত রায়ের বক্তব্য, সবটাই হাস্যকর। কাউন্সিলরকে কেন কেউ প্রাণে মারবে? দমদমের সাংসদের দাবি, ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে এই গুলি। এই ঘটনায় পুলিশের কোনও গাফিলতি নেই।

কী বলেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর নির্মলা রাই? তাঁর দাবি, এই ঘটনায় কারও না কারও হাত আছে। না হলে এত সাহস এই ওয়ার্ডে নেই যে কেউ চা খাচ্ছে আর তারপর গুলি মেরে চলে যাবে। কাদের গোষ্ঠী এই কাজ করছে সেটা বলতে পারব না। কারণ আমারও ভয় আছে আর যেন কারও ক্ষতি না হয়। যদিও, এই সব লোকজন তৃণমূলের নয় বলে দাবি করেন নির্মলা। তিনি বলেন, সমাজ বিরোধীরা কোনও দলের হয় না। এখানে কিছু খড়দহর লোক আছে। কিছু কামারহাটির আছে। কিন্তু এর পিছনে কারা মদত দিচ্ছে সেটা আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব। আমি যদি মুখ খুলি তাহলে আমার উপর এবং আমার উপর হামলা হবে। আমার সঙ্গে যাঁরা তারা কেউ নেই।

জাল ওষুধের ব্যবসা যাতে বৃদ্ধি লাভ না করে, নজর রয়েছে

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়েই ওষুধের উপরে ছাড় দিচ্ছেন বহু ব্যবসায়ী। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ তথা রাজ্যে জাল ওষুধের রমরমা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু জাল ওষুধ চেনার উপায় ঠিক মতো

জানা নেই সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি ওষুধ ব্যবসায়ীদেরও। শুক্রবার এমনই কথা স্বীকার করল 'বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' (বিসিডিএ)। গুণগত মানের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার রাতেই নির্দেশিকা জারি করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। বলা হয়েছে, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ব্যাচের ওষুধের তালিকা ও তথ্য সমস্ত সরকারি হাসপাতাল, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর, পাইকারি বিক্রেতা এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের নির্দেশিকা দিয়ে জানাতে হবে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলকে। যাতে কোথাও ওই সব ওষুধ ব্যবহার না হয়।

'সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' (সিডিএসসিও) সূত্রের খবর, গত তিন মাসে প্রায় ৩০০টি ওষুধ গুণমানের পরীক্ষায় ফেল করেছে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক সংস্থার তৈরি ওষুধও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরও। নির্দেশ হয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল থেকে শুরু করে দোকানেও প্রকাশ্যে ঝোলাতে হবে অনুত্তীর্ণ সব ওষুধের তালিকা। তা রাখতে হবে স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইটেও। এর পরেও কোথাও ওই সব ওষুধ বেচাকেনা হচ্ছে কিনা, তাতে নজরদারি চালাতে দোকানে আচমকা পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলকে। গাফিলতি ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। রাজ্যের যে সমস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার তৈরি ওষুধ অনুত্তীর্ণের তালিকায় রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব।

বিসিডিএ-এর মুখপাত্র শঙ্খ রায়চৌধুরী বলেন, "জাল বা ভুয়ো ওষুধের সমস্যা গুরুতর। যা দেশের জনগণের স্বাস্থ্য এবং ওষুধ ব্যবসা, দু'টিরই ক্ষতি করছে। দ্রুত এর বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।" তাঁদের অভিযোগ, ৩৫ শতাংশ জাল ওষুধ তৈরি হয় এ দেশে। মিশর এবং চিনেও জাল ওষুধ তৈরির রমরমা কারবার চলে।

এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে 'বিসিডিএ'-র তরফেও দাবি করা হয়, তাঁরা অবশ্যই চান, মানুষ সস্তায় ওষুধ কিনুন। কিন্তু সেটা কখনওই গুণগত মানের সঙ্গে আপস করে নয়। সংগঠনের কর্তারা জানাচ্ছেন, বড় ওষুধ ব্যবসায়ীরা ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীরা আনকোরা ডিস্ট্রিবিউটরের থেকে ওষুধ কিনছেন। তাতেই সমস্যা বাড়ছে। বিসিডিএ-র সম্পাদক পৃথ্বী বসু বলেন, "ওষুধ সস্তায় পাওয়ার জন্য সবার আগে জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে। কেন্দ্রই একমাত্র পারে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার উপরে চাপ তৈরি করে দাম আয়ত্তে রাখতে। একই ওষুধের তিন জায়গায় তিন রকমের দাম কেন হবে?" সম্প্রতি যে ওষুধগুলি অনুত্তীর্ণ হয়েছে, তার বেশির ভাগ হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। অল্প কিছু ওষুধ দোকানে বিক্রি হয়।"

তিনি আরও জানান, ব্যবসায়ীরাও বুঝতে পারেন না জাল ওষুধ কোনটি। সংগঠনের কোনও সদস্য জাল ওষুধের কারবারে ধরা পড়লে সাসপেন্ড করা হয়। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে।

সন্তোষপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্তবার্তা, সন্তোষপুর ঃ সন্তোষপুর স্টেশনে ভয়াবহ আগুন , ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। রবিবার সকালে বজ বজ শিয়ালদা শাখার সন্তোষপুর রেল স্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্মে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সন্তোষপুর রেলস্টেশনের দু'নম্বর প্লাটফর্মের উপরে বেশ কিছু দোকানে আগুন। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে খবর দেয় দমকল এবং রবীন্দ্রনগর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন এবং রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ। পরপর বেশকিছু দোকান থাকার কারণে আগুনমুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন ধরার ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। স্থানীয়রা জানান প্রায় ১৫-২০ টি দোকান আগুনে পুড়ছে। সকাল ৬ঃ৩০ থেকে ৭ টা নাগাতেই আগুন লাগে বলে জানা যায়। তবে চলছে রমজান মাস ১৫ থেকে ২০ টি কাপড় সহ বিভিন্ন দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত ওই ব্যবসায়ীদের,আগুন লেবার চেষ্টা করছি দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন আয়ত্তে আনার কাজ। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ব্যাহত শিয়ালদহ-বজবজ শাখায় ট্রেন চলাচল। প্রবল ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে হঠাৎই সন্তোষপুর রেলস্টেশনের দু নম্বর প্লাটফর্ম এর কাছে বিধ্বংসী আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা এরপর তড়িঘড়ি খবর দেয়া হয় রেল পুলিশকে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশের আধিকারিকেরা পাশাপাশি খবর দেয়া হয় দমকলকে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণের আনার সম্ভব হলেও। ততক্ষণে সন্তোষপুর দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম এর ওপর প্রায় ১২ থেকে ১৫ টি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার জেরে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব

দুরন্তবার্তা, হাওড়া ঃ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০ তম জন্মমহোৎসবে সকাল থেকেই সেজে উঠেছে বেলুড় মঠ। ভোর ৪ ৩০ মিনিটে মঙ্গলারতি র মধ্যে দিয়ে যে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা তা সারাদিন ভর নানান অনুষ্ঠানে সুসজ্জিত। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের ডানদিকে গঙ্গার ধারে অস্থায়ী মঞ্চে সকাল থেকেই চলছে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বেদ পাঠ, স্তব গান, ভজন, রামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা, পদাবলী কীর্তন, ভক্তিগীতি, বাউল গান কবিগান, লোকগীতি এ ছাড়াও আজকের এই বিশেষ দিনে ঠাকুরের নির্দেশে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গন সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় দর্শনার্থী ও মেলার উদ্দেশ্যে। সমগ্র মঠ জুড়েই ব্যবসাদাররা নানান পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

সকাল থেকেই চলছে বেচাকেনা। এছাড়াও বেলা ১১ টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে মা সারদা সদব্রত প্রসাদালয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। যা চাক্ষুষ করতে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম আজ বেলুড় মঠ চত্বরে। এক কথায় বলায় যেতে পারে বেলুড় মঠ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের পূর্ণ ভুমি আজ সর্বধর্ম সমন্বয়ে মানুষের সমাগম হয়।

ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে কাঁটাতার

দুরন্তবার্তা, ৯ মার্চ ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিচ্ছে না রাজ্যে সরকার। সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য, কাঁটাতার লাগানো খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সেই জমি অধিগ্রহণ করে দিচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যার ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা। কাঁটাতার হিমসীম এলাকা পাহারা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে মালদার ইংরেজবাজারের কেষ্টপুর সীমান্তে, মহিলা বিএসএফ জওয়ানদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকায় দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ করেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। পাল্টা বিধায়ক কে কটাক্ষ তৃণমূলের।

শনিবার আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস। এই উপলক্ষে ইংরেজবাজারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কেষ্টপুরের বিএসএফ ক্যাম্পে মহিলা জবানদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিএসএফের ১২ ব্যাটালিয়নের, আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সীমান্ত পাহারা দিতে ভারতীয় বিএসএফ মহিলা জোওয়ানরা কতটা পারদর্শী।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯৯ সংখ্যা, সোমবার ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১

সত্যজিৎ- সৌমিত্র পিতাপুত্র সম্পর্ক

সৌমিত্রকাকুকে মডেলের মতো বসিয়ে ছবি এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। চারুলতাকে অমল চিঠি লিখবে। শ্যুট চলছে 'চারুলতা'-র। বাবা (সত্যজিৎ রায়) গম্ভীর গলায় সৌমিত্রকাকুকে বললেন, তোমার এই হাতের লেখায় হবে না। সেই সময়ে হাতের লেখার মতো করে চিঠি লিখতে হবে। এর পর বাবা হাতে ধরে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়েছিলেন সৌমিত্রকাকুকে। খুব মন দিয়ে তখন দেখেছিলাম 'চারুলতা' ছবির অমল সেই হাতের লেখা রপ্ত করলেন। পরবর্তীকালে খেয়াল করে দেখেছিলাম, সৌমিত্রকাকুর হাতের লেখাটাই বদলে গেল। 'অমল'এর মতো করেই লিখতে শুরু করলেন। এমন-ই ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি; সব কিছু প্রথম থেকেই অসাধারণ ছিল, ওঁকে কোনও চেষ্টাই করতে হয়নি, তা কিন্তু একেবারেই নয়। 'অপুর সংসার'-এর সময় বাবা বলতেন, ওঁর গলার আওয়াজ বড্ড পাতলা। ও মা! সেই সৌমিত্রকাকুই একজন দক্ষ আবৃত্তিকার হয়ে উঠলেন! এই যে নিজেকে তৈরি করার বিষয়টা, এটাই আমায় আশ্চর্য করত। গলার আওয়াজ নিয়ে নানা চর্চা, বিভিন্ন দিকে তাঁর শ্রম তাঁকে কেবলমাত্র একজন অভিনেতা নয়, একজন শিল্পী হয়ে ওঠার দিকে নিয়ে গেল! নিজের সঙ্গে নিজের চ্যালেঞ্জ ছিল ওঁর। কিছু হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ। ৬০ বছরের যোগাযোগ ওঁর সঙ্গে। চলচ্চিত্রের জন্য তো আসতেনই। যখন থেকে 'এক্ষণ' প্রকাশিত হল, তখন থেকে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে ওঁর আসা বেড়ে গেল। সত্যজিৎ রায় 'এক্ষণ'-এর নামকরণ করে দিলেন। কভারও এঁকে দিলেন। সত্যজিৎ রায় যখন ওঁকে চিত্রনাট্য হাতে দিতেন, তখন দেখেছি উনি সেই চিত্রনাট্যের ওপরও কাজ করতেন। মানে, সংলাপগুলো স্ক্যান করে নিতেন। হয়তো চা খাওয়ার দৃশ্য আছে। কোন সময়ে চায়ে চুমুক দেবেন, সেটাও ওঁর লেখা থাকত। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে শার্টের কোন হাতা আগে গোটাবেন, সেটাও ফুটনোটে থাকতো। মনে হয় ওঁর অসম্ভব স্মৃতিশক্তিও সত্যজিৎ রায়কেও মুগ্ধ করেছিল। 'ঘরে বাইরে'-র শ্যুট চলছে। 'সন্দীপ'-এর সেই প্রথম বক্তৃতা। ওই বড় চাঙ্ক দ্রুত মুখস্থ করে ফেললেন। শুধু তা-ই নয়, ডাবিংয়ের সময় ওয়ান টেকে 'ওকে' হয়ে গেল। এই ডেডিকেশন আর পাওয়া যাবে না। সত্যজিৎ রায় মোট ২৭টা ছবির ১৪টায় প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সৌমিত্র। শুধু যে ছবিতে অভিনয় করলেন আর চলে গেলেন, বিষয়টা এমন ছিল না। রায় পরিবার, ইউনিট সব কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতেন। স্পটবয় থেকে ক্যামেরাম্যান; সকলের সঙ্গে গল্প করতেন স্টুডিও ফ্লোরে। সত্যজিৎ রায়ও আলাদা করে ভাবতেন ওঁকে নিয়ে। 'অপুর সংসার'-এর পর সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'আমার এ ছবিতে তোমার কাজ যা হয়েছে, তাতে লোকজন তোমায় কাজ দেবে। তবুও যদি কাজ না-পাও, আর কিছু না হোক, তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে তো কাজ করতেই পারো।'' অনেকেই সত্যজিৎ রায়কে সৌমিত্র র 'মানসপিতা' বলেন। আর সৌমিত্রকাকুকে বাবার 'মানসপুত্র'। পরিচালক আর অভিনেতার ওই নির্ভরতা দেখে মনে হত, দু'জনের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।

অতীত কালের রাজধানি রেল

ফিরে দেখা। হাওড়া নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঠিক ৫৫ বৎসর আগে কলকাতা রাজধানী (পূর্ব নাম। শিয়ালদহ রাজধানী তখন চালু হয়নি) ট্রেন নং ১২৩০১, বিকেল ৪ ৫৫মিঃ হাওড়া থেকে ছেড়ে পরদিন সকাল ১০টার সময় নিউ দিল্লি পৌঁছায়। যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ৩ মার্চ। প্রথম দিনেই ট্রেনটি ১৭ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ১৪৪৫ কিলোমিটার পথ ছুটেছিল। যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য ও গতির নিরিখে দেশের সেরা ট্রেন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল রাজধানী। সবুজ পতাকা নেড়ে চালক জি এল টাটার-কে ট্রেন ছাড়ার সঙ্কেত দিয়েছিলেন গার্ড এস ও লেভি। ৫৬ বছর আগের ওই ট্রেনের মাধ্যমে ভারতীয় রেলে গতিতে বিপ্লব এসেছিল। তখন যেখানে রেলে সর্বোচ্চ গতি ছিল ৮০ মাইল বা ৯৬ কিমি ছিল সেখানে রাজধানীতে সর্বোচ্চ গতি হল ১২০ কিমি। শুরুতে মাত্র ৯টি কোচ ছিল রাজধানী এক্সপ্রেসের। তার মধ্যে পাঁচটি ছিল এসি চেয়ারকার এবং একটি প্রথম শ্রেণির এসি কামরা। তাছাড়া ছিল একটি ডাইনিং কাম লাউঞ্জ কার এবং দু'টি জেনারেটর কার। সে-দিন ডিজেল ইঞ্জিনে চলা রাজধানী এক্সপ্রেসের আজ চেয়ারকার উঠে গিয়েছে সবই উন্নত শ্রেণির বাতানুকূল স্লিপার কামরা। সারা দেশে এখন ২৫ জোড়া রাজধানী এক্সপ্রেস চলে। পথ চলার শুরুতে রাজধানী এক্সপ্রেসে যাত্রীদের খাদ্যতালিকায় বিশেষ নজর রাখা হত। প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ থাকত কাস্টার্ড অ্যারারুট। এছাড়া সব যাত্রীদের জন্যই থাকত সুপ। রাতের খাবারে ফিশফ্রাই এবং রসগোল্লা। রাজধানীতে বাতানুকূল প্রথম শ্রেণির ভাড়া প্রথমে ছিল ২৮০ টাকা, আর চেয়ার কারের ভাড়া ৯০ টাকা (হাওড়া-দিল্লি)। যাত্রাপথে ট্রেন দাঁড়াত ধানবাদ, মুঘলসরাই, ইলাহাবাদ স্টেশনে। গয়া আর কানপুর ছিল 'ক্রু চেঞ্জিং পয়েন্ট'। কমার্শিয়াল স্টপেজ ছিল না। টিকিট দেওয়া হত 'এন্ড টু এন্ড' ভিত্তিতে, অর্থাৎ হাওড়া-ধানবাদ-মুঘলসরাই থেকে শুধুমাত্র নিউ দিল্লিই যাওয়া যাবে। প্রথম দিকে ট্রেনে দুটো লাউঞ্জ কার-ও ছিল। সেখানে জানালার ধারে সোফায় বসে প্যান্ট্রি কার থেকে আনানো চা-কফির সঙ্গে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন্স পড়া যেত। পরে দুটো লাউঞ্জ কার শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস-এ জুড়ে দেওয়া হয়। এরপর চেয়ার কার উঠে গিয়েছে, রাতের যাত্রায় চেয়ার কার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপন্থী, এই যুক্তিতে। এরপর ১৯৮৩ সালে টু-টিয়ার ও ১৯৯৩ সালে থ্রি-টিয়ার জোড়া হয়। ট্রেন সপ্তাহে দু'বার (হাওড়া থেকে সোম আর শুক্রবার, নয়াদিল্লি থেকে বুধ আর শনি) যাতায়াত করতো। রাজধানীর টিকিটও ছিল অন্য রকম। তখনকার বিমান টিকিটের মতো।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

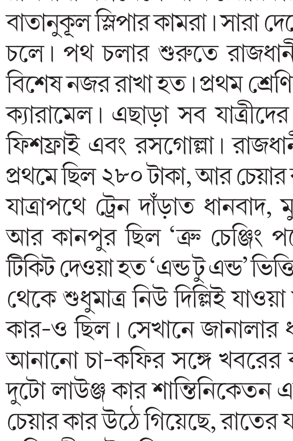

সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। শিক্ষাই পারে সত্যকে জয় করতে। শিক্ষা না থাকলে সত্যের প্রকাশ হয় না। সব সময়ে অসত্য থেকে যায়। সত্যের প্রকাশ করা দিকটা আগে ভাবতে হবে। সত্য যত প্রকাশ লাভ করবে সংসার তত সুখ শান্তিতে বিরাজ করবে। সত্যকে জানাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ।

সাধক রামপ্রসাদ

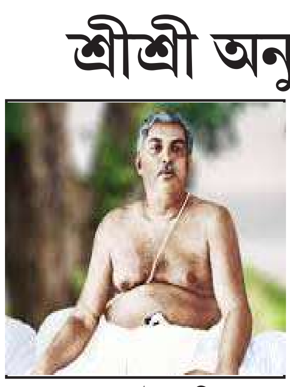

সাধক রামপ্রসাদ মনে মনে ভক্তিভরে গান লিখতেন এবং সুর দিয়ে গান রচনা করতেন। তাঁর প্রতিটি গানের সঙ্গে মায়ের নাম জড়িয়ে থাকতো। মা কালী কোনও সময়ে তাঁর কাছে কন্যার মতো। আবার কোনও সময়ে তাঁর কাছে মা কালী হচ্ছেন মায়ের মতো। আবার কোনও কোনও সময়ে মা কালী হচ্ছে গ্রামের বালিকার মতো চঞ্চলা। তিনি মায়ের মতো করে মা কালীকে ভক্তি করতেন। আবার কোনও কোনও গানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তিনি মা কালীকে নিজের কন্যার মতো ভক্তি দিয়ে ডাকতে শুরু করে দিয়েছেন। মা কালীব ভড় ভক্ত ছিলেন ঠাকুর রামপ্রসাদ। তিনি মায়ের নাম করে গান গাইতেন একালা বসে। তারা গান শুনতে সেই সময়ে বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক আসতো। মায়র শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে রামপ্রসাদ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর গানকে সবাই বলে রামপ্রসাদী গান। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আজও রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত বাংলায় সম্পদ হিসাবে রয়ে গিয়েছে। বাংলা শাক্ত পদাবলী হিসাবে রামপ্রসাদের গান রয়েছে

বাংলাদেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আজও জনপ্রিয় কাজি নরুজল জাতীয় কবি স্বীকৃতি লাভ করলেও

সাবিনা ইয়াসমিন রিঙ্কু

রবি ঠাকুর না জন্মালে আমাদের ছোটবেলায় সাধারণ মুসলিম ফ্যামিলিগুলোতে কিচ্ছু যায় আসত না। কারণ তখন কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম পরিবারগুলোতে 'রাজ' করতেন। ভদ্র ভাষায় বলা যায় বিরাজ করতেন। রেডিওতে 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' বাজলে নব ঘুরিয়ে আওয়াজটা জোরে দেওয়া হত।

; 'পথের ধারেতে একখানে হরি মুদি বসেছে দোকানে, - বিধু গয়লানী মায়ে পোয় সকালবেলায় গোরু দোয়। আঙিনায় কানাই বলাই রাশি করে সরিষা কলাই।'

পাশে বসে বুড়ি দাদি ফুটুস করে ফুট কাটেন, 'এ তো পুরাই হিঁদু পাড়ার বন্ননা! ও ময়না, মোসলমানদের নিয়া কিছু ল্যাখা পেলে শুনাবা।'

আমি পড়ি, 'বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি দিয়ে নিজে ঘটি মাজে।'

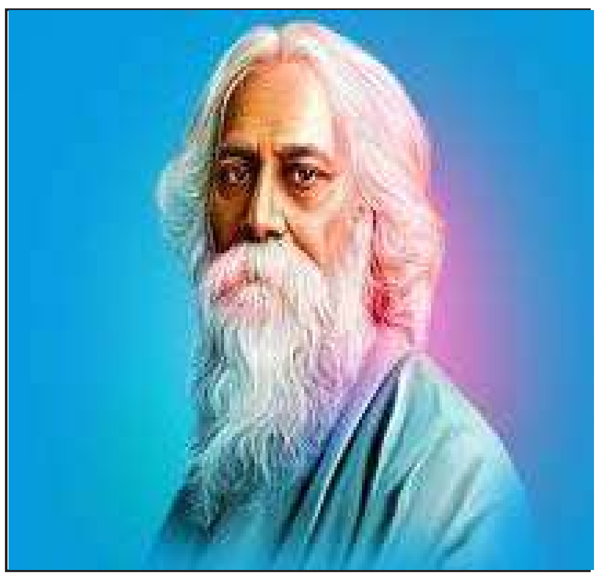

রবীন্দ্রনাথের ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার কোনও ভাবে বাড়িতে এসে পড়লে খুব মুশকিল হত। দেওয়ালে 'ঠাকুর' এর ছবি টাঙালে গুনাহ হবে....এই সলিড ধর্মীয় কারণে রবি ঠাকুর ঢুকে যেতেন কাঠের আলমারিতে। মুসলিম পরিবারে শুধু ঠাকুর নন, যে কোনও মানব মহামানবের ছবি টাঙানোতেও ভয়ংকর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

তখন সেই মুসলিম পরিবারটির কাছে রবি ঠাকুর মানে একজন মানুষ। অতিমানব নন। গান লেখেন। কবিতা লেখেন। গল্প উপন্যাস লেখেন। নোবেলও পেয়েছেন। তাতে কী! রেডিওতে তাঁর গান বাজলে ঘুম লাগে।

ক্যালেন্ডারে রবি ঠাকুরের ছবি দেখে আমার দাদির সে কী আক্ষেপ! 'কী সোন্দর দাড়ি! ঠিক য্যান পীর পয়গম্বর! গায়ে মোলবি সায়েবের মতুন ঢুলা জামা। সব ঠিক আছিল। কিন্তু মোচখানের জন্য মোসলমান হতে পারল না মানুষটা!' দাদি মাঝে মাঝে ক্যালেন্ডারটা বের করে রবি ঠাকুরকে দেখতেন আর বলতেন লোকটার মুখে কী য্যান একটা আছে! শান্তি লাগে। ক্যানে যে মোচটা থুতে গেল! ঝুলা মোচখান না থাইকলে এ লোক একেবারে খাঁটি মোসলমান। আমাগো ঘরের লোক। ইতিমধ্যে বড় ওয়ানে উঠলাম। সহজ পাঠ হাতে এল। এত সহজ ভাবে জীবনের রস গ্রহণ করতে করতে বানান এবং বাক্যগঠনও শেখা যায়! কবিতা নয়, যেন ছবি!

দাদি বলেন, 'রোবিন্দনাত পীর মানুষ তো! ঠাকুর। সারাজীবন আল্লার কথা ভেবিছে। তাই ঘর সনসারের কথা ভুল ভাল লিখেছে। মাটির সাথে এট্টু ছাই মিশায়ে না মাইজলে ঘটি সুনার মতুন ঝকমকা হওয়া মুশকিল।' এ সব কথা শুনে আমি বিরক্ত হতাম। মা মুখ টিপে হাসত।

এরপর সংসারে যা হয় ... ভাইয়ে ভাইয়ে ঝামেলা, হাতাহাতি, দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টা... এ সব অশান্তির মাঝখানে বাবা 'ভেন্ন' হলো এবং একটা ভাড়া বাড়িতে আমরা উঠে এলাম। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের নিজের বাড়ি হল। বাগানওয়ালা বাড়ি। আমার মায়ের জীবনে খুশি নেমে এল। রেডিওতে জোরে জোরে 'প্রাত্যহিকী' শোনা হত রোজ। প্রাত্যহিকীর পর ১৫ মিনিটের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম হত। বাংলাদেশের শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতও বাজত সেই অল্পক্ষণের অনুষ্ঠানে। আমার পড়া মুখস্থর সঙ্গে জোরে বাজানো রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনও বিরোধ ঘটত না। মা-ও গলা মেলাত। মা গান না শিখলেও সুর জ্ঞান ভালোই ছিল।

নতুন বাড়িতে ছোট্ট মতো লাইব্রেরি তৈরি হল। রবীন্দ্রনাথ সাড়ম্বরে এলেন। অনেক লেখকের বইয়ের সঙ্গে সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, উপন্যাস সমগ্র, ছোটগল্প এল। আরও এল রেকর্ড প্লেয়ার। চারকোনা বক্স। তার উপর গোল রেকর্ড। কালো রঙের। পিন চাপিয়ে গান শুনতে হয়। সারাদিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত দু'তিনবার তো বাজতই! হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সাগর সেন, অর্ঘ্য সেন, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, সুমিত্রা সেন আমাদের মন ভালো রাখতেন। আরও ছিল সিনেমার গানের রেকর্ড। মণিহার, লালকুঠি সিনেমার গান। সন্ধ্যা মুখার্জির গান। ছিল সিরাজদ্দৌলা নাটক। আমার দাদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন না। মাঝে মাঝে এসে এক দু'মাস করে থাকতেন। কাপড় চোপড়ের সঙ্গে জায়নামাজ, সবিই..সব আনতেন। আর আনতেন দাড়িওয়ালা ফেরেস্তার ছবিখানা। কেউ জানত না। আমি আর মা-ই শুধু জানতাম। পরে অবশ্য সবাই জেনেছিল।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় 'রোদনভরা এ বসন্ত' শুনে দাদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। রেকর্ডের উল্টো পিঠে ছিল 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও'... সেটা শুনেও কাঁদতেন। 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো'র দুর্দান্ত মিউজিকে আমি যখন মাথায় গামছা বেঁধে নকল খোঁপা বানিয়ে ধিতিং ধিতিং করে নাচতাম, দাদি দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে উদাস ভাবে অন্যদিকের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকত।

চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরত। গানের সব কথার মানে যে ঠিকমতো বুঝতেন না, সেটা আমার মতো বাচ্চা মেয়েও বুঝতে পারত। এক দাড়িওয়ালা পীর টাইপের মানুষের সঙ্গে এই গানগুলো জুড়ে দিয়ে আমার নিরক্ষর দাদি কখন যেন তাঁকে নিভৃত প্রাণের দেবতা বানিয়ে ফেলেছিলেন নিজের অজান্তেই। নইলে যে বার বাবার ভয়ঙ্কর টাইফয়েড হল, তখন দাদি কেন নামাজ শেষ করে বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়ে গায়ে মাথায় ফুঁ দিতেন আর গোল করে পাকানো রবি ঠাকুরের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারটি বাবার মাথায় স্পর্শ করাতেন? দাদির মৃত্যুর সময় ছেলের বউরা চামচে করে বেদানার রস আর জমজমের পানি খাওয়াচ্ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধার মুখ থেকে বাইরের দিকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল সব তরল। গেলবার শক্তিটুকুও ছিল না। অথচ হাতের মুঠোয় মুড়িয়ে রাখা রবি ঠাকুরের ছবি ছাপা সেই ক্যালেন্ডারটি শক্ত করে ধরে রেখে ছিলেন। ঘরে উপস্থিত সবাই ক্ষীণস্বরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বিড় বিড় করছিল। দাদি আমার মায়ের দিকে ঘোলাটে চোখে তাকানোর চেষ্টা করে কী যেন বলার চেষ্টা করছিলেন। একবার নয়। বার বার। ঘরে উপস্থিত থাকা মানুষগুলো দোয়া পড়ার আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়েও বুড়িকে শান্ত করতে পারছিল না। দাদি একভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে ডান হাতের কাঠির মত তর্জনিটা নাড়িয়ে কাঁপিয়ে চলেছিলেন। মা কি বুঝল জানি না। বাবাকে একদিকে ডেকে কিছু একটা বলতেই বাবা সবাইকে বুঝিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। গ্রামেগঞ্জে মৃত্যু চাক্ষুষ করা একটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে। ক্লাইম্যাক্স মুহূর্তে আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তখন ঘরে মা, আমি আর আমার দাদি। দরজা বন্ধ করে মা দাদির খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ লাগিয়ে গাইতে শুরু করলো....রোদন ভরা এ বসন্ত, সখী কখনো আসেনি বুঝি আগে....মায়েরও চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মা-কে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদছি। সে এক মুহূর্ত বটে! দক্ষিণসমীরে দূর গগনে...মা

থেমে গেল। দাদির চোখের জল আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে দিল। হাতের মুঠো থেকে গোল করে জড়ানো ক্যালেন্ডারখানা ছাড়িয়ে নিয়ে পুরোনো আলমারির ভিতরে তুলে রেখে দরজা খুলে দিল।

বিশ্ব সাহিত্যের দিকপাল লেখক লেখিকা

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এরা হলেন কিছু প্রভাবশালী নারী লেখক। ছবির সাথে মিল রেখে এখানে প্রতিটি লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল। ১. মায়া অ্যাঞ্জেলো ঃ তবে তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত আফ্রিকান-আমেরিকান আত্মজীবনীকার এবং কবি। অ্যাঞ্জেলো তার ছয়টি আত্মজীবনীমূলক খণ্ড লিখে এই ধারাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছিলেন। অ্যাঞ্জেলো পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত ছিলেন এবং লজ্জা বা সেন্সরশিপ ছাড়াই তার বিতর্কিত জীবন কাহিনী ভাগ করে নিয়েছিলেন। তার স্পষ্টবাদিতা এবং অনন্য সাহিত্যশৈলী সমস্ত মহিলা লেখকদের জন্য সীমানা পেরিয়ে আত্মজীবনীর চেহারা চিরতরে বদলে দিয়েছে। ২. জে কে রাউলিং ঃ এই ব্রিটিশ লেখক ইতিহাসের সর্বাধিক পঠিত নারী লেখকদের একজন। তার জনপ্রিয় হ্যারি পটার সিরিজ অদ্ভুত কল্পনাকে একত্রিত করেছে এবং শিশুদের একটি প্রজন্মকে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। তার বইগুলি সামাজিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিতেও পাঠকদের অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি তার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের ছিন্নমূল গল্পও পাঠকদের তাদের স্বপ্ন থেকে কখনও হাল ছাড়তে প্রভাবিত করেছে। ৩. অ্যালিস ওয়াকার ঃ দ্য কালার পার্পলদ-এর লেখক প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলা যিনি কথাসাহিত্যের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছেন। ওয়াকারের লেখালেখির ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবন বেশিরভাগই জাতি এবং লিঙ্গ বৈষম্যের উপর কেন্দ্রীভূত। তার লেখা এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা তাকে আফ্রিকান-আমেরিকান এবং বিশ্বজুড়ে মহিলা পাঠকদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব করে তুলেছে। ৪. এস.ই. হিন্টন ঃ আমেরিকান ঔপন্যাসিক এস.ই. হিন্টন তার তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের বই, বিশেষ করে ক্ষুদ্য আউটসাইডারসক্ষ্ম লেখার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। হিন্টন ১৫ বছর বয়সে ক্ষুদ্য আউটসাইডারসক্ষ্ম লেখা শুরু করেন এবং এটি ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। হিন্টন দ্য আউটসাইডারস দিয়ে একটি জনপ্রিয় নাম এবং তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করেন, যা এখনও প্রতি বছর ৫০০, ০০০-এরও বেশি কপি বিক্রি হয়। হিন্টন তার সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে একটি স্থায়ী ছাপ ফেলেছেন যা পাঠকদের কিশোর-কিশোরীদের আবেগ এবং অভিজ্ঞতার সাথে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করে। ৫. আগাথা ক্রিস্টি ঃ ব্রিটিশ অপরাধ বিষয়ক লিখিকা যিনি জনপ্রিয় উপন্যাস, নাটক এবং ছোট গল্প রচনা করেছেন। ক্রিস্টি সর্বকালের সর্বাধিক বিক্রিত মহিলা লেখিকা এবং সর্বাধিক অনূদিত ব্যক্তিগত লেখিকা। ক্রিস্টির বাণিজ্যিক সাফল্য এবং জনসাধারণের প্রশংসা এসেছে তার দক্ষ লেখার দক্ষতা এবং সুবিকশিত চরিত্রগুলির সাথে একটি সাসপেন্সফুল হুডুনিট প্লট তৈরির ক্ষমতা থেকে। ক্রিস্টি কেবল অপরাধ লেখকদের জন্য পথ প্রশস্ত করেননি, বরং তিনি সকল ধরণের মহিলা লেখকদেরও এটি অনুসরণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ৬. লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার ঃ লিটল হাউস সিরিজের বই লেখার জন্য সর্বাধিক পরিচিত, বিশেষ করে লিটল হাউস অন দ্য প্রেইরি। ওয়াইল্ডার এই উপন্যাসগুলি তার শৈশব এবং একটি অগ্রগামী পরিবারে বেড়ে ওঠার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন। ওয়াইল্ডারের আকর্ষণীয় গল্প এবং সাহিত্য কৌশলের উপর দক্ষতা ভবিষ্যতের শিশুদের বইয়ের জন্য নজির স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল। ৭. হার্পার লি ঃ ১৯৬০ সালে পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'টু কিল আ মকিংবার্ড'-এর জন্য সর্বাধিক পরিচিত আমেরিকান লেখিকা। এটি লির একমাত্র প্রকাশিত বই, কিন্তু সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত বেস্টসেলার বইটি নিজেই বেশ প্রভাব ফেলেছে। বইটির বেশিরভাগ অংশ আত্মজীবনীমূলক এবং দক্ষিণে বেড়ে ওঠার সময় লি কী দেখেছিলেন তার বিশদ বিবরণ দেয়। শক্তিশালী গল্পটি দক্ষিণের গভীরে জাতিগত বৈষম্য এবং অবিচার নিয়ে আলোচনা করে। ৮. জেন অস্টেন ঃ জেন অস্টেন তার জনপ্রিয় রোমান্টিক কল্পকাহিনী উপন্যাসের জন্য সর্বাধিক পরিচিত, যেমন সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি, প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস এবং এমা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সাহিত্য কৌশলের উপর দক্ষতার কারণে অস্টেনের কাজ পণ্ডিত এবং সমালোচকদের জন্য একাডেমিক অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু। অস্টেন সাহিত্যিক বাস্তববাদ, সামাজিক ভাষ্য এবং ১৮ শতক এবং ১৯ শতকের নারীদের আকর্ষণীয় গল্প বলার কৌশল ব্যবহার করে ইংরেজি সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ৯. এমিলি ডিকিনসন ঃ এমিলি ডিকিনসন ছিলেন একজন প্রভাবশালী কবি যার স্টাইল অন্য কারও থেকে আলাদা ছিল। ডিকিনসন ছিলেন একজন উদ্ভাবক, যিনি অপ্রচলিত কৌশল ব্যবহার করেছিলেন, যেমন ছোট লাইন, তির্যক ছন্দ এবং অস্বাভাবিক ক্যাপিটালাইজেশন এবং বিরামচিহ্ন যা মনোযোগ এবং সমালোচনা উভয়ই আকর্ষণ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, সমালোচকরা ডিকিনসনের ব্যক্তিগত শৈলী এবং সাহিত্যিক দক্ষতার নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু পরে একজন প্রাক-আধুনিকতাবাদী কবি হিসেবে তার মৌলিকত্ব এবং প্রতিভার প্রশংসা করেছিলেন। ১০. লুইসা মে অ্যালকট ঃ আমেরিকান লেখিকা লুইসা মে অ্যালকট তার উপন্যাস লিটল উইমেনের জন্য সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। অ্যালকট তার সাহিত্যকর্মের জন্য সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন। বিশ্ব সাহিত্যের দিকপাল লেখক লেখিকারা সবাই পাঠকদের মনকে জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

বিদ্রোহী কবি নজরুল রসিক কবিও ছিলেন, তিনি আবার বিপ্লবের গানও গেয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

কাজী নজরুল সম্পর্কে যে ২০টি তথ্য আপনি না-ও জেনে থাকতে পারেন। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ছিল বিচিত্র আর বহুবর্ণিল। তাঁর সেই জীবনের কতটুকুই-বা আমরা জানি? আজ নজরুল জয়ন্তীতে নজরুল -গবেষকদের লেখা বিভিন্ন বই ও পত্রিকা ঘেঁটে এখানে বিদ্রোহী কবি-সম্পর্কিত এমন ২০টি তথ্য তুলে ধরা হলো, যেগুলো আপনি না-ও জেনে থাকতে পারেন! ১. নজরুলের জীবন কোনো নিয়মের জালে আটকা ছিল না। যখন যা ভালো লাগত, তিনি তা-ই করতেন। দিন নেই, রাত নেই হই হই রব তুলে উঠে পড়তেন কোনো বন্ধুর বাড়িতে। তারপর চলত অবিরাম আড্ডা আর গান! ২. নজরুলের লেখার জন্য কোনো বিশেষ পরিবেশ লাগত না। গাছতলায় বসে যেমন তিনি লিখতে পারতেন, তেমনি ঘরোয়া বৈঠকেও তাঁর ভেতর থেকে লেখা বের হয়ে আসত। ৩. নজরুল ইসলাম কোনো অনুষ্ঠানে গেলে ঝলমলে রঙিন পোশাক পরতেন। কেউ তাঁকে রঙিন পোশাক পরার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, রঙিন পোশাক পরি অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তথ্য দিয়েছেন, নজরুল তাঁর ঝলমলে পোশাকের ব্যাপারে বলতেন, 'আমার সম্ভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। আমার তো মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কথা!'

৪. নজরুলের পাঠাভ্যাস ছিল বহুমুখী। তিনি পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক, মহাভারত, রামায়ণ যেমন পড়তেন, তেমন পড়তেন শেলি, কিটস, কার্ল মার্ক্স, ম্যাক্সিম গোর্কি সহ বিশ্ব খ্যাত লেখকদের লেখা। রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'-এর সব কটি গান মুখস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি! ৫. বাংলা গানে নজরুলই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সব ধরনের বিষয় নিয়ে গান লিখেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা অনেকে চার হাজার বললেও আসলে তিনি গান লিখেছিলেন প্রায় আট হাজারের মতো, যার অধিকাংশই সংরক্ষণ করা যায়নি। ৬. বাঙালি কবিদের মধ্যে নজরুলই ছিলেন সবচেয়ে বেশি রসিক। তাঁর কথায় হাসির ঢেউ উঠত। হিরণ্ময় ভট্টাচার্য 'রসিক নজরুল' নামে একটি বই লিখেছেন। যাঁরা বইটি পড়েননি, তাঁদের পক্ষে বোঝা কষ্ট কর নজরুল কী পরিমাণ রসিক ছিলেন! একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একবার এক ভদ্রমহিলা নজরুলকে খুব স্মার্টলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি পানাসক্ত?' নজরুল বললেন, 'না, বেশ্যাসক্ত!' কবির কথায় ভদ্রমহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। আর তক্ষুনি ব্যাখ্যা করলেন নজরুল, 'পান একটু বেশি খাই। তাই বেশ্যাসক্ত, অর্থাৎ বেশি আসক্ত গু বেশ্যাসক্ত!' ৭. নজরুলের প্রেমে পড়েননি, এমন পুরুষ কিংবা নারী খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর চরম শত্রুরাও তাঁর ভালোবাসার শক্তির কাছে হার মেনেছেন। কবি বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে প্রথম দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। তিনি লিখেছেন, 'সেই প্রথম আমি দেখলাম নজরুলকে। এবং অন্য অনেকের মতো যথারীতি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম!' শুধু বুদ্ধদেব বসু নন, তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুও নজরুলের প্রেমে পড়েছিলেন। সেই কাহিনি নিয়ে তিনি লিখেছেন 'আয়না' নামে একটি গল্প। কী অবাক কাণ্ড! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই লেখক-এর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন! ৮. কাজী নজরুল ইসলাম প্রচুর পান ও চা খেতেন। লিখতে বসার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণ চা আর এক থালা পান নিয়ে বসতেন তিনি। পান শেষ করে চা, এরপর আবার চা শেষ করে পান খেতেন। তিনি বলতেন, 'লেখক যদি হতে চান/ লাখ পেয়ালা চা খান!' ৯. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের হস্তরেখা বিশারদ। তিনি অনেকের হাত দেখে যা বলতেন, তা-ই ঘটতে দেখা গেছে। একবার এক লোককে বললেন, আপনার বিদেশযাত্রা আছে, লোকটি সত্যিই কয়েক দিনের মধ্যে বিদেশ চলে গেল! আরেকজনকে বললেন, 'আপনি পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে পারেন।' পরে ওই লোকটির মৃত্যু ঘটেছিল! ১০. মাঝেমধ্যে রাগান্বিত হলে নজরুল তাঁর সামনে যদি কোনো বই-খাতা পেতেন বা কাগজ পেতেন, তা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলতেন। ১১. অর্থের ব্যাপারে নজরুল ছিলেন ভয়াবহ বেহিসাবি। হাতে টাকা এলেই তা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করে শেষ করে দিতেন। আর বলতেন, 'আমি আমার হাতের টাকা বন্ধুদের জন্য খরচ করছি। আর যখন ওদের টাকা হবে ওরাও আমার জন্য খরচ করবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।' ১২. নজরুল তাঁর দুই পুত্রের ডাকনাম সানি (কাজী সব্যসাচী) আর নিনি (কাজী অনিরুদ্ধ) রেখেছিলেন তাঁর দুই প্রিয় মানুষ সান ইয়াত-সেন ও লেনিনের নামানুসারে। ১৩. নজরুল তাঁর সন্তানদের খুবই ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি তাঁদের নিজ হাতে খাওয়াতেন আর ছড়া কাটতেন, 'সানি-নিনি দুই ভাই/ ব্যাঙ মারে ঠুই ঠাই।' কিংবা 'তোমার সানি যুদ্ধে যাবে মুখটি করে চাঁদপানা/ কোল-ন্যাওটা তোমার নিনি বোমার ভয়ে আধখানা।' ১৪. নজরুল ছিলেন সত্যিকারের জনদরদি মানুষ। একটি ঘটনা দিয়ে তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ কলকাতার এক দরিদ্র হিন্দু মেয়ের বিবাহ। কোনোরকমে কন্যা বিদায়ের আয়োজন চলছে। নজরুল খবরটি পেলেন। তিনি দ্রুত বাজারে গেলেন। এক হিন্দু বন্ধুকে নিয়ে বিয়ের বাজার করলেন। তারপর মেয়েটির বিয়ে হলো।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
বেড়ানোর নেশায় বাঙালি

বিশেষ প্রতিবেদক

কাঁধে হোল্ডল, রাতের মায়াবী ট্রেনে বাঙালি যেত বেড়াতে। বাঙালির পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যেস বহুদিনের। এদের মধ্যে একদল ভরা পুজোয়, মানে ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দিন বেরিয়ে পড়ে। আর একদল বেরয় পুজোর ঠিক পরে, দশমী কাটিয়ে। তবে যে দিনই বেরোক না কেন, তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জল্পনা-কল্পনা চলে সারা বছর জুড়ে। সমুদ্র না পাহাড়, জঙ্গল না উপত্যকা, এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায় ইংরেজি বছরের শুরুতেই। আগে, হাতে গোনা একটি-দু'টি পত্রিকা বেরলেও এখন কিন্তু বাংলা ভ্রমণ পত্রিকার কোনও অভাব নেই। তাতে নানান জায়গার ছবি দিয়ে, কী ভাবে সেখানে যাওয়া যাবে, গিয়ে কোথায় ওঠা যাবে, কোথায় কী খাওয়া যাবে, এ সবের সবিস্তার বিবরণ দেওয়া থাকে। দেওয়া থাকে বেড়ানোর আদর্শ সিজন। এ ছাড়া এখন ইন্টারনেটের সুবাদে এই খোঁজখবরগুলো নেওয়া তো জলভাত হয়ে গিয়েছে। এখন যেমন মধ্যবিত্ত গেরস্তরাও, পাঁচ-ছ'মাস আগে কেটে নেওয়ার সুবিধে নিয়ে প্লেনের টিকিট বুক করে ফ্যালে, বছর পনেরো আগেও সেটা কিন্তু আকাশকুসুম ছিল। তখন তাদের বেড়ানোর প্রধান ভরসা ছিল কু-ঝিক-ঝিক রেলগাড়ি। দূরপাল্লার বাসও ছিল, কিন্তু সপরিবার ভ্রমণে বাঙালিরা এখনও যেন তাদের ঠিক আপন করে নিতে পারেনি। তখন গেরস্তরা বেড়াতে যেত ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে, এসি-টেসিতে নয়। তাতে লোহার সিঁড়ি বেয়ে বাঙ্ক-এ ওঠার সময় মনের মধ্যেটা যেন শিরশির করে উঠত। সেই সব পুরনো ট্রেনের কামরায় থাকত লালচে ডুমের আলো আর লোহার জালে ঘেরা গোলপানা কয়েকখানা কালচে পাখা। রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমোত, তখন ট্রেনের প্যাসেজের মাঝখানে কিছু নীলাভ ল্যাম্প ঝিমঝিম করে জ্বলত। সাইড-লোয়ার বার্থ পেলে তার এক দিকের পার্টিশনে হেলান দিয়ে বসে, জানলা দিয়ে ছুটে আসা ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা খেতে খেতে, ট্রেনের ঘুমন্ত প্যাসেজটার দিকে তাকালে মনে হত যেন অচেনা কোনও স্পেসশিপে বসে আছি। বেড়াতে যাওয়ার দিন ঠিক হওয়ার পর সবচেয়ে জরুরি কাজ ছিল সেখানকার এমন একটি ট্রেনের টিকিট কাটা যাতে নাইট জার্নি থাকবে। আমাদের ছেলেবেলায় ট্রেনের টিকিট পাওয়া যেত জার্নি ডেটের এক মাস আগে। তারপর সেটা দু'মাস হল। তারপর তিন মাস। এখন তো চার মাস আগে থাকতেই ট্রেনের টিকিট কেটে রাখতে হয়। যে নির্দিষ্ট দিনে টিকিট কাটবার কথা, সে দিন রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে সবাই ডালহৌসির কয়লাঘাটা টিকিট কাউন্টারে ছুটত। বাস থেকে নেমে হনহনিয়ে সেখানে ঢুকে হয়তো দেখা যেত, আগে থাকতে জনা পনেরো লোক সেই লাইনে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে আড়মোড়া ভাঙছে। মনে প্রশ্ন জাগত, এরা কি কাল রাতে এখানে ঘুমিয়েছিল নাকি রে বাবা! টিকিট কাটার আগে একখানা সাদা খোপকাটা পাতায় যাদের টিকিট কাটা হবে তাদের নাম, ঠিকানা, বয়স, ট্রেনের নম্বর, কেমন বার্থ চাওয়া হচ্ছে, বেড়াতে যাওয়ার তারিখ; এই সব গোটা-গোটা করে লিখতে হত। ওই রকম একটি কাগজে ম্যাক্সিমাম চার জনের টিকিট কাটা যেত। চারটের বেশি টিকিট কাটতে হলে আবার সঙ্গে করে আর এক জনকে নিয়ে যেতে হত।

ঠেকে শিক্ষা! শুশুনিয়া পাহাড়ের আগুন নিভতেই বড় পরিকল্পনা বন দফতরের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ মার্চঃ শুশুনিয়া পাহাড়ের বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বড় পরিকল্পনা বন দফতরের। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আরও সাবধানী হতে চাইছেন বন দফতরের কর্তারা। পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তড়িঘড়ি বিশেষ দল গঠন করে দিনরাত পাহাড়ের সর্বত্র নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত যাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তার জন্য তৈরি রাখা হচ্ছে একশো জন বন কর্মীকে। তাঁদের নিয়েও তৈরি হয়েছে বিশেষ দল। দু'বছর পর গত বৃহস্পতিবার ফের শুশুনিয়া পাহাড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের পূর্ব

অংশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। পুড়ে খাক হয়ে যায় পাহাড়ের বনাঞ্চলের বহু গাছ। ২৪ ঘণ্টা ধরে লাগাতার চেষ্টার পর শুক্রবার ধীরে ধীরে আগুন নেভাতে সমর্থ হয় বন দফতর। আগুন নিভতেই তড়িঘড়ি ভবিষ্যতে এই ধরনের অগ্নিকান্ড ঠেকাতে তৎপরতা শুরু হয় বন দফতরের। ঠিক হয়েছে জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চলবে নজরদারি। ২০ জনের এমন একটি দল গঠন করছে বন দফতর। তাঁরাই ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাবে পাহাড়ে। তবে শুধু নজরদারি চালানোই নয়, বন দফতরের বিশেষ প্রশিক্ষিত একশো জন কর্মীকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। শুশুনিয়া পাহাড়ে অগ্নিকাণ্ডের খবর মিললেই একশো জনের সেই দল ঝাঁপিয়ে পড়বে আগুন নিয়ন্ত্রণে। এদিন এই সামগ্রিক পরিকল্পনার কথা জানান বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের এডিএফও দুর্গাকান্ত ঝাঁ।

'জমি-সোনা সব বিক্রি করে দিতে হবে!' কেন এত ভয় পাচ্ছেন বাংলার আলুচাষিরা?

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ মার্চঃ কখনও অকাল বৃষ্টিতে ডুবছে জমি, কখনও শীতের খামখেয়ালিপনা, কখনও ভিডিসির জলে সমস্যা, এই মরসুমের শুরু থেকেই বারবার রোগের কোপ পড়ছে আলু চাষে। তবে অনেক জায়গাতেই ফলন ভাল হলেও দাম পাচ্ছেন না চাষিরা। ক্ষোভ বেড়েছে আরামবাগ থেকে তারকেশ্বর, বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুর, রাজ্যের বড় অংশের চাষিদের মধ্যে। আলু উঠলেও দাম না পাওয়া যাওয়ায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে চাষিদের মধ্যে। সরকার ৪৫০ টাকা (৫০ কেজি) বস্তা হিসাবে চাষিদের থেকে সহায়ক মরলে আলু কেনার কথা থাকলেও তাদের দেখা নেই। এমনটাই বলছেন চাষিরা। ফলে মাঠ থেকে তারা ৭ টাকা কেজি প্রতি অর্থাৎ ৩৫০ টাকা বস্তা আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিকে আলু পচনশীল। মাঠ থেকে আলু তুলে বিক্রি করতেই হবে অথবা হিমঘরে পাঠাতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই। বিক্রি করলে দাম নেই, হিমঘরে রেখে 'ভাল দামের' অপেক্ষা করলেও গত কয়েক বছরে বারবার সেগুড়ে বালি দেখে হতাশায় চাষিরা। অন্যদিকে সব চাষিদের আবার হিমঘরের খরচ দেওয়ার মতো সামর্থ্যও নেই। ফলে মাঠ থেকেই যা দাম পাচ্ছেন তাতেই বস্তা বস্তা আলু বিক্রি করে দিতে বাধ্য

হচ্ছেন অনেকেই। মহাজনি প্রথায় অথবা ধার দেনা করে আলু চাষ করেছেন কৃষকেরা। কেউ আবার ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে করেছেন চাষ। আলু বীজ থেকে কীটনাশক রাসায়নিক সার, সবকিছুর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই চাপ বেড়েছে চাষিদের মধ্যে। এরইমধ্যে রাসায়নিক সারেরও কালোবাজিরর অভিযোগ সমানে এসেছে বারবার। যার ফলে আলু চাষের খরচ বিগত কয়েক বছরে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে বলে মত আলু চাষিদের। বিঘা প্রতি আলু চাষ করতে খরচ হচ্ছে ৩৩ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকা। সেখানে জমির সব আলু বিক্রি করলে পাওয়া যাচ্ছে ২২ থেকে ২৪ হাজার টাকা। ফলে চাষের খরচটুকুও ঘরে উঠছে না। অন্যদিকে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে কমছে ফলনও। আরামবাগ-তারকেশ্বরের চাষিরা জানাচ্ছেন এবার বিঘা প্রতি গড়ে ৬০ থেকে ৬৫ বস্তা পর্যন্ত আলুর ফলন হয়েছে। যা আগে আরও বেশি হতো। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদেরও সেই ভাবে মাঠে নামতে দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের সীমান্তগুলি বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা বাইরের রাজ্যে আলু পাঠাতে না পারায় তারাও সেইভাবে আলু কিনতে আগ্রহী নয়। আর যাঁরা কিনতে চাইছেন তাঁরা আবার চাইছেন সরকার যা দাম বেঁধে দিয়েছে তার থেকেও কম দামে আলু কিনতে। তাতেই চাপ বাড়ছে চাষিদের মধ্যে। এ বছর আবার গড় উৎপাদিত আলু কিনতে রাজি নয় ব্যবসায়ীরা। এ অভিযোগও করছেন অনেক চাষি। বাছাই করে বড় সাইজের আলুয়ে তারা কেবলমাত্র চাষিদের কাছ থেকে কিনছে। যার ফলে ছোট সাইজের আলু চাষের ঘরে থেকে যাচ্ছে। চাষিরা বলছেন অবস্থার বদলে সামগ্রিকভাবে সরকারের নজরদারি প্রয়োজন। দ্রুত পদক্ষেপ নিক সরকার। আরামবাগের এক চাষি বলছেন, ''চাষের খরচ তো কোনওভাবেই উঠছে না। কী আর করব। সরকার যদি বর্ডার সিল করে দেয় সেই ভাবে ব্যবসায়ীরাও আলু কিনতে ভয় পাচ্ছে। ধার যা আছে তা সোনা-জমি বিক্রি করেই শোধ করতে হবে। কিন্তু, শোধ তো করতেই হবে। কারণ ধার তো নিয়েছি। আর তো কোনও উপায় দেখছি না।''

'ভুল হয়েছে আমাকে মাফ করে দাও'

শোনামাত্রই রাজীবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ মার্চঃ যাঁর মুখে 'হাইব্রিড নেতা' নেতা বলে কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল। সেই শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারেই এবার তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা করলেন, জড়িয়ে ধরলেন একে অপরকে! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ সবই জানান দিচ্ছে ছাব্বিশের নির্বাচনের সাংগঠনিক ব্লু প্রিন্টের বিষয়টি! শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাওড়ার ডোমজুড়

বিধানসভা। গত একুশের নির্বাচনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে সাংসদ কল্যাণ আর ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীবের মধ্যেই কোন্দল রাজনৈতিক মহলে চর্চিত হয়েছে। একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে কাদা ছোড়াছুড়ির নজির। রবিবার, ছুটির সকালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িয়ে গিয়ে দেখা করলেন রাজিব। সঙ্গে ছিলেন প্রবীর ঘোষালও। কল্যাণ বললেন, ''রাজীব বলল, ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। আমি বললাম, দিদি যখন তোমায় দলে নিয়েছে, আমি কেন কিছু বলব!'' একুশের নির্বাচনের আগে দল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন রাজীব। বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। কিন্তু জয় অধরাই ছিল। পরে রাজীব ফের তৃণমূলে ফেরেন। কিন্তু রাজীবকে নিয়ে কল্যাণের একাধিক মন্তব্য বারবার ইন্ধন জুগিয়েছে বিতর্কের। রাজীব তৃণমূলে ফেরায় তাঁর বিরুদ্ধে ডোমজুড়ের একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ পোস্টারিং হয়েছে। 'টপ টু বটাম কোরাপ্টেড' থেকে শুরু করে 'হাইব্রিড নেতা', 'আমি সব পারেতেই আছি...ভাসিয়ে দিয়ে ডিঙা'-এহেন শব্দবন্ধে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার বিঁধতে দেখা গিয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এসবের মাঝে রাজীবের ঘরওয়াপসির জল্পনা শুরু হয়। তখনও কল্যাণকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ''রাজীবের ভ্যালু ইজ জিরো, সেটা আমরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর ওকে নিয়ে কী উপকারিতা হবে, অপকারিতা হলে সেটা ওপরের নেতা সিদ্ধান্ত নেবে। দিদি তো স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, গদ্দারদের দলে নেওয়া হবে না। সেই গদ্দারের প্যারামিটার কী, সেটাও দিদিই ঠিক করবেন!'' এসবের মাঝে রাজীব দলে ফেরেন, তবে বাংলায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি ছিলেন না। পরে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ত্রিপুরায়। তারপর চব্বিশের লোকসভা ভোট যায়। তবু কিছুতেই কল্যাণ রাজীব দুই বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। সেই রাজীবকেই রবিবার সকালে নিজের বাড়িতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কল্যাণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে রাজীব-কল্যাণ সন্ধি আক্ষরিক অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ। কল্যাণের সঙ্গে দেখা করে রাজীব বললেন, ''আমি দল পরিবর্তন করেছিলাম বলে দাদার অভিমান হয়েছিল। তারপর থেকে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। আজকে যখন শ্রীরামপুরে এসেছিলাম তখন মনে হল দাদার সঙ্গে গিয়ে একটু দেখা করি। দাদা ভাইয়ের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাও থাকবে, রাগও থাকবে, অভিমানও থাকবে, অভিযোগও থাকবে। আজকে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল। দাদা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। আমরা একই দল করি আশা করি আগামী দিনে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক অটুট থাকবে।'' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''রাজীব দলে জয়েন করেছে অনেকদিন আগেই। দিদি ওকে কিছু কিছু দায়িত্ব দিয়েছে। রাজীব আজকে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বলল দাদা ভুল টুল হয়েছে। ক্ষমা টমা করো। ২০২৬ এ নির্বাচন আসছে সবাইকে নিয়ে তো চলতে হবে সবাইকে নিয়েই কাজ করতে হবে। দল কাকে কী দায়িত্ব দেবে সেটা পরের ব্যাপার।'' কল্যাণ মুখ খুললেন নিজের অভিমান নিয়েও। তিনি বললেন, ''আমার সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত কোন সমস্যা ছিল না। একটা কষ্ট ছিল, তুমি তৃণমূল থেকে কেন চলে গেলে! দল থেকে তো কোন তোমার প্রতি অবিচার হয়নি। এটা আমার একটা অভিমানের জায়গা ছিল। একুশের নির্বাচনের ঠিক আগে চলে যাওয়াতে নিঃসন্দেহে একটা অসুবিধা হয়েছিল। আমি নিজে পরিশ্রম করে সেই জায়গা রিকভারি করেছি।'' তবে তাঁর কথায়, ''ওরা ফিরে এসেছে। যারা ফিরে এসেছে তাদের দিদি গ্রহণ করেছেন, আমি কেন কিছু বলতে যাব। আমার কাছে এসেছে সম্মান দেখিয়ে, এটাই অনেক বড় কথা। সবাই ভাল করে কাজ করুক। ওরা তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো।''

এবার সিপিএম-এর 'শেষ' চিহ্নটুকু' মুছে দিল তৃণমূল!

দুরন্ত বার্তা, পোলেরহাট, ৯ মার্চঃ যাদবপুর-কাণ্ডের পর ফের নতুন করে সিপিএম-তৃণমূলের ঝামেলা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম কর্মীদের পার্টি অফিস ভাঙচুর থেকে শুরু করে তাঁদের হেনস্থার অভিযোগ এসেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও সব ক্ষেত্রেই শাসকদল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এবারের ঘটনাস্থল ভাঙড়। সেখানে সিপিএম-এর দেওয়াল লিখনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। শুধু তাই নয়, গোটা দেওয়াল থেকে সিপিএম-এর 'নাম-নিশান' মিটিয়ে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গোটা বিষয়টি ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা পুলিশের পোলেরহাট থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া এলাকায়। সিপিএম-এর অভিযোগ, অবেঁওতা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সিপিএম-এর লেখা দেওয়াল মুছে দিয়েছে। দেওয়ালটিতে লেখা ছিল 'ব্রিগেড চলো'। এরপরই পোলেরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সিপিএম নেতৃত্ব। যদিও, বিষয়টি মিথ্যা বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের কোনও অস্তিত্ব নেই বলে জানান তৃণমূল নেতা বাহারুল ইসলাম। সিপিএম-এর এরিয়া কমিটির সদস্য উপল মণ্ডল বলেন, ''আমরা যেদিন দেওয়াল লিখতে গিয়েছিলাম সেই দিন তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী আসে। তারপর এসে তারা হুমকি দেয়। ধাক্কা মারে। পাল্টা প্রতিরোধ করি। এরপর দেওয়াল লিখে চলে আসার পর গতকাল রাতে তৃণমূল আমাদের লেখা দেওয়াল মুছে দিয়েছে। আমরা ওদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছি। কেন সিপিএম পার্টি ভাঙড়ে দেওয়াল লিখতে পারবে না? এই রকম অরাজকতা কতদিন চলতে পারে?''

'আধ ঘণ্টা সময় দিলে যাদবপুরকে ঠান্ডা করে দেবে বিজেপি-এবিভিপি', কর্মী সম্মেলন হুঙ্কার বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ মার্চঃ যাদবপুর নিয়ে তৃণমূল ও সিপিএম লুকোচুরি খেলা চলছে। কেন্দ্র বিবেচনা করে এবিভিপি ও বিজেপিকে আধ ঘণ্টা ছেড়ে দিলে যাদবপুর ঠান্ডা করে দেবে। এই ভাষাতেই বাঁকুড়ার ওন্দার এক কর্মী সম্মেলন থেকে বিস্ফোরক হুঁশিয়ারি দিলেন ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা। তাঁর দাবি, গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল, সিপিএম ও সংখ্যালঘুরা একদিকে আর বিজেপি আর একদিকে ছিল। সেই সম্পর্ক টেনে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই যাদবপুরে এই অশান্তি জিইয়ে রাখা হচ্ছে। ভোটার কার্ড ইস্যুতেও এদিনের কর্মী সম্মেলন থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন অমরনাথ শাখা। তাঁর দাবি, বিভিন্ন রাজ্য থেকে হিন্দি ভাষাভাষি মানুষ কাজের জন্য এ রাজ্যে এসে এ রাজ্যের ভোটার হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের রাজ্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিজেপিকে সমর্থন করেন। সেই হিন্দি ভাষাভাষি ভোটারদের

চালাকি করে বাদ দিতেই তৃণমূল এখন দলীয়ভাবে সমীক্ষা চালাচ্ছে। এদিনের কর্মী সভা থেকে দলীয় কর্মীদের পাল্টা সমীক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে অমরনাথ শাখা বলেন, ''তৃণমূলের সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোটার তালিকা ধরে আমাদেরও সমীক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে নজর রাখতে হবে চাকরিজীবীদের উপর। কারণ তাঁদের অনেকের কর্মক্ষেত্রেও ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে আবার গ্রামের বাড়িতেই নাম রয়েছে।'' এদিনের কর্মী বৈঠক থেকে ওন্দার বিডিওকেও একহাত নেন অমরনাথ শাখা। তাঁকে ববি হাকিমের জামাই এবং ভাগ্নে বলে উল্লেখ করে তাঁর দাবি, তিনি মাওবাদীদের মতো আচরণ করছেন। এলাকায় বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করছেন। তাঁর প্রতিবাদে আগামীদিনে তাঁকে ঘেরাও করে রাখার হুঁশিয়ারি দেন অমরনাথ শাখা।

OFFICE OF THE CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT

Vill: Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 01 no. of Schemes (New construction of C C Road from near Israfil House to Bapi House), Fund: CFC vide Memo No.- **CPGP/063/15th CFC/NIT/2024-2025** and 04 nos. of Schemes (New Construction of CC Road at 3 different places), Fund: CFC vide Memo No.- **CPGP/064/15th CFC/NIT/2024-2025**. Last date of submission of Bid up to **06.30 PM on 26.03.2025.** Date of opening of Bid on **21.03.2025 5:00p.m.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- **Pradhan,**
Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_824677_1	10.03.2025	28.03.2025	01.04.2025
2.	2025_MAD_824677_2	10.03.2025	28.03.2025	01.04.2025
3.	2025_MAD_824677_3	10.03.2025	28.03.2025	01.04.2025
4.	2025_MAD_824736_1	10.03.2025	19.03.2025	21.03.2025

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

এপারে চালক, ওপারে গার্ড! চলতে চলতে দু'ভাগ হয়ে গেল আস্ত ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা, ৯ মার্চঃ চলতেই চলতেই দু'ভাগ হয়ে গেল মালগাড়ি। আস্ত ট্রেন থেকে খুলে গেল ২২ বগি। অল্পের জন্য বড়সড় ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল মালগাড়ি। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা চন্দ্রকোনা রোড স্টেশনে। ঘটনার জেরে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল বিভিন্ন স্টেশনে। শোরগোল যাত্রীদের মধ্যে। সূত্রের খবর, রবিবার সকালে চন্দ্রকোনা রোড স্টেশন পেরিয়ে মেদিনীপুরের দিকে আসছিল একটি মালগাড়ি। স্টেশন পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরেই খুলে যায় কাপলিং। ইঞ্জিনের সঙ্গে পাঁচটি বগি এগিয়ে যায়। বাকি ২২টি বগি ট্রেন থেকে পুরোপুরিভাবে আলাদা হয়ে যায় বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু, ট্রেনের যে এই অবস্থা কিছুই বুঝতে পারেননি চালক। যতক্ষণে তিনি টের পান তার আগে কেটে গিয়েছে বেশ কিছুটা সময়। এদিকে ততক্ষণে ট্রেনের বাকি বগি নিয়ে পিছনে পড়ে আছেন ট্রেনের গার্ড। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বিষয়টি নজরে এসে চালকের। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আদ্রা ডিভিশনের আধিকারিকরা। সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রকোনা রোডের কিছুটা অদূরে মালগাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। যার জেরে সিগন্যাল আটকে যাওয়ায় আশপাশের স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায় একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। কিন্তু, এর পিছনে কারও গাফিলতি, নাকি অন্য কোনও কারণ তা খতিয়ে দেখছেন রেলের আধিকারিকরা। যদিও কিছু সময় ধরে মেরামতির পর ফের স্বাভাবিক হয়ে যায় পরিষেবা।

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০

ডব্লুবি-এইচএমসি/এনআইটি/ইডি/২৬/ইই-II/২৪-২৪ তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৫

ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (২য় কল)

হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এলাকার অধীনে সিমেন্ট কংক্রিট (আরসিএম) দ্বারা বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক), এইচএমসি একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II/ বিভাগ https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডি-2025_MAD_823244) থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৫.০৩.২০২৫ **বিকাল ৫.০০টা** পর্যন্ত। এইএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৯৬(৩)/২৪-২৫ সচিব
০৭.০৩.২৫ হাওড়া পৌরনিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Ch. Engineer (SWM-II), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/18
Name of the Work: **Supply delivery installation & commissioning of 3 TR capacity Air Conditioning machine at CME (SWM) office.** Estimated Amount: Part - 'A' – ₹ **51,199.73** and Part - 'B' – **Open quotation**. Earnest Money: **2% of the quoted value (Both Part - 'A' + Part - 'B').** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **20.03.2025 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.03.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C. E. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/DCE_PS/VI/62/05/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Annual maintenance of Hazi Md. Mohosin Square (Horticulture related works) in Ward No.-62, Br.-VI.** Estimated cost: ₹ **3,19,089.17.** Earnest Money: ₹ **6,400.00**.
(2) NIT No.: KMC/DCE_PS/VI/TENT/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Deployment of Labour for daily maintenance of KMC Tent in Ward No.-46, Br.-VI for 365 days.** Estimated cost: ₹ **4,46,584.42.** Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **365 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **18.03.2025 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **10.03.2025 (10 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(PS)/I/02/05/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Daily maintenance of Children's Park at Panchanantala Road in Ward No.-02, Br.-I.** Estimated cost (Including CESS): ₹ **1,98,702.35.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **18.03.2025 – 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **10.03.2025, 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/64/2024-25
Name of Work: **Patch repairing, priming, painting with other ancillary work outside of Clear Water Pumping Station of PH-IV, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,73,662.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **24.03.2025 at 2 p.m./26.03.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in** **(1465/24-25)**

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রযের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ('ব্যাংক') ঋণগ্রহীতাদের ঋণ/ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ, যেখানে ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **১৭ মার্চ ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, প্রতিবন্ধী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ (ভারতীয় টাকায়)	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX৯৭৩৯	কিশোর কুমার লাধা	২০,১১,৩১৪.৯১	০৭-০৩-২০২৫
২	XXXX১০২২	আশা দেবী চামরিয়া	২০,০২৬.২৬	০৭-০৩-২০২৫
৩	XXXX৩৭৩১	কিষান পচিসিয়া	৮৪,৮১৪.৪২	০৭-০৩-২০২৫
৪	XXXX২৯০০	পুষ্প আগারওয়াল	২০,১৫,০১৬.৪৬	০৭-০৩-২০২৫
৫	XXXX০৮৬১	সংঘমিত্র বর্ধন	২০,১৯,৩১১.০০	০৭-০৩-২০২৫
৬	XXXX৮৭০২	কৌশিক নাগ	১৭,৫৩,১২৩.১৩	০৭-০৩-২০২৫
৭	XXXX৩৪৯১	অনুরাগ আগারওয়াল	৪,৩৯,৮১৮.৩৯	০৭-০৩-২০২৫
৮	XXXX১৫৭১	স্বপন কুমার বসু	৯,১১,৮১৭.৮৪	০৭-০৩-২০২৫
৯	XXXX৫১৪৪	হিমাংসু কুমার অধিকারী	১২,০৯৯.৬০	০৭-০৩-২০২৫
১০	XXXX০৭৬১	অরুণাভ সাহা	১৯,৩৯,০৫৯.২৮	০৭-০৩-২০২৫
১১	XXXX০০৪০	সোমা সাহা	১৯,৭৯,১৮১.৯০	০৭-০৩-২০২৫
১২	XXXX৫৪৮১	রাম কুমার দাস	৯,৯৭,৫৭৪.৯৯	০৭-০৩-২০২৫
১৩	XXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১০,১৭২.৭৫	০৭-০৩-২০২৫
১৪	XXXX১০১৫	শোভা কানোরিয়া	৭,৩৩,০০৬.৫৬	০৭-০৩-২০২৫
১৫	XXXX১৫৮২	অরূপ কুমার চন্ড	৮২,৭২৩.৪৪	০৭-০৩-২০২৫
১৬	XXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	১,২৭,৪৫৮.০০	০৭-০৩-২০২৫
১৭	XXXX৩২৪২	মমতা চক্রবর্তী	৭,৩৭,২৪৫.৮৯	০৭-০৩-২০২৫
১৮	XXXX২৭৫৪	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়	২,১৮,১০০.৬৭	০৭-০৩-২০২৫
১৯	XXXX২১৯২	শঙ্কর চন্দ্র কুইটি	২,০৮,৯৫৩.২৮	০৭-০৩-২০২৫
২০	XXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৮,৮২২.৬৭	০৭-০৩-২০২৫
২১	XXXX৫০৫৫	গণেশ চৌধুরী	২,৪১,৪৩৭.৮০	০৭-০৩-২০২৫
২২	XXXX৩৪০৫	সঙ্গীতা গুপ্তা	৭২,৫৩১.২১	০৭-০৩-২০২৫
২৩	XXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	১৮,৫৭৮.০১	০৭-০৩-২০২৫
২৪	XXXX৪৫৭৫	মনোজ কুমার ট্যান্ডন	৬,৫৬,৮২৭.৯৯	০৭-০৩-২০২৫
২৫	XXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৭,৯৭,১৬৬.৮৩	০৭-০৩-২০২৫
২৬	XXXX৬৩৪৩	অন্নপূর্ণা সেট	৫৭,৯৭৬.৫৫	০৭-০৩-২০২৫
২৭	XXXX৩৭৪৬	দেবশ্রী রায়	৭,৩৪,৪৪৬.২৮	০৭-০৩-২০২৫
২৮	XXXX২০৯২	অভিজিৎ রায়	১০,১৮.৭৯৯.৪৯	০৭-০৩-২০২৫
২৯	XXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫৪,৪৫৮.১৮	০৭-০৩-২০২৫
৩০	XXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৭,৪৮৬.০৫	০৭-০৩-২০২৫
৩১	XXXX২৬৫১	চন্দনা জানা	৯,৩০,৯৩৮.৭৪	০৭-০৩-২০২৫
৩২	XXXX৭৯৩২	অদিতি রায়	১,২৭,৩৮৭.০০	০৭-০৩-২০২৫
৩৩	XXXX২২৮২	রানি দেবী রুংটা	২০,০৮,২৬৬.২০	০৭-০৩-২০২৫
৩৪	XXXX৩৯০১	বর্নালী লাহিড়ী	২,১৬,১৫২.২২	০৭-০৩-২০২৫
৩৫	XXXX৬৫৯৬	অরিজিৎ ভৌমিক	১,১০,০১২.৬০	০৭-০৩-২০২৫
৩৬	XXXX৯০৬০	সোমা চক্রবর্তী	৬৬,১৭৪.৫১	০৭-০৩-২০২৫
৩৭	XXXX০৪৬৯	পল্লব ঘোষ	১৪,৩৫,৭২৯.২৪	০৭-০৩-২০২৫
৩৮	XXXX৩১৬১	সৌরভ রায়	৪,৭৪,১১১.২৬	০৭-০৩-২০২৫
৩৯	XXXX১২৩৮	বিজয় কিষাণ চন্ডক	১৬,৬১,৫৯৬.৪০	০৭-০৩-২০২৫
৪০	XXXX৫৫৪১	দীপঙ্কর দাস	৯,৩২,১৫৪.৮৭	০৭-০৩-২০২৫
৪১	XXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৬,৩৫২.৩৩	০৭-০৩-২০২৫
৪২	XXXX২৯২২	মনোজ মেশরাম	১,৯৮,২৯২.৪৯	০৭-০৩-২০২৫
৪৩	XXXX২৯৭৮	ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী	১০,০৭,৭৯৯.৭৩	০৭-০৩-২০২৫
৪৪	XXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫২,৬১৪.১২	০৭-০৩-২০২৫
৪৫	XXXX১৪৯৯	চন্দনা আঢ্য	২,০৬,৪৮৬.৮১	০৭-০৩-২০২৫
৪৬	XXXX৫২৯২	দিনেশ কুমার জালান	৬৭২.৬১	০৭-০৩-২০২৫
৪৭	XXXX৭৬১১	দুলাল চন্দ্র সেন	১,১৫,১০৭.০০	০৭-০৩-২০২৫
৪৮	XXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৭,০৬৬.০০	০৭-০৩-২০২৫
৪৯	XXXX৭০৩৯	অরিজিৎ রায়	১৫,৪৭৮.৯০	০৭-০৩-২০২৫
৫০	XXXX৮৫৫৩	হরিশ কুমার সিং	৭,১৪,৪০২.৮৪	০৭-০৩-২০২৫
৫১	XXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,২৫,৫৪৫.০০	০৭-০৩-২০২৫
৫২	XXXX৬৭৪০	খাদিজা কবিরা	৪,৪৩,৭৭৪.০০	০৭-০৩-২০২৫
৫৩	XXXX৬২২০	আদিত্য দত্ত	২,১৯,৩৪১.৭৭	০৭-০৩-২০২৫
৫৪	XXXX০৪৫৩	অর্চনা আগরওয়াল	৫,৩৭,৩১৭.০০	০৭-০৩-২০২৫
৫৫	XXXX২৭৪০	প্রসন্ত মজুমদার	১,৬১,৫২৫.৩৯	০৭-০৩-২০২৫
৫৬	XXXX৮৬২২	বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী	২,৭৯,০৭৬.০২	০৭-০৩-২০২৫
৫৭	XXXX১৭৩২	অঞ্জনা সিনহা	৪,৫১,৪২৯.৭৮	০৭-০৩-২০২৫
৫৮	XXXX৪১২৪	রাজেশ কুমার গুপ্তা	৩০,৪২০.৮১	০৭-০৩-২০২৫
৫৯	XXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪২,২৯৩.৯৫	০৭-০৩-২০২৫
৬০	XXXX০৫৯৯	শম্পা সেন	২০,১৫,৯৩৬.৭৫	০৭-০৩-২০২৫
৬১	XXXX৯২৭০	বিজয় কুমার ডালমিয়া	৯০.৯০	০৭-০৩-২০২৫
৬২	XXXX৭০৩৩	সৌমাভ হাজরা	৭,৫৯,২৮৫.৭৬	০৭-০৩-২০২৫
৬৩	XXXX০৪৩৯	সন্দীপ পল	১,৩৯,০৩৯.০০	০৭-০৩-২০২৫
৬৪	XXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৩,০৭৩.০৬	০৭-০৩-২০২৫
৬৫	XXXX৬৯৮০	ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী	৪২,২৩৭.৫১	০৭-০৩-২০২৫
৬৬	XXXX২৮৬০	কার্তিক প্রামানিক	১,৫৯,৭৮২.০৬	০৭-০৩-২০২৫
৬৭	XXXX০৬৬১	আনন্দ কুমার লাখোটিয়া	৩,৬৬,৩৯২.৮০	০৭-০৩-২০২৫
৬৮	XXXX১২৮১	বীণা জিতেন্দ্র সার্ভে	১৯,৯৫,৫৩৪.০১	০৭-০৩-২০২৫
৬৯	XXXX৮৩৫২	সুভম জৈন	১,৬১,৫৪৫.০০	০৭-০৩-২০২৫
৭০	XXXX৫৪২৪	গৌতম জৈন	১৯,৬৫,৬১৫.৭৫	০৭-০৩-২০২৫
৭১	XXXX০৭৮২	বাদশা মল্লিক	১,৭২,৮১০.০৩	০৭-০৩-২০২৫
৭২	XXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	৪,৬০,৫৩৮.৩৩	০৭-০৩-২০২৫
৭৩	XXXX১৫১৭	সুখেন মুখোপাধ্যায়	৯,৮১,২৫৫.৫০	০৭-০৩-২০২৫
৭৪	XXXX৯৯২১	কিরণ দেবী বাজাজ	৩,৮৪,৯৪২.০০	০৭-০৩-২০২৫
৭৫	XXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,৪৫,৬৫৬.৯৯	০৭-০৩-২০২৫
৭৬	XXXX৬৬৪২	দীপঙ্কর সেন	৬,২৫,০২৫.৪৫	০৭-০৩-২০২৫
৭৭	XXXX৪৬৫৭	পারমিতা মিত্র	২,৩২,৬০২.৬০	০৭-০৩-২০২৫
৭৮	XXXX৫৩৫৪	মনোরমা গুপ্তা	১৯,৯৫,৫২৭.১৪	০৭-০৩-২০২৫
৭৯	XXXX২৫৩০	অপূর্ব ডেব্রয়	৫,৪৩,২৭৩.০০	০৭-০৩-২০২৫
৮০	XXXX৩০৪৩	সুনীতা আগরওয়াল	১৭,৮৯,৪৬৭.৯০	০৭-০৩-২০২৫
৮১	XXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,০৩,৭৪০.৮২	০৭-০৩-২০২৫
৮২	XXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯২,২৭৫.২২	০৭-০৩-২০২৫
৮৩	XXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,২৮,৭৩৭.১০	০৭-০৩-২০২৫
৮৪	XXXX৬২৯৫	সুজিত দাস	৮৯,৫৫২.০০	০৭-০৩-২০২৫
৮৫	XXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধানী	১৪,৪১,৯৯৮.০০	০৭-০৩-২০২৫
৮৬	XXXX৫২৫৬	প্রসন্ত দত্ত	১,৭৪,১৫২.০৩	০৭-০৩-২০২৫
৮৭	XXXX৮৭৪১	অমিত মধুগড়িয়া	২,১৯,৪২০.৯১	০৭-০৩-২০২৫
৮৮	XXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১৪,৭৫৬.৯৮	০৭-০৩-২০২৫
৮৯	XXXX৪১২৫	সন্দীপন করনজাই	৭৩,৯৬৪.৮২	০৭-০৩-২০২৫
৯০	XXXX৬৯৩০	রাকেশ প্রসাদ গন্ড	১,৯৭,৯১৩.৭৪	০৭-০৩-২০২৫
৯১	XXXX৭০৮৪	বিপ্লব কুমার মিশ্র	৪৭,২৮৫.৮৬	০৭-০৩-২০২৫
৯২	XXXX৩৫২১	ক্যামেলিয়া দে	৭৫,৪৪৫.৯৯	০৭-০৩-২০২৫
৯৩	XXXX৬৫৭৪	মুরারি মোহন মহাপাত্র	১,১২,৫৪৬.৫৮	০৭-০৩-২০২৫
৯৪	XXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫৪২.০০	০৭-০৩-২০২৫
৯৫	XXXX৩৫৩২	দিব্যানী শর্মা	৫,৭১,২৪৩.৬৩	০৭-০৩-২০২৫
৯৬	XXXX২৪৬২	মিহির রঞ্জন সেন	২০,১৭,১৫৪.২২	০৭-০৩-২০২৫
৯৭	XXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	২০,১৫,৩১০.৯৯	০৭-০৩-২০২৫
৯৮	XXXX৫৯৩৬	নিরঞ্জন মল্লিক	৬,৮৫,৫৪৪.০০	০৭-০৩-২০২৫
৯৯	XXXX৯১৬০	মুকুল রঞ্জন দাস	৪,২৬,৭০৬.৩৩	০৭-০৩-২০২৫
১০০	XXXX৩৭২৯	বিদ্যাভূষণ সিং	৫,৫৮,১৫৪.৩৪	০৭-০৩-২০২৫
১০১	XXXX৯৩২৫	অংশু সাঙ্গানেরিয়া	১,৬৫,০৪৪.১১	০৭-০৩-২০২৫
১০২	XXXX২১৭১	দেশবন্ধু ঘোষ	২৫,৩৮০.৮৩	০৭-০৩-২০২৫
১০৩	XXXX৬৩২২	মনীষা আগরওয়াল	২,০০,৫৩৩.০০	০৭-০৩-২০২৫
১০৪	XXXX০২১৫	অর্ধেন্দু সেন	২০,১৬,৭৭৮.৫৯	০৭-০৩-২০২৫
১০৫	XXXX৮৭৪৯	বন্দিতা হাজরা	২,২৫,৪৮৫.৬৫	০৭-০৩-২০২৫
১০৬	XXXX৯৩৬৫	সুব্রত কুমার দত্ত	২,৬৫,০৪৯.২০	০৭-০৩-২০২৫
১০৭	XXXX৮৪৫১	ইরা গায়েন	৮৬,২৫৭.০০	০৭-০৩-২০২৫
১০৮	XXXX৭৬১২	অনিতা আগরওয়াল	২,৮২,৬৩৬.০০	০৭-০৩-২০২৫
১০৯	XXXX৫৩৪৮	সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়	২,৫৭,৫৫১.০০	০৭-০৩-২০২৫
১১০	XXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	১০,১৫,৫৫১.৫৪	০৭-০৩-২০২৫
১১১	XXXX৫৫৪৫	সিদ্ধার্থ দে	৩,৯৭,১০৭.০০	০৭-০৩-২০২৫
১১২	XXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৪০৬.০৭	০৭-০৩-২০২৫
১১৩	XXXX৩৭০৬	প্রণব কুমার সামন্ত	১,৯৫,২৮৫.৩৬	০৭-০৩-২০২৫
১১৪	XXXX৩৯০২	পৃথ্বীশ পাল	৪,২৫,০২৩.৯০	০৭-০৩-২০২৫
১১৫	XXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,০৩,২৫৪.০০	০৭-০৩-২০২৫
১১৬	XXXX১৯০২	রাধা দেবী পোদ্দার	৫,১২,৬৬৯.৫২	০৭-০৩-২০২৫
১১৭	XXXX৪৭৭০	সীমা সারাওগী	৭৯,৯৪৬.৬২	০৭-০৩-২০২৫
১১৮	XXXX৩১৮১	মণিকাঞ্চন পাল	২,৭১,৩৯৩.৭২	০৭-০৩-২০২৫
১১৯	XXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৬,৩৯০.০০	০৭-০৩-২০২৫
১২০	XXXX৯৮৩১	মঞ্জু সরফ	১৯,৬০,৭৭৩.০০	০৭-০৩-২০২৫
১২১	XXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯৬,৩২০.৫৩	০৭-০৩-২০২৫
১২২	XXXX৭৭১৯	সুব্রত মুখার্জী	৪,১৬,০৩১.০০	০৭-০৩-২০২৫
১২৩	XXXX২১৭০	নবনীতা গুহনিওগী	৪০০.৪৪	০৭-০৩-২০২৫
১২৪	XXXX৮৭০১	নিবেদিতা পাল	৩,৪৪,৮১৩.৯৬	০৭-০৩-২০২৫
১২৫	XXXX০১২১	শর্মিষ্ঠা রায় চৌধুরী	১৯,৫৭,৭৯৩.৫৯	০৭-০৩-২০২৫
১২৬	XXXX৫৩৭২	সুধীর কোনার	২,৩১,৩৬০.৪২	০৭-০৩-২০২৫
১২৭	XXXX৩৫৮৫	দেবাশিস কোনার	৪,৪৩,৪৬২.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১২৮	XXXX০৮৪৪	মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়	৮৯,৩৬৭.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১২৯	XXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৩,০৩০.৩৯	০৭-০৩-২০২৫
১৩০	XXXX৬৯৫৫	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	২,৯৫,২২৩.৫১	০৭-০৩-২০২৫
১৩১	XXXX৩৯৬০	প্রিয়াঙ্কা ঠাকর	১,৮৮৩.২২	০৭-০৩-২০২৫
১৩২	XXXX৯৫১৮	মনোজিৎ কুমার দাস	৮,৭৬,১৩১.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৩৩	XXXX৭৩৭৭	জগন্ময় বিশ্বাস	১,৭৩৯.৭৭	০৭-০৩-২০২৫
১৩৪	XXXX২৭৫১	শ্বেতা মহনসারয়া	৩,৭৪,২৮৭.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৩৫	XXXX২৫৩৭	রিম্পি সিকদার	৯,৮৬,৩১৮.১৪	০৭-০৩-২০২৫
১৩৬	XXXX৭৭৬৩	রঞ্জিতা শর্মা	১,৬০,৬৪৮.৫২	০৭-০৩-২০২৫
১৩৭	XXXX৯৫৮৬	নিতু পুগালিয়া	১,৮৮৩.২৩	০৭-০৩-২০২৫
১৩৮	XXXX৭৫৭১	মধুমিতা দত্তগুপ্ত	৩০,১১৭.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৩৯	XXXX২৬৮০	অতনু পণ্ডিত	৪,৯১,৮৭৮.৬৮	০৭-০৩-২০২৫
১৪০	XXXX৬৭৫২	শর্মিলা সিনহা	৯,৯৬,৩১২.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪১	XXXX০৭৪১	সুমন মুখোপাধ্যায়	২,৯৪,২১৭.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪২	XXXX৫৫২২	সুবীর দাস	১,০৩,৭৪৩.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪৩	XXXX৬২৬২	ফারহাত মাহজাবীন	২,৬২,৪৬৮.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪৪	XXXX০৫৬৩	টুম্পা সাহা	১,৮৮,৮৯০.৯৪	০৭-০৩-২০২৫
১৪৫	XXXX০৭৬৬	সৌভিক সরকার	৬,১৮,২৩৭.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪৬	XXXX৮৩৮১	নিরুপমা হালদার	২৬,০৬,৭১৪.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪৭	XXXX৮৪০৫	সতীব্রত হালদার	৪৩,২৯,৯৩৭.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪৮	XXXX৬৪৩১	বর্নালী সেন	৪,০৫,৯০৬.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৪৯	XXXX৫৬৫৫	প্রাজুক্তি মিত্র	১০,৩৫,৬০১.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৫০	XXXX৫০৭০	তিমির বারান হাজরা	৩,৩৩,৫৫১.৮২	০৭-০৩-২০২৫
১৫১	XXXX৭৪২৭	অঞ্জু ভট্টাচার্য	৯,০৮,৫৫৫.৬১	০৭-০৩-২০২৫

তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৫ স্বা /-
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

খাওয়া- দাওয়া

সবজি কাটার সময় যতটা সম্ভব খোসাসহ কাটতে হবে

রান্নার ঠিক আগে তাজা শাকসবজি বেছে নিয়ে পরিষ্কার জলেতে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর কাটতে হবে। কাটা শাকসবজি পুনরায় ধোয়া বা জলেতে রাখা যাবে না।
পরিষ্কার ও ধারালো দা বা বঁটি দিয়ে যতটা সম্ভব টুকরা বড় বড় ও সমান সাইজ করে কাটতে হবে। টুকরা ছোটবড় ও এবড়োখেবড়ো হলে পুষ্টি উপাদান বেশি নষ্ট হয়।
সবজি কাটার সময় যতটা সম্ভব খোসাসহ কাটতে হবে। কারণ, খোসার নিচেই বেশির ভাগ ভিটামিন থাকে। ছুরি বা বঁটি দিয়ে খোসা পুরু করে না কেটে ছিলে বা চেঁছে নিলে ভালো। এতে আঁশ পাবেন বেশি।
কাটার পর সঙ্গে সঙ্গে রান্না করতে হবে। যদি রান্না করতে দেরি হয়, তাহলে সবজিগুলো ঠান্ডা স্থানে ঢেকে রাখা উচিত।
ছোট মুখের গর্তযুক্ত পাত্রে শাকসবজি রান্না করা উচিত। ছড়ানো মুখের পাত্রে রান্না করলে বাতাসের অক্সিজেন সবজির সংস্পর্শে বেশি আসে, ফলে ভিটামিন বেশি নষ্ট হয়।
সেদ্ধ করার জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই জল ব্যবহার করতে হবে এবং প্রথমে জল ফুটিয়ে নিয়ে তাতে সবজি ছাড়লে তাতে খাদ্য উপাদান জারিত হয়ে কম নষ্ট হয়।
শাকসবজির সেদ্ধ করা জল কোনোমতেই ফেলা উচিত নয়। এ জল ডাল বা অন্য তরকারির সঙ্গে ব্যবহার করা অথবা শাকের সঙ্গেই শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে।
শাকসবজি বেশি তাপে অল্প সময়ে রান্না করা উচিত। এত বেশি সেদ্ধ করা উচিত নয়, যাতে গলে যায়। এতে বেশি পুষ্টি নষ্ট হয়।
শাকসবজির স্বাভাবিক রং বজায় রাখা এবং মাংস, ডাল ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ করার জন্য ক্ষারজাতীয় পদার্থ, যেমন সোডা ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এতে ভিটামিন সি ও বি নষ্ট হয়ে যায়।
কিছু কিছু শাকসবজি, যেমন ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, লেটুসপাতা, গাজর, মুলা, শসা ইত্যাদি কাঁচা খাওয়া ভালো। রান্নায় এগুলোর পুষ্টিগুণ কমে যায়। রান্নায় সামান্য ভিনেগার বা লেবুর রস ব্যবহার করলে ভিটামিন বি ও সি অনেকটা রক্ষা পায়। লোহা বা তামার পাত্রে রান্না না করে মাটির বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করা উচিত। কারণ, লোহা ও তামার সংস্পর্শে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়।

ছোলা ভুনা করে রান্না করলে পুষ্টিগুণ কমে যায়

ছোলা ছাড়া যেন ইফতার জমেই না। ছোলায় আছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। প্রতি ১০০ গ্রাম ছোলাতে আছে প্রায় ১৮ গ্রাম প্রোটিন, ৬৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৫ গ্রাম ফ্যাট, ২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৯২ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন এ। আর প্রচুর পরিমাণে আছে ভিটামিন বি১, বি ২, বি৬। এ ছাড়া ছোলায় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, খনিজ লবণ, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, কপার ও আয়রন রয়েছে। তবে ইফতারে যেভাবে আমরা তেলমসলা দিয়ে ছোলা রান্না করি, সেটি ঠিক স্বাস্থ্যসম্মত নয়। আসলে কোন খাবার থেকে কতটুকু পুষ্টিগুণ পাওয়া যাবে, সেটি কীভাবে রান্না বা পরিবেশন করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর

করে। ছোলা কাঁচা অথবা সেদ্ধ করে খাওয়া হলে সম্পূর্ণ পুষ্টিগুণ পাওয়া যায়। খাওয়ার আগে অবশ্যই ভিজিয়ে রাখতে হবে। না ভিজিয়ে দ্রুত সেদ্ধ করে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ছোলা কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর খেতে হবে। এতে করে ছোলায় যদি কোনো রাসায়নিক পদার্থ মেশানো থাকে, তা দূর হবে এবং জীবাণুমুক্তও হবে। ছোলা ভুনা করে রান্না করলে পুষ্টিগুণ কমে যায়। বরং সেদ্ধ ছোলার সঙ্গে শসা, টমেটো, চাটমসলা, সামান্য অলিভ অয়েল বা শর্ষে তেল মিশিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ইচ্ছা করলে টক দই বা লেবুর রসও যোগ করতে পারেন। অন্যদিকে ভেজানো ছোলার খোসা ছাড়িয়ে সামান্য লবণ, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা বা পুদিনাপাতা, লেবুর রস, আদা বা শসা মিলিয়ে খেতে পারেন। এতে প্রোটিনসহ বিভিন্ন ভিটামিন মিনারেলের চাহিদা পূরণ হবে।

কোন ছোলায় কী উপকার

সেদ্ধ ছোলার উপকারিতাঃ সেদ্ধ ছোলাতে বিদ্যমান প্রোটিন এবং ফাইবার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন ক্ষুধা হ্রাসকারী হরমোনের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। অনেকক্ষণ পেট ভরা রেখে ওজন কমাতে সাহায্য করে। এতে থাকা প্রচুর ফাইবারও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ছোলার গ্ল্যাইসেমিক ইনডেক্স কম। তাই ছোলা খেলে রক্তে সুগার বেড়ে যায় না। এর প্রোটিন ও ফাইবার দেহে শর্করার শোষণ ধীর গতির করে দেয়। এতে থাকা ভিটামিন বি, জিংক এবং ম্যাগনেশিয়াম টাইপ ২ ডায়াবেটিস ঝুঁকি কমায়। সেদ্ধ ছোলা সহজে হজম হয় এবং গ্যাস্ট্রিকের ঝুঁকি কমায়। ফাইবার হজমে সাহায্য করে। উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি মাংসপেশি গঠনে সাহায্য করে।

কাঁচা ছোলার উপকারিতাঃ নিয়মিত কাঁচা ছোলা খেলে ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকে। কাঁচা ছোলার আয়রন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন করে, এনিমিয়ার সমস্যা রোধ করে। এতে থাকা ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরির মাধ্যমে হজমে সহায়তা করে। কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। ছোলার বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ক্যানসার ও টিউমারের বৃদ্ধি রোধ করে। নিয়মিত কাঁচা ছোলা খেলে দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে। কাঁচা ছোলার ফোলেট, জেনেটিক সমস্যা প্রতিরোধ করে। ছোলার বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলসগুলো হাড়ের মিনারেল ঘনত্ব উন্নত করে এবং অস্টিওপরোসিস দূর করে। কাঁচা ছোলা বলিরেখা কমাতে সহায়ক। এর মেঙ্গানিজ বার্ধক্য রোধ করতে সাহায্য করে।

ভুনা ছোলার উপকারিতাঃ রান্না করা ছোলায় প্রচুর আঁশ পাওয়া যায়। মসলা যোগ করে ছোলা তেলে রান্না করলে ক্যালরির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই যাঁরা ক্যালরি বাড়াতে চান, তাঁদের জন্য এটি ভালো। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণ ও আলসার রোগীদের জন্য এটি উপযোগী নয়। এর অতিরিক্ত মসলা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।

কী পরিমাণ খাবেন

একজন সুস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম (প্রায় ১৪ কাপ) শুকনা ছোলা ভিজিয়ে খেতে পারবেন। ভিজিয়ে নেওয়ার পর ছোলার পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে আপনি যদি কোনো রোগে আক্রান্ত থাকেন, তাহলে কতটুকু ছোলা খেতে পারবেন এ বিষয়ে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিন। পুষ্টিকর খাবার বলেই যে ইচ্ছেমতো খাওয়া যাবে, তা নয়। বেশি পরিমাণে ছোলা খেলে পেট ফেঁপে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাধারণত মসলার রান্না করা ছোলার চেয়ে কাঁচা ছোলার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে। তাই রোজায় দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার পর কিংবা সকালে খালি পেটে কাঁচা ছোলা খেলে শক্তি পূরণ হয়। অন্যান্য উপকারগুলো ভালো পাওয়া যায়।

আলু উঠলেও দাম না পাওয়া যাওয়ায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে হুগলির চাষিদের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ মার্চঃ ক্ষোভ বেড়েছে আরামবাগ থেকে তারকেশ্বর, বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুর, রাজ্যের বড় অংশের চাষীদের মধ্যে। কখনও অকাল বৃষ্টিতে ডুবেছে জমি, কখনও শীতের খামখেয়ালিপনা, কখনও ডিভিসির জলে সমস্যা, এই মরসুমের শুরু থেকেই বারবার কোপ পড়েছে আলু চাষে। তবে অনেক জায়গাতেই ফলন ভাল হলেও দাম পাচ্ছেন না চাষীরা। আলু উঠলেও দাম না পাওয়া যাওয়ায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে চাষিদের মধ্যে। সরকার ৪৫০ টাকা (৫০ কেজি) বস্তা হিসাবে চাষিদের থেকে সহায়ক মরলে আলু কেনার কথা থাকলেও তাদের দেখা নেই। এমনটাই বলছেন চাষিরা। ফলে মাঠ থেকে তাঁরা ৭ টাকা কেজি প্রতি অর্থাৎ ৩৫০ টাকা বস্তা আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিকে আলু পচনশীল। মাঠ থেকে আলু তুলে বিক্রি করতেই হবে অথবা হিমঘরে পাঠাতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই। বিক্রি করলে দাম নেই, হিমঘরে রেখে 'ভাল দামের' অপেক্ষা করলেও গত কয়েক বছরে বারবার সেগুড়ে বালি দেখে হতাশায় চাষিরা। অন্যদিকে সব চাষিদের আবার হিমঘরের খরচ দেওয়ার মতো সামর্থ্যও নেই। ফলে মাঠ থেকেই যা দাম পাচ্ছেন তাতেই বস্তা বস্তা আলু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকেই। মহাজনি প্রথায় অথবা ধার দেনা করে আলু চাষ করেছেন কৃষকরা। কেউ আবার ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে করেছেন চাষ। আলু বীজ থেকে কীটনাশক রাসায়নিক সার, সবকিছুর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই চাপ বেড়েছে চাষিদের মধ্যে। এরইমধ্যে রাসায়নিক সারেরও কালোবাজিরর অভিযোগ সমানে এসেছে বারবার। যার ফলে আলু চাষের খরচ বিগত কয়েক বছরে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে বলে মত আলু চাষিদের। বিঘা প্রতি আলু চাষ করতে খরচ হচ্ছে ৩৩ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকা। সেখানে জমির সব আলু বিক্রি করলে পাওয়া যাচ্ছে ২২ থেকে ২৪ হাজার টাকা। ফলে চাষের খরচটুকুও ঘরে উঠছে না। অন্যদিকে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে কমছে ফলনও। আরামবাগ-তারকেশ্বরের চাষিরা জানাচ্ছেন এবার বিঘা প্রতি গড়ে ৬০ থেকে ৬৫ বস্তা পর্যন্ত আলুর ফলন হয়েছে। যা আগে আরও বেশি হতো। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদেরও সেই ভাবে মাঠে নামতে দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের সীমান্তগুলি বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা বাইরের রাজ্যে আলু পাঠাতে না পারায় তারাও সেইভাবে আলু কিনতে আগ্রহী নয়। আর যাঁরা কিনতে চাইছেন তাঁরা আবার চাইছেন সরকার যা দাম বেঁধে দিয়েছে তার থেকেও কম দামে আলু কিনতে। তাতেই চাপ বাড়ছে চাষিদের মধ্যে। এ বছর আবার গড় উৎপাদিত আলু কিনতে রাজি নয় ব্যবসায়ীরা। এ অভিযোগও করছেন অনেক চাষি। বাছাই করে বড় সাইজের আলোয় তারা কেবলমাত্র চাষিদের কাছ থেকে কিনছে। যার ফলে ছোট সাইজের আলু চাষের ঘরে থেকে যাচ্ছে। চাষিরা বলছেন অবস্থার বদলে সামগ্রিকভাবে সরকারের নজরদারি প্রয়োজন। দ্রুত পদক্ষেপ নিক সরকার। আরামবাগের এক চাষি বলছেন, ''চাষের খরচ তো কোনওভাবেই উঠছে না। কী আর করব। সরকার যদি বর্ডার সিল করে দেয় সেই ভয়ে ব্যবসায়ীরাও আলু কিনতে ভয় পাচ্ছে। ধার যা আছে তা সোনা-জমি বিক্রি করেই শোধ করতে হবে। কিন্তু, শোধ তো করতেই হবে। কারণ ধার তো নিয়েছি। আর তো কোনও উপায় দেখছি না।

Name Change
I, Abdul Mujid Mondal (old names) son of LUTFAR MONDALresiding at Vill.- Gobinda Pur, P.O.- Mahananda Para, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Parganas, pin-743251,West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL MAJID MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. ABDUL MAJID MONDAL(New Name) and ABDUL MUJID MONDAL(old names) all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Gaji Rahaman (Old name) w/o-Samsun Nahar Begum, resident at, Office Bagan Para, Po-Debagram, PS-Kaliganj, Dist-Nadia, 741137, I have changed my name to Gazi Rahaman Shaikh (New name) I shall be known as Gazi Rahaman Shaikh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 07/03/2025 Gazi Rahaman Shaikhand Gaji Rahaman same and one identical person.

Name Change
I, MD ERAZ MULLICK And IRAJ MOLLICK (Old Name) S/O HAZI MOTALIB MULLICK Residing at South Nibra Battala, P.O.- Nibra, P.S - Domjur, District - Howrah, Pin - 711409 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ERAZ MULLICK (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 26-12-2024. MD ERAZ MULLICK And IRAJ MOLLICK (Old Name) and ERAZ MULLICK (New Name) both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি
আমরা ১) আকবর সেখ, বাবর সেখ, উভয়ের পিতা মৃত রইসুদ্দিন সেখ, সাং-রাণীনগ, পোঃ দিয়াড় রানীনগর, থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজায় ৭২০৩ ও ৭২০৪ নং খতিয়ানে আমাদের নিজ নিজ নামে নথিভুক্ত ৮০৯ ও ৮১১ নং দাগে মোট ২৭.৫০ শতক সম্পত্তি গত ইংরেজি ২০২৪ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book I-12768 নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার সাদিকপুর নিবাসী আযাড়ি সেখের পুত্রদ্বয় নুরুল সেখ ও সামিরুল সেখ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

বিজ্ঞপ্তি
আমরা ১) আসরাফুল আলী ওরফে আসরাফ আলি, পিতা আলতাব হোসেন, ২) সারিফা বিবি, স্বামী-আসরাফুল আলী, উভয়ে সাং বানীপুর, পোঃ- মিয়াপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ৯২ নং দপ্তর মৌজায় ৪০ ৮২, ৬৫৭১ ও ৬৫৭০ নং খতিয়ানে আমাদের নিজ নিজ নামে নথিভুক্ত ২২৯ নং দাগে মোট ৪০.৬০ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৪ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book I-5900 নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার রঞ্জাপাড়া নিবাসী আলেক হোসেনের পুত্র সেখ আলাউদ্দিন বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

বিজ্ঞপ্তি
আমি মহম্মদ উস্তর আলি পিতা মৃত লুৎফল হক সাং ভৈরব টোলা পোঃ লবন চোয়া থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার অধীন ১১২ নং সাধুয়া মৌজায় ৩ নং খতিয়ানের ১৮১৬-১৯৮৯ নং দলিলে আমার খরিদা ৪৯ নং দাগে ৪৬ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৩ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book I-17275 নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার অত্র থানার বানীপুর নিবাসী আব্দুল হাকিম এর পুত্র ফারুক আহমেদ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নেই

Name Change
Sanjit Kumar Pakrey, S/0,- Basudeb Fakrey residing at Vill.& P. 0,-Khatul, P.S.-Goghat, Dist-Hooghly, W. B. 712 611, do hereby solemnly affirm and declare as follows that my actual name is Sanjit Kumar Pakrey Which has been written in my Aadhar Card being no.-9389 0871 8626. in my Driving Licence bearing no.-WB412011117710 my name has been written as Sanjit Kumar Pakre instead of Sanjit Kumar Pakrey by mistake.as declared before the Ntary public Arambagh, Sanjit Kumar Pakrey & Sanjit Kumar Pakre is one & the same identical person.

Name Change
I, Partha Sarathi Konar s/o Nepal Konar, residing at Vill.-Purba Krishnapur, P.S.- Arambagh, Dist.- Hooghly, W.B., Pin.-712415, my actual name is Partha Sarathi Konar, which has been corr -ectly written and recorded in my Voter ID card, being no.- ?? 2089159, Aadhaar card, being no.-6064 7861 3273,and PAN card being no.-AVMPK3437A. That in my Driving Licence, being no.-WB18 20060009546, there my name has been written as Partha Sarath Konar instead of my actual name Partha Sarathi konar by mistake. as declared before the Executive magistrate Arambagh, dated 09/03/2025. that Partha Marathi Konar and Partha Sarath Konar both the one and same identical person.

Name Change
I, Partha Sarathi Konar s/o Nepal Konar, residing at Vill.-Purba Krishnapur, P.S.- Arambagh, Dist.-Hooghly, W.B., Pin.-712415, my actual name is Partha Sarathi Konar, which has been corr -ectly written and recorded in my Voter ID card, being no.-KY 2089159, Aadhaar card, being no.-6064 7861 3273,and PAN card being no.-AVMPK3437A. That in my Driving Licence, being no.-WB18 20060009546, there my name has been written as Partha Sarath Konar instead of my actual name Partha Sarathi konar by mistake. as declared before the Executive magistrate Arambagh, dated 09/03/2025. that Partha Marathi Konar and Partha Sarath Konar both the one and same identical person.

Name Change
1. Sanjit Kumar Pakrey, S/0,- Basudeb Fakrey residing at Vill.& P. 0,-Khatul, P.S.-Goghat, Dist-Hooghly, W. B. 712 611, do hereby solemnly affirm and declare as follows that my actual name is Sanjit Kumar Pakrey Which has been written in my Aadhar Card being no.-9389 0871 8626. in my Driving Licence bearing no.-WB412011117710 my name has been written as Sanjit Kumar Pakre instead of Sanjit Kumar Pakrey by mistake.as declared before the Ntary public Arambagh, Sanjit Kumar Pakrey & Sanjit Kumar Pakre is one & the same identical person.

Name Change
I, FATEMA BIBI(old names) D/O : ABUL HOSEN MONDAL & W/O: ABDUL. MAJID MONDAL residing at Vill.- Gobinda Pur, P.O.- Mahananda Para, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as FATEMA BIBI MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. FATEMA BIBI MONDAL(New Name) and FATEMA BIBI(old names) both are same and one identical person.

Name Change
I,MST KONIKA AKTAR,WIFE OF MD HALIM ALI,RESIDING AT NO 146,SADARPUR, NORTH 24 PARGANAS - 700126,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KONIKA AKTAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2025.THAT MST KONIKA AKTAR AND KONIKA AKTAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Bishwanath Naskar (Old Name) son of Panchanan Naskar, residing at 12/4, BRIJI ROAD, PURBAPARA, GARIA, SRIRAMPUR, SOUTH 24 PGS- 700084, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Biswanath Naskar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Biswanath Naskar (New Name) and Bishwanath Naskar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sabra Begum Jamil Sayyed (Old Name) wife of Jamil Ahmed Sayyed, residing at A WING 603 SAI VIKAS BUILDING SAI BABA NAGAR MIRA ROAD EAST,MAHARASTRA-401107, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sabra Begum Sayyed (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Sabra Begum Sayyed (New Name) and Sabra Begum Jamil Sayyed (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mandira Sikder (Old Name) daughter of Rabindra Nath Sikdar, residing at Vill.- Thakur Pally, P.O.- Bongaon, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mandira Sikdar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Mandira Sikdar (New Name) and Mandira Sikder (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mira Sikder (Old Name) daughter of Pulin Bihari Biswas, residing at Thakur Pally, Bongaon, Baduria, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mira Sikdar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Mira Sikdar (New Name) and Mira Sikder (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Abdul Rahman Halder (Old Name) son of Ibrahim Halder, residing at V-68, S. A. Farooque Road, P.O.- Bartala, Kolkata- 700018, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rahaman Halder (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Abdur Rahaman Halder (New Name) and Abdul Rahman Halder (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mozammel Hossain (Old Name) son of Tossadduque Hossain Molla, residing at S-64, Murry Road, P.O.- Bartala, P.S.- Metiabruz, Kolkata- 700018, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mozammel Hossain Molla (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Mozammel Hossain Molla (New Name) and Mozammel Hossain (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Paul George Xavier (Old Name) son of Leo Xavier, residing at 3B,Dilshad Manzil 15, Pan Bagan Lane, P.O. & P.S.- Entally, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Paul Xavier (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Paul Xavier (New Name) and Paul George Xavier (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Danien Mondal (Old Name) son of Late Isaak Mondal, residing at Gazdhar Bandh, P.O. & P.S.- Santacruz, Pin- 400054, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Daniel Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Daniel Mondal (New Name) and Danien Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ranjit Hari (Old Name) son of Panna Hari, residing at 1/66, Ghosh Bagan Lane, Cossipore, Kolkata- 700002, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Shaw (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Ranjit Shaw (New Name) and Ranjit Hari (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Kamal Prakash Tiwari S/O Shiv Prasad Tiwari, declare that my child previously called name Nandan (old name), residing at 197 Flat Complex, Kumarchak, P.O.- Khanjanchak, P.S.- Durgachak, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721602, West Bengal, INDIA, have changed my son name and he shall henceforth be known as Vishal Tiwari (new name) as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Haldia, dated 07/03/2025. Vishal Tiwari (new name) and Nandan (old name) both are same and one identical person.

দুই দিনের শুঁটকি মাছের ওপর চিত্র প্রদর্শনী হলো সুন্দরবনের বকখালিতে

দুরন্ত বার্তা,বকখালি, ৯ মার্চঃ শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা নামখানা ব্লকের বকখালি উপকূলবর্তী এলাকাতে একটি অসাধারণ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হলো। প্রদর্শনীটি চলবে দুদিন আট এবং নয় মার্চ। পাঁচজন চিত্র সাংবাদিক এই প্রদর্শনীর আয়োজক। ফিতে কেটে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লেখক অপূর্ব কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় এর গবেষক ড. শান্তনু বেরা, লন্ডনের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামল বিশ্বাস, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, ডিআরএফআর নিখিল ভূঁইয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ বর্মন, উপস্থিত ছিলেন কলকাতা রেডিও এর প্রযোজক রাজ্যেশ্বর সাহা সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই প্রদর্শনীকে ঘিরে এলাকার মানুষদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রদর্শনটি একেবারে বালুকা বেলায় রাখা হয়েছে। মূলত শুটকি প্রোসেসিং কি ভাবে হয়, তার সরঞ্জামের উপরে আলোকচিত্র গুলো প্রদর্শনী করা হয়েছে। এবং চারপাশ বাঁশের ব্যারিকের দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। চারপাশে রাখা হয়েছে সচেতনতামূলক কিছু পোস্টার। অসংখ্য আলোকচিত্র দিয়ে প্রদর্শনীর পুরো জায়গাটাকে মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রদর্শনীর মূল বিষয় ছিল শুটকি মাছ। তার সংরক্ষণ, তার প্রক্রিয়াকরণ, কিভাবে এই মাছ শুধু বকখালি নয়, শুধু শংকরপুর নয়, গোটা ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী অঞ্চলে কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। এবং তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে পথ দেখায়। তাঁদের আরো সমৃদ্ধির পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সেটাই এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য।

প্রদর্শনী উদ্যোক্তা অর্ণব মিত্র, সৈকত রায়, এবং সোমনাথ নাইয়া ও শুভদীপ বিশ্বাসরা বলেন আজকের দিনটি আমাদের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত! শুঁটকি - প্রদর্শনী সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বকখালি সৈকতে, যেখানে মুক্ত আকাশের নিচে ছবির ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে শুঁটকি শিল্পের গভীর বাস্তবতা ও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের জীবনসংগ্রাম। স্থানীয় মৎস্যজীবী, পর্যটক এবং শিল্পপ্রেমীদের উষ্ণ সমর্থন আমাদের প্রদর্শনীকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। প্রতিটি ছবিতে ধরা পড়েছে সমুদ্রের নোনা বাতাস, শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম ও জীবনসংগ্রামের কাহিনি।এই সাফল্য আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করছে ভবিষ্যতে সমাজের উপেক্ষিত গল্পগুলো তুলে ধরতে। আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ সকল দর্শক, সহযোগী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি, যাঁদের সমর্থন আমাদের এই প্রয়াসকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রদর্শনীতে শুঁটকি তৈরির বিভিন্ন উপকরণও সুনিপুণভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল, যা দর্শকদের জন্য অভিজ্ঞতাকে আরও দৃষ্টিনন্দন ও তথ্যবহুল করে তুলেছে। আমাদের সঙ্গেই থাকুনঅজানা গল্প তুলে ধরার এই যাত্রায়।

শ্রীরামপুরের দুয়ারেই এবার তৃণমূল নেতা রাজিব বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি,৯ মার্চঃ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা। গত একুশের নির্বাচনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে সাংসদ কল্যাণ আর ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীবের মধ্যেই কোন্দল রাজনৈতিক মহলে চর্চিত হয়েছে। যাঁর মুখে 'হাইব্রিড নেতা' নেতা বলে কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল। সেই শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারেই এবার তৃণমূল নেতা রাজিব বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা করলেন, জড়িয়ে ধরলেন একে অপরকে! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ সবই জানান দিচ্ছে ছাব্বিশের নির্বাচনের সাংগঠনিক ব্লু প্রিন্টের বিষয়টি! একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে কাদা ছোড়াছুড়ির নজির। রবিবার, ছুটির সকালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন রাজিব। সঙ্গে ছিলেন প্রবীর ঘোষালও। কল্যাণ বললেন, ''রাজীব বলল, ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। আমি বললাম, দিদি যখন তোমায় দলে নিয়েছে, আমি কেন কিছু বলব! একুশের নির্বাচনের আগে দল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন রাজীব। বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন। কিন্তু জয় অধরাই ছিল। পরে রাজীব ফের তৃণমূলে ফেরেন। কিন্তু রাজীবকে নিয়ে কল্যাণের একাধিক মন্তব্য বারবার ইন্ধন জুগিয়েছে বিতর্কের। রাজীব তৃণমূলে ফেরায় তাঁর বিরুদ্ধে ডোমজুড়ের একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ পোস্টারিং হয়েছে। 'টপ টু বটাম কোরাপ্টেড' থেকে শুরু করে 'হাইব্রিড নেতা', 'আমি সব পারেতেই আছিভাসিয়ে দিয়ে ডিঙা'-এহেন শব্দবন্ধে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার বিঁধতে দেখা গিয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এসবের মাঝে রাজীবের ঘরওয়াপসির জল্পনা শুরু হয়। তখনও কল্যাণকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ''রাজীবের ভ্যালু ইজ় জিরো, সেটা আমরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর ওকে নিয়ে কী উপকারিতা হবে, অপকারিতা হলে সেটা ওপরের নেতা সিদ্ধান্ত নেবে। দিদি তো স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, গদ্দারদের দলে নেওয়া হবে না। সেই গদ্দারের প্যারামিটার কী, সেটাও দিদিই ঠিক করবেন!

বহড়ুতে দীর্ঘ ৪০ বছর পর একক ভাবে সমবায়ের জয় পেল তৃনমূল

জয়নগর, ৯ মার্চঃ বিধানসভা ভোটের আগে শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের জয়ের ধারা অব্যাহত। এবার তৃনমূল বিরোধী জোটকে পরাজিত করে এই প্রথম সমবায় সমিতিতে একক ভাবে ক্ষমতায় এলো তৃনমূল কংগ্রেস বহড়ুতে। রবিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে জয়নগর থানার বহড়ু সমবায় সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বহড়ু গালর্স হাইস্কুলে। মোট ৪৯ টি আসনে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধীরা ১৯ টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। সবকটিতেই বিরোধী জোটের প্রার্থীরা পরাজিত হয়। এদিন এই জয়ের পরে ৪৯ জন জয়ী প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লকের তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জয়হিন্দ বাহিনীর জেলার সহ সভাপতি রাজু লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন বিজয়ী প্রার্থীদের সাথে নিয়ে বিজয়ীর সার্টিফিকেট নিতে বহড়ু সমবায়ে যান বিধায়ক। তিনি এদিন বলেন এই জয় মা মাটি মানুষের জয়। এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়,এই জয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দীর্ঘ ৪০ বছর পর তৃনমূল এখানে একক ভাবে ক্ষমতায় এলো। উন্নয়ন দেখে সিপিএম এস ইউ সির হাত থেকে এলাকার মানুষ তৃনমূলের হাতে তুলে দিলো ক্ষমতা। আমরা মানুষের পাশে থেকে এলাকার কাজ করবো সমবায়ের মধ্যে দিয়ে। এদিন জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস বলেন,এই বিপুল জয় আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমাদের বাড়তি অক্সিজেন জোগালো। দীর্ঘ দশ বছর পর এখানে ভোট হলো এদিন। আগামীতে এই ৪৯ জনের মধ্যে থেকে ১২ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে।

কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কেটে সাফ করার অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৯ মার্চঃ আবার সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ চুরি। রাতের অন্ধকারে ম্যানগ্রোভ কেটে সাফ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো কুলতলি বিধানসভার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আর এই ঘটনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুললো স্থানীয় মানুষজন। তবে এই দুর্নীতির সাথে বন দপ্তরের কর্মীরাও এর সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে অভিযোগ। তবে এই অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস প্রশাসনের। কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জে হোম স্টের সুবিধার্থে ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাদের বক্তব্য এই মাতলা নদীর এই জায়গা ভাঙন প্রবণ এলাকা । মাঝেমধ্যেই এই জায়গা ভেঙে জল ঢুকে যায় গ্রামে। ভাঙন রুখতে বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের প্রচেষ্টায় ও সরকারি উদ্যোগে এখানে গাছ লাগিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারাই। সেই সমস্ত গাছ কেউ বা কারা নির্বিচারে রাতের অন্ধকারে কেটেছে বলেঅভিযোগ। গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছিল। সবাই সেখানে ব্যস্ত ছিল।আর সেই সুযোগে এই সমস্ত গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরাসকালে উঠে দেখেন একটাও গাছ নেই। এই ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ হোম স্টে থেকে বসে নদী দেখার জন্য নির্বিচারে কাটা হয়েছে ম্যানগ্রোভ। অভিযোগ একটি হোম স্টের কতপক্ষের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে হোম স্টে কর্তৃপক্ষ।তবে এই ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল বিরোধীদের। তবো পুরোবিষয়টি তদন্ত করে খতিয়ে দেখার আশ্বাস প্রশাসনের পক্ষ থেকে । এই বিষয়ে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ শাহাজাদ শেখ জানান এই বিষয়ে তদন্তের জন্য বনদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। কেউ যুক্ত থাকলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গলায় ফাঁস লাগা অবস্থায় দেহ উদ্ধার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ মার্চঃ রবিবার সকাল আটটা নাগাদ গলসি থানার পুরন্দরগড় গোরস্থানে গাছে হাত বাধা গলায় গামছার ফাঁস অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করলো গলসি থানার পুলিশ। মৃত মহিলার নাম সজনী মুর্মু (৩০)। গলসি থানার কলাবাঁধ গ্রামে তার বাড়ি। তার বিয়ে হয়েছিল পোতনায়। তার স্বামী বাইরে কাজ করার জন্য সে তার বাপের বাড়ি কলাবাঁধ গ্রামে তিনটি শিশুকে নিয়ে থাকতো। কিছুদিন যাবত এলাকার একটি রাইস মিলে সে কাজ করতো বলে জানান এলাকাবাসী। এলাকার বাসিন্দা জফর মন্ডল জানান ওই আদিবাসী মহিলার উপর শারীরিক অত্যাচার করে হয়তো তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

দেশ-বিদেশ

ভারতীয় রেলওয়েতে নিরাপত্তা, পরিচালনা এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব সমস্ত নারীদের কাঁধে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে, ভারতীয় রেলওয়ে জাঁকজমক, উৎসাহ এবং গর্বের সাথে উদযাপন করেছে, নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি তার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে। মহিলা কর্মীদের অবদান, কঠোর পরিশ্রম এবং কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ট্রেন পরিচালনাকারী মহিলা লোকো পাইলট, স্টেশন ব্যবস্থাপনা, টিকিট কাউন্টার, টিকিট পরিদর্শন, আন্তর্জাতিক স্তরের খেলাধুলা, প্রকৌশল, অথবা রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন যাই হোক না কেন - ভারতীয় রেলওয়েতে মহিলা কর্মীরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্ব এবং নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছেন।মহিলা ট্রেন পরিচালনাএই বিশেষ উপলক্ষে বেশ কয়েকটি ট্রেন সম্পূর্ণ মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে সাইনগর শিরডি পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সম্পূর্ণ মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। দিল্লিতে, সফদরজং রেলওয়ে স্টেশন থেকে একটি সম্পূর্ণ মহিলা মালবাহী ট্রেন চালু করা হয়েছিল। একইভাবে, কেএসআর বেঙ্গালুরু-মহীশুরু মালগুডি এক্সপ্রেস এবং মাইসুরু-জয়পুর এক্সপ্রেসও বেঙ্গালুরু বিভাগের মহিলারা পরিচালনা করেছিলেন। এছাড়াও, ঝাঁসি বিভাগের ভোপাল-বিলাসপুর এক্সপ্রেস এবং বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসও মহিলা রেলওয়ে কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।স্টেশন পরিচালনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ শিয়ালদহ স্টেশনে, 'মাতৃভূমি লোকাল' (মহিলা বিশেষ রক্ষক) ট্রেন সম্পূর্ণ মহিলারা পরিচালনা করেছিলেন। গোরক্ষপুর জংশনের ব্যবস্থাপনাও মহিলারা পরিচালনা করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে, মাতুঙ্গা স্টেশন এবং রাজস্থানে, গান্ধীনগর রেলওয়ে স্টেশনও সম্পূর্ণ মহিলারা পরিচালনা করেছিলেন। তদুপরি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার বিভাগ ঘোষণা করেছে যে কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন সম্পূর্ণ মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে। মহিলা কর্মীদের সম্মাননা বিভিন্ন রাষ্ট্র জুড়ে মহিলা লোকো পাইলট, ট্রেন ব্যবস্থাপক, টিকিট চেকিং কর্মী এবং অন্যান্য মহিলা কর্মীদের সম্মাননা জানানো হয়েছে।

তারকেশ্বর

ভোটার কার্ড যাচাই করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে তৃণমূল নেতারা

শুভঙ্কর দে, তারকেশ্বর, ৯ মার্চ ঃ ভুতুরে ভোটার ধরতে কমিটি গড়ে মাঠে নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু, সেখানেও রক্ষা নেই। ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে চাপানউতোরের অন্ত নেই। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভোটার কার্ড যাচাই করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে তৃণমূল নেতারা। চাঞ্চল্য তারকেশ্বরে। এক ওয়ার্ডের ভোটার, ভোট দিতে হয় অন্য ওয়ার্ডে, পরিষেবা-সহ একাধিক সমস্যা জর্জরিত তারকেশ্বর পৌরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডের হাজার হাজার বাসিন্দা। ভুয়ো ভোটার ধরতে তারকেশ্বরে বড় কর্মসূচি নেয় তৃণমূল। শনিবার সকাল থেকেই তারকেশ্বর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে ভোটার কার্ড যাচাই করতে যান তৃণমূল নেতারা। কিন্তু, কর্মসূচি শুরু হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় জনতার বিক্ষোভ। ১৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪ টি ওয়ার্ডের বড় অংশের বাসিন্দাদের অভিযোগ ভোটের সময় তাঁদের ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না তাঁরা। ভোট দিতে হয় অন্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনে। তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা এক, আর ভোটার তালিকার ঠিকানা অন্য। তাতেই চরম সমস্যায় তারকেশ্বরের হাজার হাজার মানুষ। অভিযোগ স্থায়ী বাসিন্দা আর ভোটার লিস্টে থাকা ঠিকানা এক না হওয়ার কারণে পৌর পরিষেবা বা কোনও শংসাপত্রের প্রয়োজন সমস্যায় পাতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। কারণ, কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিনের শেষে তাঁদের পরিষেবা দেবেন তা নিয়েই রয়েছে ধোঁয়াশা। এলাকার লোকজনের দাবি, এই ' নতুন নয়, চলছে ২০১৫ সাল থেকে। কিন্তু কেন এই সমস্যা? মূলত একটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট জনসংখ্যার বিচারে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এবার একটি ওয়ার্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যে ওয়ার্ডে জনসংখ্যা কম সেখানে আগের ওয়ার্ডের বাড়তি বাসিন্দাদের ভোটার হিসাবে ঢোকানো হয়েছে বলে খবর। আর এখানেই তৈরি হয়েছে জট। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ২০১৫ সাল থেকে তারকেশ্বর পৌরসভাজুড়ে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শুরু হয়েছে এই ভোটার বিভ্রাট। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁদের সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না কমিশন। তাঁদের দাবি, শুধুমাত্র পৌর ভোটেই নয়, বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনেও অন্য ওয়ার্ডে গিয়ে তাঁদের ভোট দিতে হয়। আর এই সমস্যার কথা তুলে ধরেই এদিন তাঁরা তৃণমূল নেতাদের দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তবে সমস্যা যে রয়েছে তা মানছেন কাউন্সিলররা। তাঁরা নিজেরাও বিভ্রান্ত। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের উপরতলা থেকে নিচতলা, সব মহলে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

বিহারের কল্যাণের জন্য এনডিএ-কেই ভরসা করে জনগণঃ নিত্যানন্দ রাই

পাটনা, ৯ মার্চ ঃ বিহারের জনগণ এনডিএ-র উপর ভরসা ও বিশ্বাস করে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। তাঁর মতে, বিহারের কল্যাণের জন্য এনডিএ-কেই ভরসা করে জনগণ। রবিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, যার ওপর জনগণের সমর্থন থাকে, তিনিই সরকার গঠন করেন। বিহারের মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। বিহারের কল্যাণের জন্য তাঁরা এনডিএ-র উপর আস্থা রাখেন। জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদী, নীতিশ কুমারের উপর আস্থা রাখেন।

লুধিয়ানায় বহুতল কারখানা ভেঙে মৃত এক, ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক

লুধিয়ানা, ৯ মার্চ ঃ পঞ্জাবের লুধিয়ানায় বহুতল কারখানা ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এছাড়াও ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হওয়া ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পঞ্জাবের লুধিয়ানার ফোকাল পয়েন্ট বহুতল কারখানা ভেঙে পড়ে। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়, অন্তত ৬ জন শ্রমিক ভিতরে আটকে ছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করা হয়। কিন্তু, ওই ৬ জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আচমকা হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে বহুতল ওই কারখানাটি। ধসের ফলে আশপাশের এলাকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাও। এনডিআরএফ কর্মীরা ৬ জনকে উদ্ধার করলেও, একজনকে বাঁচানো যায়নি। রবিবার সকালেও ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারকাজ চলছে।

গ্যাস পাইপলাইনে লিকেজে থেকে আগুন, আন্ধেরিতে আহত ৩ জন

মুম্বই, ৯ মার্চ ঃ গ্যাস পাইপলাইনে লিকেজ থেকে আগুন লাগল মুম্বইয়ের আন্ধেরির মারোল এলাকায়। আগুনের লেলিহান শিখায় একটি গাড়ি, বাইক ও রিক্সা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের নিকটবর্তী ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এডিএফও এস কে সাওয়ান্ত বলেছেন, শনিবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা আগুন লাগার বিষয়ে জানতে পারি। যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে, এখানে বিএমসি-র কাজ চলছে। এই ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আন্ধেরি (পূর্ব) এলাকার তক্ষশীলার একটি গুরুদ্বারের কাছে শ্রী-ই-পাপ্তাব সোসাইটির রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়া মহানগর গ্যাস লিমিটেডের পাইপলাইনে লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এই আগুনের ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও একটি গাড়ি, একটি বাইক ও একটি রিক্সা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। রবিবার ভোররাত ১.৩৪ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেলে দমকল।

স্ত্রীকে পড়াশোনা বন্ধ করতে চাপ দেওয়া স্বামীর নিষ্ঠুরতাই পরিচয় ঃ মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্ট

৯ মার্চ ঃ জোর করে স্ত্রীর পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া স্বামীর নিষ্ঠুরতারই পরিচয়। এক মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টের। উচ্চ আদালত জানিয়ে দিল, এটা আসলে স্ত্রীর স্বপ্নকে ধ্বংস করার শামিল। হাই কোর্টের ইন্দোর বেঞ্চে শুনানি ছিল এক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার। বিচ্ছেদ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। তিনি জানান, ২০১৫ সালে সাজাপুরে ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এর ঠিক আগেই তিনি দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করেছেন। চেয়েছিলেন আরও পড়তে। কিন্তু বিয়ের পর সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন স্বামী। শ্বশুরবাড়ি থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাঁর পড়াশোনা। এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি ওই মহিলা। তিনি পৈতৃক বাড়িতে ফিরে এসে ডিভোর্সের মামলা রুজু করেন। কিন্তু নিম্ন আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। বরং তাকে স্বামীর সঙ্গে সংসারজীবন কাটানোরই পরামর্শ দেয় বিচারক। এহেন রায় মানতে না পেরে এরপরই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। এদিন হাই কোর্ট জানিয়েছে, এটি একটি এমন বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা যেখানে আবেদনকারী ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে স্বামীর থেকে আলাদা থাকেন। ভবিষ্যতেও মিটমাটের সম্ভাবনা নেই। সেই সঙ্গেই বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, এটা সত্যি যে, ২০১৫ সালের ১ মে বিয়ের পর থেকে ১০ বছর, আবেদনকারী এবং বিবাদী ২০১৬ সালের জুলাই মাসে মাত্র তিন দিন একসঙ্গে ছিলেন। সেই দিনগুলিতে স্ত্রীর অভিজ্ঞতা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। এবং এর পর থেকে তারা আর কখনও একসাথে থাকেননি। এরপরই আবেদনকারীর স্বামীর ভর্ৎসনা করে আদালত বলে, স্ত্রীকে পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য করা অথবা এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবেন না, এটা বৈবাহিক জীবনের একেবারে শুরুতেই তাঁর স্বপ্ন ধ্বংস করার সমতুল।

ফের চাকরির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্না দিলেন এসটিজিটি উত্তীর্ণ বেকাররা

আগরতলা, ৯ মার্চ ঃ ফের চাকরির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্না দিলেন এসটিজিটি উত্তীর্ণ বেকার যুবক যুবতীরা। আইন শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে এ ডি নগর পুলিশ মাঠে নিয়ে যায়। চাকরিপ্রার্থীরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন জানিয়েছেন। আন্দোলনকারী এক চাকরিপ্রার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে তাঁরা এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বসে আছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না। যদিও রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের এসটিজিটি শিক্ষক পদে প্রচুর সংখ্যায় শূন্যপদ রয়েছে। কিন্তু, কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিয়োগ করা হচ্ছে না। চাকরিপ্রার্থীরা আরও জানিয়েছেন, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক সংকটের কারণে পঠন পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলগুলিতে শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন করছে ছাত্রছাত্রীরা। তারপরও সরকার নিয়োগ করছে না। তাছাড়া এসটিজিটি উত্তীর্ণ অনেকেই আছেন বয়সোত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। আর কোন চাকরির সুযোগ পাবেন না। তাই অবিলম্বে এসটিজিটি উত্তীর্ণ সবাইকে একসাথে চাকরি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। শনিবার দুপুরে আচকমা চাকরিপ্রার্থীরা প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানার ও প্রেকার্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি সামনে নীরব আন্দোলন করতে গেলে সেখানে কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মীরা বিষয়টি পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। সাথে সাথে প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থী বেকার যুবক যুবতীদের গ্রেফতার করে বাসে তুলে এ ডি নগর পুলিশ মাঠে নিয়ে যায়।

১০ মার্চ শুরু হিমাচল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, চলবে ১৬-দিন

শিমলা, ৯ মার্চ ঃ হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে সোমবার, ১০ মার্চ। ১০ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৬-দিন চলবে হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, শেষ হবে ২৮ মার্চ। সোমবার রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লার ভাষণের মাধ্যমে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু আগামী ১৭ মার্চ বাজেট পেশ করবেন এবং আলোচনার পর ২৬ মার্চ তা পাস হবে। বাজেট অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সে জন্য ইতিমধ্যেই শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন অধ্যক্ষ কুলদীপ পাথানিয়া।

গোয়ায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা, আর্দ্রতার পূর্বাভাস গুজরাট ও কর্নাটকে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ গোয়া ও সৌরাষ্ট্রে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ২-৩ দিন গোয়া ও সৌরাষ্ট্র ছাড়াও কোঙ্কন ও কচ্ছেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এই মর্মে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আইএমডি আরও জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন গুজরাট, কর্নাটক উপকূল, কেরল ও মাহে-তে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, সোমবারের পর থেকে পাঁচ দিন জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, বালতিস্তান, মুজাফফরাবাদ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও বাড়বে গরম।

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে বন্দি ১৬ দিন, উদ্ধারকাজ এখনও জারি

হায়দরাবাদ, ৯ মার্চ ঃ তেলেঙ্গানায় ধসে পড়া সুড়ঙ্গে ১৬ দিন ধরে বন্দি। সুড়ঙ্গের ভিতরে এখন আটকে রয়েছেন ৮ জন শ্রমিক। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে, হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে। সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। নানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু এখনও শ্রমিকদের সঠিক অবস্থান জানা সম্ভব হয়নি। এমনকি তাঁদের কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আশা ছাড়ছেন না উদ্ধারকারীরা। রবিবারও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে।

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
স্মারক নং-ইইএমএস/এনআইটি/ডিভ-২/১৬/ইই-II/২৪-২৫ তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৫
ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (২য় কল)
হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এলাকার অধীনে সিমেন্ট কংক্রিট (আরসিসি) দ্বারা বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত কার্য ই-টেন্ডারের মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক), এইচএমসি একই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-টেন্ডার ওয়েবসাইট EE-II/ বিভাগ https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডি-2025_MAD_823244) থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৫.০৩.২০২৫ বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৯৬(৩)/২৪-২৫ সচিব
০৭.০৩.২৫ হাওড়া পৌরনিগম

গোরক্ষপুর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত হবে নতুন জাতীয় সড়ক! বড় ঘোষণা

লখনউ, ৯ মার্চ ঃ একটা সময় উত্তরপ্রদেশকে বলা হত 'ল্যান্ডলকড স্টেট'। অর্থাৎ এমন এক রাজ্য যার অন্য রাজ্যের সঙ্গে সংযোগের দিকটি একেবারেই প্রতিকূল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশ এখন নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠেছে। উন্নয়নকে 'পাখির চোখ' করে এগোতে চাইছেন যোগী। আর তারই ফলশ্রুতি গোরক্ষপুর থেকে শিলিগুড়ি ও বারাণসী থেকে কলকাতা পর্যন্ত নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণের ঘোষণা। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সমীক্ষা অনুসারে, পরিকাঠামো নির্মাণ খাতে ব্যয় করা অর্থ উত্তরপ্রদেশের মোট জিডিপির প্রায় ২.৫ থেকে ৩ গুণ 'রিটার্ন' আনে। সেই কারণেই এমন ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ফলে রাজ্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের মানবসম্পদ ও বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের দিক থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্য হিসেবে উত্তরপ্রদেশকে গড়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যোগী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই 'ল্যান্ডলকড স্টেট'-এর চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করে উত্তরপ্রদেশকে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের একটি মডেলে পরিণত করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরী সম্প্রতি লখনউয়ে এসেছিলেন। আর তখনই তিনি গোরক্ষপুর থেকে শিলিগুড়ি ও বারাণসী থেকে কলকাতা পর্যন্ত নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণের ঘোষণা করেন। জানান, ৭৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলি ওই অঞ্চলের সড়ক পরিবহনের ব্যাপক উন্নতির পাশাপাশি আর্থিক বৃদ্ধিও ঘটাবে। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে ইতিমধ্যেই ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে। নির্মাণাধীন রয়েছে ৭টি। এছাড়াও আগামিদিনে আরও বহু প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে।

বালোচিস্তানে খতম কুলভূষণ অপহরণের মাস্টারমাইন্ড,আইএসআই-এর চরকে মারল কারা?

৯ মার্চ ঃ আবার পাকিস্তানে খতম ভারতের শত্রু। শুক্রবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলিতে বালোচিস্তানের তুরবাতে মৃত্যু হল মৌলবাদী নেতা নেতা মুফতি শাহ মিরের। আইএসআইএর চর তথা কুলভূষণ অপহরণের মাস্টারমাইন্ড ছিল এই মুফতি। তার মৃত্যু পাকিস্তানে শোকের ছায়া ফেললেও ভারতের কাছে যা স্বস্তির। সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুক্রবার স্থানীয় একটি মসজিদে রাতের নামাজ সেরে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল মুফতি। সেই সময় অজ্ঞাতপরিচয় কিছু দুষ্কৃতী হামলা চালায় তার উপর। গুরুতর আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় এই মৌলবাদী নেতার। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পাক পুলিশ। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল মুফতি। বালোচিস্তানের বিদ্রোহীদের সম্পর্কে গোপন খবর পাচার করত সে। যার জেরে আগেও দুবার তার উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়। তবে দুবার বেঁচে গেলেও শনিবার মৃত্যু হল তার। ২০১৬ সালের ৩ মার্চ গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন অফিসার কুলভূষণ যাদবকে গ্রেপ্তার করেছিল পাক সেনা। এই গ্রেপ্তারির নেপথ্যেও মুফতির হাত ছিল বলে মনে করা হয়। ভারতের দাবি ছিল, ইরান থেকে অপহরণ করা হয় কুলভূষণকে। তারপর বালোচিস্তানে বিদ্রোহীদের মদত দেওয়ার মতো মিথ্যা গল্প সাজায় পাকিস্তান। ইরান থেকে কুলভূষণকে অপহরণের পিছনে হাত ছিল এই মুফতির। এখানেই শেষ নয়, বালোচিস্তানে আইএসআইয়ের নির্দেশে মানব পাচারের ব্যবসা চালাত। মাদক ও অস্ত্রপাচারেও হাত ছিল তার। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে ভালোমতো যোগাযোগ ছিল মুফতির। পাক জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশ করাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত অভিযুক্ত। বালুচিস্তানে বিদ্রোহীদের দমন সেনাকে সাহায্য ও আইএসআইয়ের নির্দেশে আফগানিস্তানে গিয়ে তাদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড়। করেছিল অভিযুক্ত। এহেন মুফতির মৃত্যু আইএসআইয়ের কাছে বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

নাগপুরে পতঞ্জলি ফুড ও হার্বাল পার্কের উদ্বোধন

নাগপুর, ৯ মার্চ ঃ মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রবিবার পতঞ্জলি ফুড ও হার্বাল পার্কের উদ্বোধন করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাদনবিস ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরী। এই উপলক্ষ্যে নাগপুরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে যোগগুরু বাবা রামদেবও উপস্থিত ছিলেন। পতঞ্জলি খাদ্য ও ভেষজ পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি বলেন, আমাদের আচার্য রামদেব বাবা, যিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং এর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

দিল্লিতেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে 'মহিলা সমৃদ্ধি' ঘোষণা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ ঃ দিল্লিতেও বাংলার লক্ষীর ভাণ্ডারের অনুকরণ করল বিজেপি। সদ্য ক্ষমতায় এসেই রেখা গুপ্তর সরকার ঘোষণা করল 'মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা'। তাতে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা অনুদান দেওয়ার। অবশ্য আগেই এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। অবশেষে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল গেরুয়া শিবির। ২০২১ সালে বিধানসভার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে লক্ষীর ভাণ্ডারের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে বারবার তাঁকে আক্রমণ করেছে বিজেপি। কিন্তু সেই প্রকল্পকেই অনুকরণ করতে দেখা গিয়েছে তাদের। কেবল বিজেপি নয়, অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যেও সেই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। এবার সেই পথে হাঁটল দিল্লিও। এদিন রেখা গুপ্তকে বলতে শোনা গিয়েছে, আজ নারী দিবস। আমাদের মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থির হয়েছে মহিলাদের ২৫০০ টাকা তুলে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা এবার শুরু হবে। এই যোজনা পূরণ করতে জেটে ৫১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্রুতই নাম নথিভুক্ত করা শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির নির্বাচনের আগে ভোট-প্রতিশ্রুতিতে মহিলাদের মাসিক ভাতার কথা বলেছিল আপও। ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত মহিলাকে মাসে এক হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছিল আপ সরকার। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'মহিলা সম্মান যোজনা'। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে আপ জিতলে মহিলাদের মাসিক ভাতা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন কেজরি। নির্বাচনী লড়াইয়ে মহিলাদের মন পেতে আপকে টক্কর দিয়ে নয়া প্রকল্পের ঘোষণা করে কংগ্রেসও। যেখানে মাসিক ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। নয়া এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'প্যেয়ারি দিদি' যোজনা। এরপরই বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ঘোষণা করেন, দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। একইসঙ্গে তাঁরা বিনামূল্যে পাবেন এলপিজি সিলিন্ডার।

দুগ্ধজাত পণ্যে চাপবে ২৫০ শতাংশ শুল্ক! কাঠেও একই হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে

৯ মার্চ ঃ 'শুল্ক যুদ্ধে' ফের কানাডাকে লাল চোখ দেখালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হুঁশিয়ারি দিলেন, কানাডার দুগ্ধজাত পণ্যে এবার চাপানো হবে ২৫০ শতাংশ শুল্ক। শুক্রবার হোয়াইট হাউস থেকে এই হুঁশিয়ারি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুধু দুগ্ধজাত পণ্য নয়, কানাডা থেকে আমদানি করা কাঠেও একই হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। যা বাণিজ্যিক বিশেষজ্ঞদের মতে কানাডার উপর বিরাট চাপে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাদা বাড়ির অধীশ্বর হওয়ার পরই মার্কিন শুল্কনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকার যারা আমাদের উপর শুল্ক চাপাবে, তাদেরও সমপরিমাণ শুল্কের বোঝা বইতে হবে। সেই পথে হেঁটে ইতিমধ্যেই শুল্কের বোঝা চাপানো হয়েছে, চিনের উপর। কানাডা, মেক্সিকোর উপর শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিলেও তা আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। এরই মাঝে শুক্রবার হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্প বলেন, কাঠ ও দুগ্ধজাত পণ্যে বছরের পর বছর ধরে বিপুল শুল্ক চাপিয়ে কানাডা আমাদের নিংড়ে নিচ্ছে। এ বার কানাডা শুল্ক না কমালে আমরা সমপরিমাণ শুল্ক চাপাব। এই শুল্ক এখনই ধার্য হতে পারে, আবার সোম বা মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করাও হতে পারে। উল্লেখ্য, কানাডার দুগ্ধজাত পণ্য ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ নীতি রয়েছে ট্রুডো প্রশাসনের। কয়েক দশক ধরে সেই মতোই চলছে বাণিজ্য। ২০২০ সালে ট্রাম্পের জমানাতেই আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষর হয়। সে চুক্তি অনুযায়ী, আমেরিকা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধজাত পণ্য কানাডাতে রপ্তানি করতে পারবে। তার বেশি দুগ্ধজাত পণ্য যদি আমেরিকা রপ্তানি করে সেক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপানো হয়। কানাডার শুল্কের হার ২০০ থেকে ২৫০ শতাংশ পর্যন্ত চলে যায়। কানাডার এই নীতির পাল্টা এবার সমপরিমাণ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। উল্লেখ্য, চিনের বেশ কিছু পণ্যের উপর সম্প্রতি ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। একইসঙ্গে কানাডা ও মেক্সিকোর উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে অবশ্য সেই সিদ্ধান্তের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি হলেও চিনকে রেহাই দেওয়া হয়নি। এদিকে পাল্টা চিনও শুল্ক যুদ্ধে নেমে পড়েছে। বেজিংয়ের তরফে মার্কিন পণ্যের উপর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানোর কথা বলা হয়েছে চিনের তরফে। আগামী ১০ মার্চ থেকে কার্যকর হবে এই নয়া নীতি।

সিরিয়ায় দু'দিনে অশান্তির আগুনের বলি হাজারেরও বেশি

আলেপ্পো, ৯ মার্চ ঃ রণক্ষেত্র সিরিয়া। প্রেসিডেন্ট আসাদের অনুগামীদের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা আধিকারিকদের সংঘাতে দু'দিনে মৃত্যু হয়েছে হাজারের বেশি মানুষের। গত ৮ ডিসেম্বর পতন হয় বাশার আল-আসাদের সরকারের। তারপরও নেভেনি অশান্তির আগুন। ফের তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। ৫০ বছর ধরে পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির ক্ষমতার রাশ ধরে রেখেছিল আসাদ পরিবার। ২০০০ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হন বাশার আল আসাদ। কিন্তু জনগণের রোষে পড়তে শুরু করে ২০১১ সালে। আরব বসন্তের হাওয়ায় উত্তাল হয়ে ওঠে মরুদেশটি। আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে একনায়ক হঠাও, গণতন্ত্র ফেরাও স্লোগানে। শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ। আসাদকে গদিচ্যুত করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহীদের যৌথমঞ্চ 'সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস' (এসডিএফ)। কুর্দ বাহিনী পিপলস প্রোটেকশন ইউনিটের (ওয়াইপিজি) নেতৃত্বে আরম্ভ হয় এক অসম যুদ্ধ। লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে শুরু করে আমেরিকা। পাশাপাশি আসাদের হয়ে আসরে নামে ইরানের

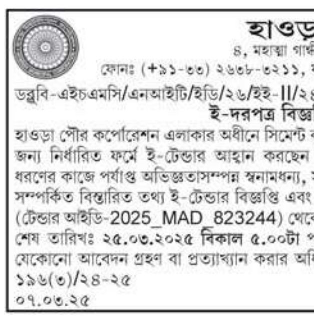

মদতপুষ্ট হেজবোল্লা, রাশিয়া। সেই থেকেই গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত হতে শুরু করে সিরিয়া। শুরুর দিকে লড়াইয়ে অন্যতম প্রধান শহর আলেপ্পো হাতছাড়া হলেও, ২০১৬ সালে তা পুনরুদ্ধার করে আসাদ বাহিনী। যদিও পাল্টা মার দিতে শুরু করে বিদ্রোহীরা। ৮ ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় আসাদ বাহিনী। ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালান গদিচ্যুত প্রেসিডেন্ট। তিনি রাশিয়ায় রয়েছেন। কিন্তু আসাদ না থাকলেও তাঁর অনুগামীরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এই সংঘাতের বলি হতে হচ্ছে সাধারণ নাগরিকদেরও। জানা যাচ্ছে, গত বৃহস্পতিবার থেকে ৭৪৫ জন সিরিয়ার সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে নতুন প্রশাসনের ১২৫ জন সরকারি ও নিরাপত্তা আধিকারিকেরও প্রাণ গিয়েছে। পাল্টা আঘাতে অন্তত ১৪৮ জন অনুগামী মারা গিয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে পথে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে মৃতদেহের স্তূপ। কোথাও জল নেই। কোথাও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। বিশেষ ভাগ মানুষই লুকিয়ে রয়েছেন বাড়িতে। রাস্তায় রাস্তায় বন্দুকধারীদের দাপাদাপি। এলাকায় ঢুকে বাড়ি লক্ষ্য করে গুলিও চালাচ্ছে তারা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি একেবারেই অগ্নিগর্ভ।

আর্কাদাগের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসী কোচ ব্রুজো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে তুর্কমেনিস্তানের এফসি আর্কাদাগের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ০-১ গোলে পরাজয়ের পর সেমিফাইনালে ওঠার লড়াই কঠিন হয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো তাঁর দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে আত্মবিশ্বাসী এবং পরবর্তী ম্যাচগুলোতে টানা তিনটি জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমরা

অনেকদিন ধরেই টানা তিনটি ম্যাচ জয়ের কথা বলছি, কিন্তু সেই সম্ভাবনার কাছে পৌঁছেও ফেরত আসতে হয়েছে। এবার সেই সম্ভাবনা রয়েছে। দলকে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। ফর্মে আছে।" তবে এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে আক্রমণাত্মক কৌশল গ্রহণ করে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে চান অস্কার। তিনি বিশ্বাস করেন, এই কৌশল প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করবে এবং তাদের রক্ষণ ও আক্রমণের মধ্যে সমন্বয় করতে সমস্যায় ফেলবে। অস্কার ব্রুজোর এই আত্মবিশ্বাস এবং কৌশলগত পরিকল্পনা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। দলটি যদি এই পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে ইতিবাচক ফলাফল অর্জন সম্ভব।

ভারতই চ্যাম্পিয়ন

বদলার ম্যাচে জয় রোহিতদের

দুবাই, ৯ মার্চঃ বদলার ম্যাচ। প্রতিশোধের ম্যাচ। ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের বদলা। সেদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় ক্রিকেট দল পারেনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে নাইরোবি থেকে দেশে ফিরতে হয়েছিল। সেই প্রতিশোধ নিলেন রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানি। দুবাই থেকে অবশ্যই তারা মাথা উঁচু করে দেশে ফিরবে। মাথা উঁচু করে ফিরবেন রোহিত শর্মাও। ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপের পর ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাবও জিতল ভারত। ফাইনাল ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া ৪ উইকেটে হারাল কিউয়ি ব্রিগেডকে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার টিম ইন্ডিয়া আইসিসি খেতাব জয় করল। পাশাপাশি তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাব জিতল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ইতিপূর্বে ২০০২ সালে এবং ২০১৩ সালে জয়লাভ করেছিল ভারত। তবে এই জয়ের রাস্তাটা ভারতের কাছে খুব একটা মসৃণ ছিল না। শেষপর্যন্ত ৬ বল বাকি থাকতে ভারত এই ম্যাচে জয়লাভ করেছে। ম্যাচ যত শেষের দিকে এগিয়ে আসছিল, টিম ইন্ডিয়ার জন্য ততই পরিস্থিতি কঠিন হতে শুরু করে। তবে শেষবেলায় রবীন্দ্র জাদেজা নায়ক হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যাট থেকে জয়সূচক শট বেরিয়ে আসে। তবে রাহুলও নিজের দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করলেন। টস জিতে নিউজিল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিল। ৭ উইকেট হারিয়ে তারা ২৫১ রান তোলে। জয়ের জন্য ভারতের সামনে দরকার ছিল ২৫২ রান। শুরুটা বেশ ভালই করেছিলেন রোহিত শর্মা এবং শুভমান গিল। প্রথম উইকেটে ১০৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ওঠে। এটাই ভারতের জয়ের ভিত মজবুত করে দিয়েছিল। রোহিত শর্মা ৮৩ বলে ৭৬ রানের একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন। ৬২ বলে ৪৮ রান করলেন শ্রেয়স আইয়ার। তবে কেএল রাহুল আসল কাজটা করে দিলেন। তিনি ৩৩ বলে ৩৪ রান করলেও শেষপর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার হালটা ধরে রাখলেন এবং শেষপর্যন্ত টিম ইন্ডিয়াকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। ভারতীয় দল এরকম চাপের মুহূর্ত থেকে এই টুর্নামেন্টে অনেক ম্যাচই বের করেছেন। এই ম্যাচেও সমস্যা হল না। অক্ষর প্যাটেল, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া ছোট ছোট জুটি গড়েন। হার্দিক আউট হলে জাডেজা। ভারতের ব্যাটিং গভীরতা অনেক। শেষ অবধি রাহুলের সঙ্গে জাডেজার জুটিতে ম্যাচ ফিনিশ। বাউন্ডারিতে উইনিং রান জাডেজার ব্যাটে। এক ওভার বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে জয় ভারতের।

মরসুমের শেষ দ্বৈরথে ব্ল্যাক প্যান্থার্সদের প্রতিপক্ষ শেররা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ মার্চঃ ১০ মার্চ কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএলে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে এই মরসুমের নতুন দল মহামেডান এসসি। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। দুই দলই চলতি মরসুমে প্রথম ছয়ের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে বিদায় নিয়েছে প্লে-অফ থেকে। বর্তমানে তারা যথাক্রমে ২৩ ম্যাচে ২৭ এবং ১২ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে। পাঞ্জাব এফসি এবং মহামেডান এসসি দুই দলই আইএসএলে দ্বিতীয় এবং ঘরের মাঠের ম্যাচের মধ্যে ৬ ম্যাচে গোল করতে পারেনি। কিন্তু তাদের শেষ চার ম্যাচে একাধিক গোল হজম করেছে। তারা এখনও আইএসএলে কোনো ঘরের মাঠে জয় পায়নি, যা তাদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্জাব এফসি এবং মহামেডান এসসির মধ্যে একমাত্র আইএসএল ম্যাচে পঞ্জাব এফসি ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল। মহামেডান এসসির অন্তর্বর্তী কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াদু মরসুমে শেষ ম্যাচে সাফল্য

প্রথমবারের মত সুযোগ পেয়েছিল। যদিও পাঞ্জাব কোচ প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের অধীনে মরসুমের শুরুতে শক্তিশালী প্রদর্শন করেছে, তবে তারা পরবর্তীতে খারাপ পারফর্মেন্সের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে, মহামেডান এসসি তাদের প্রথম আইএসএল মরসুমে অনেক কিছু শিখেছে এবং তারা নিজেদের পারফরম্যান্সে কিছু উন্নতি দেখিয়েছে। তবে সিজনের প্রথম পর্বে কলকাতার তৃতীয় প্রধানকে ২-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছিল লুকা মাজসেনরা। পঞ্জাব এফসি সর্বশেষ অ্যাওয়ে ম্যাচে হায়দরাবাদ এফসিকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করেছে এবং ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তারা নিজেদের আইএসএল ইতিহাসে তিনটি জয়ের স্ট্রিক চালু করেছে। অন্যদিকে মহামেডান এসসি ১১ লাভের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, "এটি মরসুমের শেষ ম্যাচ, তাই অবশ্যই আমরা জয়ের জন্য লড়াই করতে চাই। আমরা এই সিজনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি, তবে এই ম্যাচের মাধ্যমে আমরা ভক্তদের কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই।" পঞ্জাব এফসি কোচ প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিস তার দলের গত ম্যাচে ভালো খেলার প্রশংসা করে বলেন, "খেলোয়াড়রা ভালো বল পজিশন ধরে রেখে হায়দরাবাদ এফসিকে আমাদের গোলের কাছে আসতে দেয়নি, কিছু প্যাটার্ন অনুসরণ করার মাধ্যমে এবং উচ্চ প্রেসিংয়ের মাধ্যমে।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মরসুমের শেষ ম্যাচে পঞ্জাব এফসি এবং মহামেডান এসসি কোন দল শেষ হাসি হাসবে? এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১০ মার্চ পর্যন্ত।

সান সিরোয় 'দুর্ঘটনা এড়িয়ে' ট্রেবলে চোখ ইন্টার মিলানের

মিলান, ৯ মার্চঃ তবে খেই হারায়নি ইন্টার। মরিয়া পারফরম্যান্সে বিরতির আগেই একটি গোল শোধ করে দেয় তারা, গোলটি করেন অস্ট্রিয়ান ফরোয়ার্ড মার্তো আর্নাউতোভিচ। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ায় ইন্টার। তাতে ফলও মেলে। ৬৪তম মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান তুরস্কের মিডফিল্ডার হাকান চালহানাউলু। ১৩ মিনিট পর প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে জয়ের পথে এগিয়ে যায় ইন্টার। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আপাতত শীর্ষস্থান মজবুত হয়েছে ইন্টারের। ২৮ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। এক ম্যাচ কম খেলা নাপোলি ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে। সেরি আর পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইতালিয়ান কাপে শিরোপা লড়াইয়েও আছে ইন্টার। ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ফেইনুর্ডের মাঠে ২-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে তারা। আর আগামী এপ্রিলে ইতালিয়ান কাপের সেমি-ফাইনালে এসি মিলানের মুখোমুখি হবে দলটি। মুনসার বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে দারুণ জয়ের পর স্কাই স্পোর্টসে চালহানাউলু বলেন, ট্রেবলে চোখ রেখে ধাপে ধাপে এগোচ্ছেন তারা। "আমরা কোনো দলকে হালকাভাবে দেখি না, সব প্রতিপক্ষই ভালো। শেষ পর্যন্ত আমরাই আধিপত্য দেখিয়েছি, সবকিছু চেষ্টা করেছি এবং জিততে পেরে খুশি। কোচের মানসিকতা ঠিক

আছে, আমরা ট্রেবল জেতার চেষ্টা করব। এটা লম্বা মরসুম, ধাপে ধাপে এগোতে হবে।" ইন্টারের হয়ে ২০১০ সালে ট্রেবল জয়ের অভিজ্ঞতা আছে আর্নাউতোভিচের। সেবার ইতালিয়ান ক্লাবটিতে ধারে খেলতে এসেছিলেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে যদিও মাঠে নেমেছিলেন কেবল তিন ম্যাচে। সেবারের ট্রেবল জয়কে তাই নিজের সাফল্য ভাবতে পারছেন না আর্নাউতোভিচ। তবে আরও একবার সেই স্বাদ পেতে চান তিনি। "আমি যখন একজন ভক্ত ছিলাম, তখন ইন্টার প্রথম ট্রেবল জিতেছিল। তখন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, এটা আমার জন্য গর্বের। কিন্তু ওই সাফল্যকে আমি নিজের মনে করি না, কারণ হয়তো আমি দুই বা তিনটি ম্যাচ খেলেছিলাম। এখন আমি এখানে। সহজ হবে না জেনেও আমরা সবকিছু জেতার চেষ্টা করছি। (মুনসার বিপক্ষে) প্রথম ২৫ মিনিটে (৩২তম ও ৪৪তম মিনিটে গোল হজম করে) আমরা ২-০ গোলে পিছিয়ে ছিলাম, এরপর আমাদের কাজটা করেছি, সমর্থকরা সমর্থন দিয়েছে। এই জয়ে আমরা খুব খুশি। তবে কাজ শেষ হয়ে যায়নি, কারণ চ্যাম্পিয়নশিপ এখনও অনেক দূরের পথ।" দলটির ডিফেন্ডার ইয়ান বিসেকও বিশ্বাস করেন, আরেকটি ট্রেবল জিততে পারেন তারা। "শতভাগ সম্ভব। আমরা এখনও সব প্রতিযোগিতায় শিরোপার লড়াইয়ে আছি। ধাপে ধাপে এগোতে হবে, মনোযোগী থাকতে হবে, তারপরে দেখা যাক কী হয়।"

পাকিস্তানের গালে 'সপাটে চড়'

পিএসএল-এর চুক্তি বাতিল করে আইপিএল-এ তারকা প্লেয়ার

কেপটাউন, ৯ মার্চঃ ক্রিকেট মাঠে ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে যেমন লড়াই রয়েছে, তেমনই লড়াই রয়েছে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে। বিসিসিআই ও পিসিবির মধ্যে বরাবরই লড়াই থাকে। সেই লড়াইটা গিয়ে পড়েছে টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের মধ্যে। আইপিএল ও পিএসএলের মধ্যে সময় নিয়ে বরাবরই একটা লড়াই চলে। কারণ আইপিএলে যে ভাবে প্রথম সারির বিদেশিরা আসেন, সেই বিদেশিরা পিএসএলে আসেন না। এ বার ফের সেই লড়াইয়ে বাজিমাত করল আইপিএল। পিএসএলের চুক্তি ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সই করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার করবিন বস। মেগা নিলামে এ বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ডান হাতি পেসার লিজাড উইলিয়ামসকে সই করিয়েছিল। কিন্তু তিনি চোট পেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় এ বার দলে নেওয়া হলো করবিন বসকে। অতীতে বস রাজস্থান রয়্যালসে ছিলেন রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে। কিন্তু তিনি প্রথম একাদশে থেকে এখনও একটিও ম্যাচ খেলেননি। তিনি এ বার আইপিএলে নামবেন পাকিস্তানের চুক্তি ফিরিয়ে। তিনি আসন্ন পাকিস্তান সুপার লিগে পেশোয়ার জালমিতে সুযোগ পেয়েছেন। পাকিস্তান সুপার লিগে তিনি সুযোগ পাওয়ার

পর আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সুযোগ পেলেন। ফলে তাঁকে এ বার পিএসএলের চুক্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ পাকিস্তান সুপার লিগ হবে এপ্রিল থেকে মে মাসে। আইপিএল চলবে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। ফলে কোনও প্লেয়ারের পক্ষে দুই দেশের লিগে খেলা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে পিএসএলের চুক্তি ফেরানো ছাড়া আর রাস্তা নেই করবিন বসের। তিনি আইপিএলে এ বার অভিষেক করতে চললেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। তিনি টি২০-তে এমআই কেপটাউন দলের সদস্য। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এমআই কেপটাউনের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। সেই দলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, ১১টি উইকেট নিয়েছিলেন। তিনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিয়ে তাঁর টি২০-র সতীর্থ রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন।

গুজরাট টাইটান্সে সহকারি কোচ হিসেবে ফিরলেন ম্যাথু ওয়েড

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ম্যাথু ওয়েড আইপিএল ২০২৫-এর জন্য গুজরাট টাইটান্স-এ ফিরে এসেছেন। তবে এবার খেলোয়াড় হিসেবে নয়! সহকারী কোচ হিসেবে। আজ রবিবার, ৯ মার্চ ২০২৫, এই খবরে গুজরাট টাইটান্সের সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ৩৭ বছর বয়সী এই প্রাক্তন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান দলের সাপোর্ট স্টাফে যোগ দিয়েছেন, যেখানে ইতিমধ্যে আছেন প্রধান কোচ আশিস নেহরা, ব্যাটিং কোচ পার্থিব প্যাটেল, এবং সহকারী কোচ আশিস কাপুর ও নরেন্দ্র নেগি। ম্যাথু ওয়েড গত অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তার ১৩ বছরেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটে। তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২২৫টি ম্যাচ খেলেছেন। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি গুজরাট টাইটান্সের হয়ে দুই মরশুমে ১২টি ম্যাচে অংশ নিয়ে ১৬১ রান করেছিলেন। এবার তিনি কোচিংয়ের ভূমিকায় দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তরুণ খেলোয়াড়দের দিকনির্দেশনা দেবেন। ম্যাথু ওয়েড অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনটি টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন। তার সবচেয়ে স্মরণীয় সাফল্য আসে ২০২১ সালে, যখন তিনি দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়াকে তাদের প্রথম টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপ শিরোপা জিততে সাহায্য করেন। সেই টুর্নামেন্টে তিনি সহ-অধিনায়কের ভূমিকায় ছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তার ১৭ বলে অপরাজিত ৪১ রানের ঝড়ো ইনিংস তার ক্যারিয়ারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। এই ইনিংস অস্ট্রেলিয়াকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছিল, যেখানে তারা নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপা জিতে। টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েড ৩৬টি ম্যাচ খেলে ১,৬১৩ রান করেছেন। তার গড় ছিল ২৯.৮৭, এবং তিনি চারটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন। তার সর্বোচ্চ স্কোর ১১৭, যা তিনি ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওভালে পঞ্চম অ্যাশেজ টেস্টে করেছিলেন। ওয়ানডেতে তিনি ৯৭ ম্যাচে ৮৩ ইনিংসে ১,৮৬৭ রান করেন, গড় ২৬.২৯, একটি সেঞ্চুরি এবং ১১টি হাফ-সেঞ্চুরি সহ। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে ৯২ ম্যাচে ১,২০২ রান করেছেন, গড় ২৬.০৩ এবং স্ট্রাইক রেট ১৩৪.১৫। এই ফরম্যাটে তার সর্বোচ্চ স্কোর ৮০ এবং তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। গুজরাট টাইটান্সে ওয়েডের ফিরে আসা দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ২০২২ সালে আইপিএল শিরোপা জয়ের পর থেকে

এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়ে আসছে। আশিস নেহরার নেতৃত্বে দলটি তরুণ এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মিশ্রণে সাফল্য অর্জন করেছে। ওয়েডের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে তার উইকেটকিপিং এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দক্ষতা, দলের তরুণদের জন্য শিক্ষণীয় হবে। তিনি জস বাটলার, কুমার কুশাগ্র এবং অনুজ রাওয়াতের মতো উইকেটকিপারদের গাইড করতে পারবেন। একটি সূত্র জানায়, ম্যাথু ওয়েডের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি চাপের মুখে পারফর্ম করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তার কোচিং দলের তরুণ খেলোয়াড়দের মানসিক দৃঢ়তা এবং কৌশলগত দিকে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। ওয়েড নিজেও তার নতুন ভূমিকায় উৎসাহী। তিনি বলেন, "গুজরাট টাইটান্সের সঙ্গে আমার সময় দারুণ কেটেছে। এবার কোচ হিসেবে ফিরে এসে দলকে সাহায্য করতে পেরে আমি আনন্দিত।" গুজরাট টাইটান্স আইপিএল ২০২৫-এর জন্য একটি শক্তিশালী দল গড়েছে। ব্যাটারদের মধ্যে রয়েছেন শুভমান গিল (রিটেন), সাই সুদর্শণ (রিটেন), রাহুল তেওয়াতিয়া (রিটেন) এবং শেরফেন রাদারফোর্ড। উইকেটকিপার হিসেবে জস বাটলার, কুমার কুশাগ্র এবং অনুজ রাওয়াত রয়েছেন। অলরাউন্ডারদের তালিকায় আছেন রশিদ খান (স্পিন রিটেন), ওয়াশিংটন সুন্দর (স্পিন), এম শাহরুখ খান (স্পিন রিটেন), মহিপাল লোমরর (স্পিন), নিশান্ত সিন্ধু (স্পিন), আরশাদ খান (পেস), জয়ন্ত যাদব (স্পিন), গ্লেন ফিলিপস (স্পিন) এবং করিম জানাত (পেস)। স্পিনার হিসেবে মানব সুতার এবং সাই কিশোর, এবং ফাস্ট বোলার হিসেবে কাগিসো রাবাদা, মোহাম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণ, জেরাল্ড কোয়েটজি, গুরনূর ব্রার, ইশান্ত শর্মা এবং কুলবন্ত খেজরোলিয়া দলে রয়েছেন। এই দলটি ব্যাটিং, বোলিং এবং অলরাউন্ডিংয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। শুভমান গিলের নেতৃত্বে এবং রশিদ খানের স্পিনে দলটি শক্তিশালী। ওয়েডের কোচিং এই দলের কৌশলগত দিক আরও উন্নত করতে পারে, বিশেষ করে বড় ম্যাচে চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে। ম্যাথু ওয়েডের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা গুজরাট টাইটান্সের জন্য মূল্যবান হবে। তিনি ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিনিশারের ভূমিকায় দারুণ পারফর্ম করেছিলেন। তার এই দক্ষতা দলের তরুণ ব্যাটসম্যানদের, যেমন সাই সুদর্শণ এবং রাহুল তেওয়াতিয়াকে, শেষ ওভারগুলোতে কার্যকরভাবে খেলতে শেখাতে পারে। উইকেটকিপিংয়ে তার অভিজ্ঞতা জস বাটলারের মতো তারকার পারফরম্যান্সকেও উন্নত করতে সাহায্য করবে। ক্রিকেট বিশ্লেষকরা মনে করেন, ওয়েডের যোগদান দলের কোচিং স্টাফকে আরও শক্তিশালী করবে। একজন বিশ্লেষক বলেন, "ওয়েডের আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা এবং চাপে পারফর্ম করার ক্ষমতা তাকে একজন আদর্শ কোচ করে তুলেছে। গুজরাট টাইটান্সের তরুণ দল এই অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে।" গুজরাট টাইটান্স ২০২২ সালে তাদের প্রথম আইপিএল শিরোপা জিতেছিল এবং ২০২৩ সালে ফাইনালে পৌঁছেছিল। ২০২৫ সালে তারা আবারও শিরোপার দাবিদার হিসেবে মাঠে নামবে। শুভমান গিলের নেতৃত্বে এবং রশিদ খান, কাগিসো রাবাদা এবং মোহাম্মদ সিরাজের মতো তারকাদের উপস্থিতিতে দলটি শক্তিশালী। ওয়েডের কোচিং এই দলকে কৌশলগতভাবে আরও পরিপক্ক করতে পারে। ৯ মার্চ ২০২৫-এ ম্যাথু ওয়েডের গুজরাট টাইটান্সে সহকারী কোচ হিসেবে ফেরার খবর আইপিএল ভক্তদের জন্য উসাহের। তার অভিজ্ঞতা এবং ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তা দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আইপিএল ২০২৫-এ গুজরাট টাইটান্স কীভাবে পারফর্ম করে, তা দেখার জন্য সমর্থকরা মুখিয়ে রয়েছে। ওয়েডের নতুন ভূমিকা দলের দ্বিতীয় শিরোপা জয়ের স্বপ্নকে আরও কাছে নিয়ে আসতে পারে।

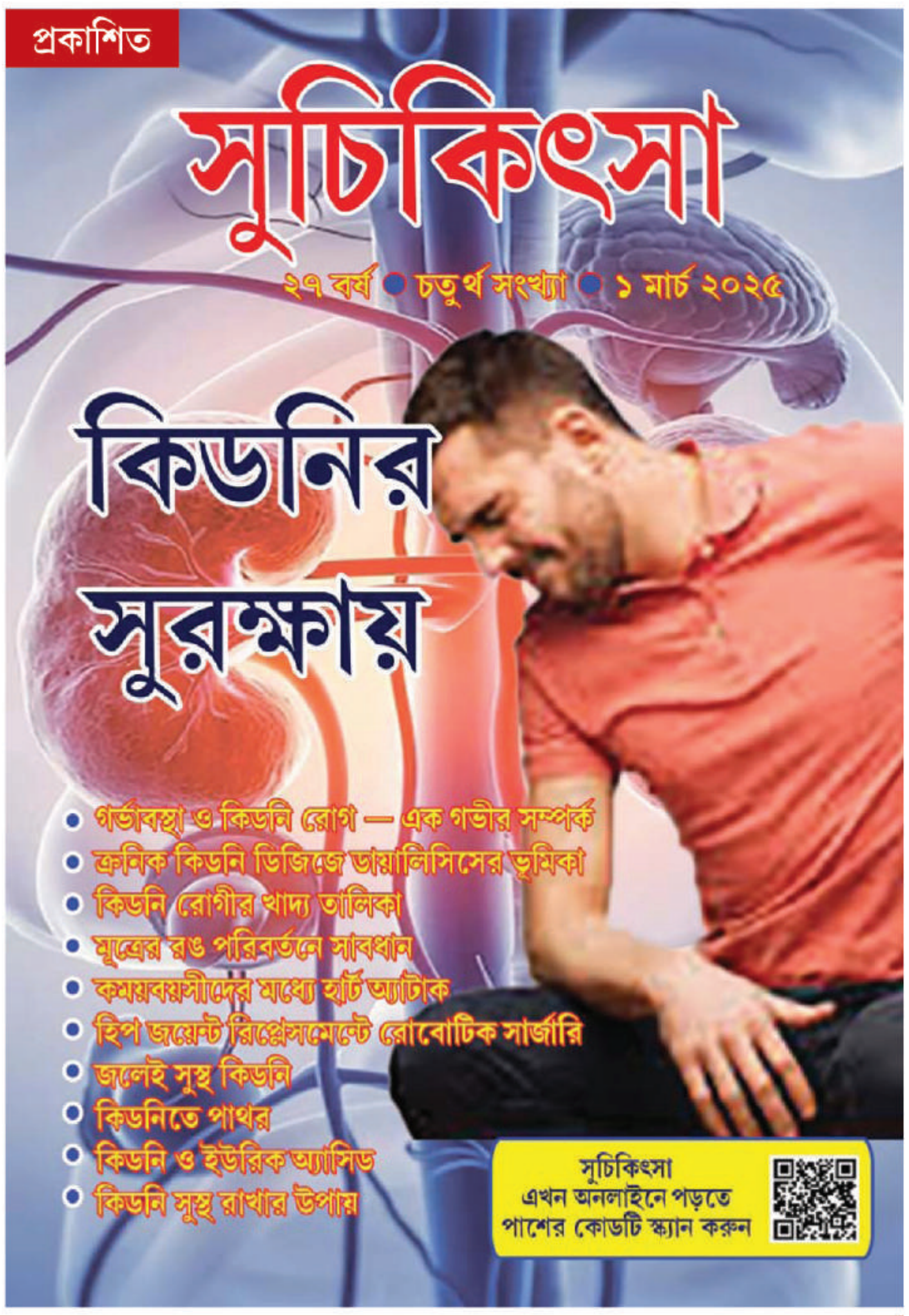

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com